ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৬ সংখ্যা ।। ১২ আশ্বিন, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

আট বছরে সন্ত্রাসের বলি একুশ হাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ইসলামি সন্ত্রাস ভারতকে কতটা দীর্ণবিদীর্ণ করেছে তার প্রমাণ হল নিরীহ নিহতদের বিরাট পরিসংখ্যান যা খোদ সরকারের কাছেই রয়েছে। গত আট বছরে ভারতে সন্ত্রাসী জেহাদিরা যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাতে ২০,৮৬৫ জন ভারতবাসী মারা পড়েছে।

সন্ত্রাসের ঘটনা

সাল	বিস্ফোরণ-এর ঘটনা
২০০০	৩২৩
২০০১	৩৮৭
২০০২	৫৩৮
২০০৩	৫৭৩
২০০৪	৬৭৩
২০০৫	৩০৮
২০০৬	২৮০
২০০৭	৫৩০
২০০৮ (সেপ্টেম্বর)	১৬৭

এছাড়া ৭৮৩৮ জন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানও নিহত হয়েছে। এই বছরগুলিতে দেশজুড়ে বিস্ফোরণের সংখ্যাই ৩৫০০টি। এছাড়া সরাসরি আত্মঘাতী ফিদাইন বাহিনীর হামলা তো আছেই। জয়পুর, বাঙ্গালোর ও আমেদাবাদে পরপর বিস্ফোরণ ঘটাল জেহাদিরা। শুধু তাই নয়, বিস্ফোরণের আগের মুহূর্তে ই-মেল পাঠিয়ে জানান দিয়ে তা ঘোষণা করেছে। এটা ঘটনা যে ভারত সরকারের দূর-সঞ্চার বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগ আগাম কোনও নিশ্চিত খবর সংগ্রহ করে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এই সব ঘটনার মধ্যে অতি বাম নকশালী মাওবাদীদের আক্রমণও ধরা হয়েছে।

যদিও নিরাপত্তাবাহিনীর পালটা আক্রমণে এই সময়সীমার মধ্যে ২৪,৭৭৭জন সন্ত্রাসবাদীও মারা পড়েছে। এইসব পরিসংখ্যানই কেন্দ্র সরকারের। যখনই কোনও সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ অথবা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে সরকার পক্ষ তখন একটি বিবৃতি দিয়ে দায় সারেন। বলেন, সন্ত্রাসীদের যথাযোগ্য মোকাবিলা করা হবে। অথচ সরকারি পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদী হামলা আর বিস্ফোরণ কমা তো দূরের কথা, উল্টে বেড়েই চলেছে — গ্রাফ উর্দ্ধমুখী। ২০০১-এর পর আই এস আই-এর ইসারায় দেশজুড়ে ৬৯টি বড় সন্ত্রাসবাদী হামলা ও বিস্ফোরণের ঘটনায় অপরাধীদের শাস্তি তো হয়ইনি, এমনকী কেন্দ্র ও রাজ্যের অধীনস্থ পুলিশ বা গোয়েন্দারা তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি।

ইউ পি এ সরকার সংসদে পরিসংখ্যান দিয়ে জানান সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা কমেছে। কিন্তু গোয়েন্দা দপ্তর যে সাম্প্রতিক রিপোর্ট দিয়েছে তাতে সরকারও চিন্তায় পড়েছে। ইউপিএ সরকারের চিন্তার কারণ

(এরপর ২ পাতায়)

বিজেপির দাবি মানল রাজ্য

টাটাদের তাড়ালে ক্ষতি রাজ্যেরই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তববোধ হীনতার কারণে টাটারা সিঙ্গুর ছেড়ে চলে গেলে তা রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি হবে। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এমনই মত। এখানে কংগ্রেস, সিপিএম কিংবা বিজেপির

মমতা ব্যানার্জী

রাজনৈতিক দলাদলির প্রশ্ন উঠছে না। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি করতে গিয়ে যাতে রাজ্যের স্বার্থ জলাঞ্জলি না দেওয়া হয় তা দেখাই তৃণমূলনেত্রীর কর্তব্য। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতোই তিনিও জেদের বশে সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধকে টাটাদের বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়ে চরম বোকামির পরিচয় দিয়েছেন। রাজ্য বিজেপিও বরাবরই সিপিএমের জোর জবরদস্তি জমি অধিগ্রহণের নীতির তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে। নন্দীগ্রামে ২০০৭ সালে ১৪ মার্চ গুলি চালনার পর ১৭ মার্চ প্রথম সেখানে গিয়েছিলেন সুষমা স্বরাজের নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধি দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন। তিনি তখন কলকাতায় বসেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি একটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া শিল্প কারখানাকে আন্দোলন করে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘোর বিরোধী। কারণ, গত তিরিশ বছরে বিজেপি সিপিএমের শিল্পবিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করে এসেছে। টাটারা এরাজ্য থেকে চলে যাক তা বিজেপি চায় না। সর্বভারতীয় স্তরে দেখতে গেলে বিজেপির লাভ। কারণ টাটারা সিপিএম শাসিত পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে বিজেপি শাসিত কর্ণাটকে যেতে চেয়েছে। বিজেপি দেখিয়ে দিতে পারে, দেশের বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলির এখনও সিপিএম বা তৃণমূল নয় বিজেপির উপরেই আস্থা বেশি। তাই টাটাদের সংকটে অনেক রাজ্য ডাকলেও টাটারা কর্ণাটকেই যাওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। তবুও রাজ্য বিজেপি চায় না টাটারা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যাক। সম্প্রতি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিল। তাতে টাটাদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের চুক্তি নিয়ে যে সংশয়, ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু বাস্তবতার কথা ভেবে জমি ফেরানোর কথা বলা হয়নি। তা সম্ভবও নয়।

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

বিজেপি জমিহারা পরিবারগুলির জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতে বলেছিল। রাজ্য সরকারের প্যাকেজে তা বলা হয়েছে। তৃণমূলনেত্রীর উচিত এই প্যাকেজকে আরও আকর্ষণীয় করার দিকে জোর দেওয়া। টাটাদের তাড়িয়ে দিলে তা রাজ্যের পক্ষে বড় ক্ষতি।

এখনও বেড়া দেওয়া বাকি, শেষ কবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আন্তর্জাতিক সীমান্ত সুরক্ষিত করতে ভারত-বাংলাদেশ এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অতিরিক্ত আরও ৫০৮টি বর্ডার আউট পোস্ট বসাচ্ছে কেন্দ্র সরকার। এই অতিরিক্ত বি ও পি-গুলি বসাতে খরচ পড়বে ১৮০০ কোটি টাকা। এর ফলে নজরদারি বাড়িয়ে সীমান্তকে আরও বেশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে। অসম-বাংলাদেশ সীমান্তে বি ও পি বাড়িয়ে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন থেকে চাপ দিয়ে আসছে ছাত্র সংগঠন আসু (অল অসম ছাত্র ইউনিয়ন)। এটা যেন রোগী মারা যাওয়ার পর ডাক্তার ডাকার মতোই। সারা দেশ যখন কয়েক কোটি অনুপ্রবেশকারী এবং ইসলামী জঙ্গি-সন্ত্রাসে ভরে গিয়েছে তখন কেন্দ্র সরকারের ঘুম ভাঙ্গার উপক্রম হচ্ছে।

অসম-বাংলাদেশ সীমান্ত যেসব ক্ষেত্র নদী দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে সেখানে জলে ভাসমান আউট পোস্ট বসানোর দাবিও দীর্ঘদিন ধরে আসু করে আসছে। কেননা নদীপথে সীমান্ত ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে অসমে অনুপ্রবেশ করা খুবই সহজ। ওখানে কোনও নির্দিষ্ট ভাসমান আউট পোস্টই নেই। মাঝেমাঝে বি এস এফ জওয়ানরা জলপথে প্যাট্রলিং করে মাত্র।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ৪,০৯৭ কিলোমিটার এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত ৩,৩২৩ কিলোমিটার। বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৮০২টি বি ও পি এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ৬০৯টি বি ও পি রয়েছে। এছাড়া ভারত-নেপাল সীমান্ত ১৭৫১ কিলোমিটার এবং ভারত-ভূটান সীমান্ত ৬৯৯ কিলোমিটার। কেন্দ্র ওই এলাকায় উত্তরাখন্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও অসম

(এরপর ২ পাতায়)

পোস্ট বসেছে। লাগেনি কাঁটাতার।

ইচ্ছামতী পার হতে গিয়ে ধরা পড়ল ১৬০ বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এবার হাতে হাতে প্রমাণ। বাংলাদেশীরা যে ভারতে ব্যাপক সংখ্যায় অনুপ্রবেশ করছে আগামী ডি আই জি পর্যায়ের বৈঠকে তার তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরবে বি এস এফ। গত ১২ সেপ্টেম্বর নৌকোয় ইছামতী নদী পার হয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়েছে ১৬০ জন বাংলাদেশী। একেবারে সাত সকালে - ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে। তিনটি ফেরিবোটে করে হাসনাবাদ সীমান্তে তারা নদী পার হচ্ছিল। বি এস এফের কথামতো একসঙ্গে এতজন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সাম্প্রতিককালে আর ধরা পড়েনি।

উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদে ইছামতী নদীর এপারেই রয়েছে বি এস এফ ক্যাম্প। প্রায়ই তারা মুসলিম অনুপ্রবেশকারী পাকড়াও করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এমন ঘটনা ঘটেছে যে বি এস এফ কাউকে ধরলেই স্থানীয় গ্রামবাসী মুসলিমরা বি এস এফ ক্যাম্পে এসে হামলা চালিয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের নিজেদের 'আত্মীয়' পরিচয় দিয়ে ঝামেলা পাকিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। একাধিকবার বি এস এফের জওয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষও বেধেছে।

রাতের অন্ধকারে অনুপ্রবেশ তো চলেই থাকে। এখন তারা এতটাই দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে যে প্রকাশ্য দিবালোকেও দলে দলে এসে অনুপ্রবেশ করছে। এদিনের ঘটনা সেকথাই প্রমাণ করে।

এবছরই ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেবল মঙ্গলচণ্ডী এলাকাতেই ধরা পড়েছে মোট ১ হাজার ২৬ জন অনুপ্রবেশকারী। তাদের মধ্যে অনেকে সীমান্ত পার হয়ে প্রায় ৩ কিলোমিটার পর্যন্ত ভিতরে ঢুকে এসেছিল।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর অনুসারে

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা উপলক্ষে আগামী মহাষষ্ঠী (৫ অক্টোবর ২০০৮) থেকে কোজাগরী পূর্ণিমা (১৪ অক্টোবর, ২০০৮) পর্যন্ত স্বস্তিকা দপ্তর বন্ধ থাকবে। ১৫ অক্টোবর, স্বস্তিকা দপ্তর আবার খুলবে। আগামী ১৩ই এবং ২০ অক্টোবর, ২০০৮ স্বস্তিকার কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। আবার ২৭ অক্টোবর, ২০০৮ থেকে স্বস্তিকা যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা

জানুয়ারিতে ধরা পড়ে ২৭২ জন, ফেব্রুয়ারিতে ২৩৯, মার্চে ১৬৪, এপ্রিলে ৯০, মে-তে ৮৬ জন। তারপরই বর্ষা শুরু হয়ে নদীতে জল বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুপ্রবেশও বেড়ে গেছে। বেড়েছে ধরা পড়ার সংখ্যাও। জুনে ধরা পড়েছে ১৫০ জন, জুলাইয়ে ১১৬ জন, আগস্টে ১২২ জন এবং সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ পর্যন্ত ১৮৩ জন। তার মধ্যে এদিনই ধরা পড়েছে ১৬০

(এরপর ২ পাতায়)

অনুপ্রবেশকারীদের হামলায় কদম্বগাছিতে গুঁড়িয়ে গেল হিন্দুমন্দির

সংবাদদাতা ।। অস্থায়ী ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে একদল বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর পরিকল্পিত হানায় গুড়িয়ে গেল হিন্দুমন্দির। গত ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কদম্বগাছি রেল স্টেশনের পাশে অবস্থিত পুরনো হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে তছনছ করে দিল কয়েক হাজার মুসলিম যুবক। তাদের নৃশংস আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হয় কয়েকজন মা-বোন ছাড়াও কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ।

কদম্বগাছির সাধারণ মানুষের মতে, ঘটনার সূত্রপাত ১৪ সেপ্টেম্বর হলেও পরিকল্পনা যে বহুদিন আগে থেকেই চলছিল তা তারা এদিন অনুভব করতে পারেন। গত কয়েকবছর ধরে অস্থায়ী ব্যবসার নামে বেশ কিছু মুসলিম যুবক মাছ মাংসের দোকান সহ কাঁচা-সব্জির ব্যবসা শুরু করে। এ ব্যাপারে প্রশাসন বা স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান বা সদস্যরা জানলেও কোনও তোয়াক্কা করেননি। এই অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা (পড়ুন অনুপ্রবেশকারীরা) ক্রমে সংগঠিত হওয়া ছাড়াও শাসকদলের হয়ে ক্যাডারবৃত্তিও করতে শুরু করে।

একই ভাবে সাধারণ মানুষের বিশেষত ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের প্রতি ঠাট্টা-তামাসা, অশ্লীল কথাবার্তা বলতে শুরু করে। এ ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চার হলেও শাসকদল ও প্রশাসন একেবারেই মৌনব্রত নিয়েছিল। পরিস্থিতি ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠলে স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ী তথা মন্দিরের ভক্তবৃন্দ ওদের বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওই অস্থায়ী মুসলিম ব্যবসায়ীরা দেগঙ্গা, বেড়াচাপা, বসিরহাট, হাসনাবাদ থেকে কয়েক হাজার মুসলিম ডেকে বীভৎসভাবে আক্রমণ করে এবং মন্দির গুঁড়িয়ে দেয়।

মাওবাদী মোকাবিলায় গ্রে-হাউন্ড কমান্ডো

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক গোপন রিপোর্ট অনুসারে নকশালবাদীরা দেশের ৩৫ শতাংশ এলাকাকে মুক্তাঞ্চলে পরিণত করার ছক তৈরি করেছে। আর তা এই ২০০৮-র মধ্যেই করা হবে। শ্রীলঙ্কার নিষিদ্ধ তামিল জঙ্গি সংস্থা এল টি টি ই এবং অসমের নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংস্থা ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম বা উলফার কাছ থেকে নকশালীরা অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করছে বলে খবর। এবং দেশের মধ্যে এদের প্রভাবাধীন এলাকায় লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ওই রিপোর্ট অনুসারে ৩৯টি উগ্র-বাম সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গোপনে সশস্ত্র ক্যাডারবাহিনীর মাধ্যমে ১৫টি রাজ্যে সক্রিয়। আরও সাতটি রাজ্যে অতি বামমার্গীরা প্রকাশ্যেই তাদের সমর্থকদের মাধ্যমে নিজেদের প্রচার চালাচ্ছে। গোয়েন্দা বিভাগের সূত্র মতে দেশের ২২টি রাজ্যে মাওবাদীরা সক্রিয়। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মাত্র ছয়টি রাজ্যে মাওবাদীদের অস্তিত্ব নেই — অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, সিকিম, গোয়া এবং হিমাচল প্রদেশ। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অফিসাররা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ও মাওবাদীদের মধ্যে দেশ জুড়ে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ব্যাপারে কোনওরকম মতদ্বৈধতা থাকার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। এক অফিসারের মতে মাওবাদীদের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে বোঝাপড়া বা যোগাযোগ রাখার অন্যতম কারণই হল অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ওই রিপোর্ট অনুসারে প্রায় কুড়ি হাজার মাওবাদী ক্যাডার গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের আরও ৫০,০০০ সক্রিয় সমর্থকও দেশজুড়ে কাজ করছে। বিভিন্ন প্রকাশ্য সংগঠনেও বিভিন্ন নামে নকশালদের লক্ষাধিক সমর্থক কাজ করছে। দেশ জুড়ে মাওবাদীদের বিস্তার ঠেকাতে কেন্দ্র বিশেষ কেন্দ্রীয় বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দশ হাজার কমব্যাট ব্যাটেলিয়ন কোবরা বাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধ মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দিয়ে মাওবাদী সন্ত্রাস কবলিত ছ'টি প্রদেশে পাঠানো হবে। এর মধ্যে ছত্তিশগড় তিনটি ব্যাটেলিয়ন (৩০০০), ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং ওড়িশা পাবে দুটি করে ব্যাটেলিয়ন। মহারাষ্ট্র এবং বিহার পাবে একটি করে ব্যাটেলিয়ান। বাছাই করা সি আর পি এফদের নিয়ে এই ব্যাটেলিয়নের প্রশিক্ষণ অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রে-হাউন্ড একাডেমিতে শুরু হয়েছে।

বি জে পিকে ঠেকাতে এখনই নির্বাচনের বিরোধী বাকীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এ বছরের শেষের দিকেই জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে সরকার পড়ে যাবার পর ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করাতে হলে ডিসেম্বরের মধ্যেই তা করাতে হবে। নাহলে বাড়াতে হবে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ। কিন্তু নিয়মমাফিক এবং সময়মতো নির্বাচনের পক্ষে রয়েছে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি। বাকীরা অর্থাৎ পি ডি পি, ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস এবং প্যান্থার্স পার্টি, অর্থাৎ অন্যান্য প্রধান সমস্ত দলই এখনই নির্বাচনে যেতে ভয় পাচ্ছে। এরা প্রায় সকলেই মুখে বলছে যে, কাশ্মীরে এখন বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় নির্বাচন করানোটা ঠিক হবে না। কিন্তু এদের ভয় পাওয়ার আসল কারণ হল, এখনই নির্বাচন হলে বি জে পি তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল অবস্থানে চলে যাবে।

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দৌরাত্ম্য বা রমরমা ১৯৮০'র দশক থেকে সব সময়ই রয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও ছিল। কোনও কোনও সময় তো এমনও গেছে উগ্রপন্থীরা ঘোষণা করেছে কেউ ভোট দিতে গেলে বুথ থেকে তাকে 'লাশ' হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। নির্বাচনের দিন প্রকাশ্য রাস্তায় তারা কফিন সাজিয়ে রেখেও আতঙ্ক সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করেছে। কিন্তু এবারের মতো নির্বাচন বন্ধ রাখার পক্ষে এইসব দল কখনও একজোট হয়নি। ২০০২ সালের নির্বাচনের সময়ও যখন প্রচণ্ড ডামাডোল চলছিল তখন তো 'পোস্টার বয়' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন হাণ্ডওয়ারার বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী গুলাম মহীউদ্দিন সোফি। এবার সেই লোকটিও বলতে আরম্ভ করেছেন, এখন কাশ্মীরে নাকি নির্বাচনের মতো পরিস্থিতি নেই। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে সকলেরই লক্ষ্য বি জে পি-কে ঠেকানো। অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের নিবাসের জন্য জমি নিয়ে জম্মুর হিন্দুরা যেভাবে আন্দোলনে সফল হয়েছেন তাতে সকলেরই ধারণা এ বছর নির্বাচন হলে অন্তত জম্মু ক্ষেত্রে বি জে পি'র সামনে কেউ টিকতে পারবে না। ফলে রাজ্য বিধানসভায় বি জে পি রীতিমতো বড় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। ফলে কথায় কথায় ভারত বিরোধী যে কোনও বিল পাশ করিয়ে নিতে পারবে না। উপরন্তু আগামী লোকসভা নির্বাচনেও বি জে পি এখান থেকে ভাল ফল করবে।

সেজন্যই সি পি এম, যাদের বিগত বিধানসভায় ২ জন সদস্য ছিলেন তারা সহ সমস্ত বি জে পি বিরোধীরা একযোগে নির্বাচনের বিরোধিতা করে যাচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তবে বাকীরা যাদের অনেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পৃষ্ঠপোষক তারা মুখে 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাপট'-এর বাহানা খাড়া করলেও একটু ভিন্ন সুরে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে একমাত্র প্যান্থার্স পার্টিকে। তারা বলছে, নির্বাচনের আগে বিধানসভা ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস করা হোক। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, প্যান্থার্স পার্টিও বি জে পি ঠেকাতে এই কৌশল নিয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারা যাচ্ছে।

ধরা পড়ল ১৬০ বাংলাদেশী

(১ পাতার পর)

জন।

বি এস এফ সূত্রের খবর অনুসারে, এছাড়াও যোগেশগঞ্জের কাছে রায়মঙ্গল নদীর পাড় থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করার সময় বি এস এফ ৪২ জন বাংলাদেশীকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে। নথিভুক্ত করা হয়েছে তাদের নামধাম। অর্থাৎ বাংলাদেশে কে কোথায় থাকে তার তথ্য।

সীমান্তরক্ষী বাহিনী সূত্রে জানতে পারা গেছে যে, এবারও বি ডি আরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা অনুপ্রবেশের ব্যাপারটা যথারীতি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সূত্র অনুসারে, আগামী ডি আই জি পর্যায়ের বৈঠকে বি ডি আর-কে এবার এই তালিকা তথা তথ্যপ্রমাণ হস্তান্তরিত করে রীতিমতো চেপে ধরা হবে।

শতাব্দীর সেরা কাজে যোগ দিন

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস ও সংকীর্তন যাত্রার ৫০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু ও হরিসভা সমূহের পুনরুদ্ধার ও সংস্কার কার্য পরিচালনার জন্য জেলাস্তরে পূর্ণ সময়/আংশিক সময়ের কর্তব্য সচেতন, সৎ কর্মী প্রয়োজন। আবেদন সত্বর। আবেদন পত্রের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, পূর্ব অভিজ্ঞতা, পাসপোর্ট সাইজের ছবি দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন।

আবেদন পাঠাবার ঠিকানা

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত হরিনাম প্রচার সমিতি

১৭বি, নলিন সরকার স্ট্রীট,

কলকাতা - ৭০০ ০০৪।

ফোন - ২৫৫৫ ৩৫৮৮ / ২৫৫৪৪৯৪৮

মোবাইল - ৯৩৩১৪৩০৯২২ / ৯৮৩১১০৮০৫৯

ফ্যাক্স - ২৫৪৩৩৩৭৮

বেড়া দেওয়া বাকি

(১ পাতার পর)

সীমান্তে শীঘ্রই ১৪০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি করার প্রস্তাব করেছে। সূত্র অনুসারে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার কাজ হয়েছে ২,৫৯০ কিলোমিটার এবং রাস্তা (সীমান্ত সড়ক) তৈরি হয়েছে ৩,২৯৫ কিলোমিটার। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অসম, মিজোরাম এবং ত্রিপুরার লাগোয়া ২,৮৪০ কিলোমিটার এলাকায় রাত্রে ফ্লাডলাইট লাগানো হবে। তবে আলোর বন্যা বওয়ানোর কাজ শেষ হবে ২০১১-১২ সাল নাগাদ। খরচ ধরা হয়েছে ১,৩২৮ কোটি টাকা। বিশ্বস্ত সূত্রে একথা জানা গেছে। আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে ১৫০ গজ এলাকার বাইরে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কথা। অনেক এলাকায় বেড়ার কাজ বাংলাদেশের বাঁধা দেওয়াতে বন্ধ আছে। তবে এটা বহু স্থানেই বাস্তবে অসম্ভব। কেননা বহুক্ষেত্রেই দু'দেশের বাড়ি-ঘর, চাষের জমি পরস্পর লাগোয়া। কোথাও সিমেন্টের ছোটখাটো পিলার আছে কোথাও বা তাও নেই। ভারত এখন বেড়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের অনুমতির অপেক্ষায়। তবে এই অপেক্ষার কবে শেষ হবে তা সময়ই বলবে। কেননা, বি এস এফ জওয়ানরা অনেকবার অভিযোগ করেন যে, চোরাচালান, গো-পাচার এবং অনুপ্রবেশ চালু রাখার জন্য বাংলাদেশী দুর্বৃত্তরা কাঁটাতারের মজবুত বেড়াও কেটে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপত্তি চালিয়ে যাওয়াটাই ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতি।

সন্ত্রাসের বলি একুশ হাজার

(১ পাতার পর)

হল, যে হারে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা বেড়ে চলেছে, তাতে এরকম নরমনীতি চালু থাকলে লোকসভার নির্বাচনে লাভের বদলে বরং লোকসান অর্থাৎ সংসদে আসন কমে যাওয়ারই সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের নরম নীতির উদাহরণ হল — 'সিমি' নিষেধাজ্ঞা মামলায় দিল্লী হাইকোর্টে সরকারি গাফিলতি বা ইচ্ছাকৃত দুর্বলতার জন্য সিমি'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছিল। যদিও পরে সর্বোচ্চ আদালত তা বহাল রাখে।

মাওবাদী, নকশালী ও ইসলামি সন্ত্রাসীরা সীমান্তের ওপার থেকে তাদের মুরুব্বিবদের ইঙ্গিতে সারা ভারত জুড়ে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। প্রত্যেক দু-তিন মাসের মধ্যে একটা করে বড় হামলা হচ্ছে। দু-একটি রাজ্য বাদ দিলে প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই সন্ত্রাসী হামলা ঘটে চলেছে। সরকার কোনওরকম নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কেন্দ্রের পরিসংখ্যান বলছে ২০০০ সাল থেকে লাগাতার ছোট-বড় বিস্ফোরণের ঘটনা রোজই ঘটে চলেছে। জম্মু-কাশ্মীর থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, নকশাল প্রভাবিত রাজ্যগুলো ছাড়াও অন্যত্র সন্ত্রাসবাদী হামলা বেড়েই চলেছে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য

সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পোটা-ই চাই

অতি বড় নাস্তিকও বিপদে পড়িলে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া থাকে। কণ্ঠনালীর কাছে ধারালো ছুরিকার ফলা আগাইয়া আসিলে বাঁচিবার তাগিদে তাহা খামচাইয়া ধরিবার চেষ্টা করে। তখন ভুলিয়া যায় রাত পোহাইবার আগে সে অন্যকে ইহা লইয়া কটাক্ষ করিয়াছিল, অন্যের আত্মরক্ষার হাতকে, হাতিয়ারকে পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট — অভিযোগ করিয়া আটকাইয়াছিল, কাড়িয়া লইয়াছিল। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউ পি এ সরকার সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে।

ইসলামি সন্ত্রাসবাদের ভয়াল বিভীষিকার হাত হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্বতন বাজপেয়ী সরকার 'পোটা' নামে একটি কঠোর আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ডঃ মনমোহন সিংহের ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় বসিয়াই ২০০৪ সালে সিংহবিক্রমে তাহা বাতিল করিয়া দেন। সিংহ সরকার এমনও অভিযোগ করেন যে বাজপেয়ীর এন ডি এ সরকার এদেশের একটি বিশেষ সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতি বিরূপ মনোভাবশত 'পোটা' প্রণয়ন করিয়াছিল। অন্যথায় সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণে চলতি যে আইনটি রহিয়াছে তাহাই যথেষ্ঠ। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট হইলে কোনও সরকার নতুন করিয়া একটি আইন করিতে গেলেন কেন ইহা বিচার করিয়া দেখিবার সদিচ্ছা সিংহ মহাশয়দিগের ছিল না। বরং তাহারা পোটা বাতিল করিয়া এবং পাতিলকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করিয়া ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের এই বার্তাই দিয়াছিলেন যে এখন হইতে তাহাদের আর কোনও ভয়ের কারণ নাই। এই যুক্তি যে কতখানি অকাট্য তাহার একটি উদাহরণই যথেষ্ঠ — সংসদ আক্রমণের প্রধান মাথা মহম্মদ আফজলকে নানা বাহানায় এখনও ফাঁসি না দিয়া দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে কার্যত অবজ্ঞা করা হইয়াছে।

ইউপিএ সরকার কথিত 'প্রচলিত আইন' যে কতখানি ঠুঁঠো জগন্নাথ বিগত সাড়ে চার বছরে দফায় দফায় তাহা লক্ষ্য করা গিয়াছে। পোটাকে হটাইয়া দিবার সুবাদে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী দৈত্য ফের বোতলমুক্ত হইয়া 'প্রচলিত আইন'টির দফারফা করিয়া ছাড়িয়াছে। প্রত্যেকবার ধ্বংসাত্মক হামলার ঘটনার পর প্রচলিত আইনটির দাঁত কতখানি ধারালো ও পোক্ত তাহা লইয়া বিতর্ক বাঁধিয়াছে। এবং প্রতিবারই দেখা গিয়াছে সরকারের নীতি নির্ধারকগণ, গোয়েন্দা সংস্থাগুলি, পুলিশ প্রশাসন প্রত্যেকেই তাহার অসারতার কথাই বলিয়াছেন এবং সন্ত্রাস বিরোধী 'পোটা'-র মতো কঠোর আইনের পক্ষেই মত দিয়াছেন। ইউ পি এ নামক একটি সংখ্যালঘু তোষামোদী জোট কেন্দ্রের তখ্ত-এ-তাউসে বসিবার পর হইতেই মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, রাজস্থান সহ অন্যান্য রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হইল এখন যেহেতু বেশিরভাগ রাজ্যেই কংগ্রেস ক্ষমতায় নাই, সেজন্য ওই সকল ঘটনার পরও 'পোটা'র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবার তাগিদ সিংহ সরকার দেখান নাই।

এখন সন্ত্রাসবাদীদের তীক্ষ্ণ ছুরিকা একেবারে দিল্লীর কণ্ঠনালী ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার বড়সড় একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগের বাস্তব আয়োজনও সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে খোদ দেশের রাজধানীর বুকে। সন্ত্রাসবাদী শেল বুকে বিঁধিলে কেমন লাগে তাহা এখন হাড়ে হাড়ে ঠাওর করিতে পারিতেছেন মহামান্য দিল্লীশ্বরেরা। অতএব আর নিদ্রিত থাকা অথবা জাগিয়া ঘুমাইবার অবকাশ নাই বুঝিতে পারিয়া যেন ধড়ফড় করিয়া ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন তথাকথিত সেকুলারবাদের আফিমাসক্ত জননেতারা। প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের পরামর্শও ইতিমধ্যে ইউ পি এ সরকারের চোখে জলের ঝাপটা দিয়া সুপ্তাবস্থা হইতে সরকারকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে। এখন তাই তাহারা আর ময়না মুদির মতো চক্ষু মুদিয়া মটকা মারিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিতেছেন না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও রক্ত পিপাসু সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে 'পোটা'র মতো কঠোর আইন-এর মর্ম বুঝিতে পারিতেছেন। সরকার এখন বলিতেছেন, জেহাদী দমনে 'পোটার মতো' (পোটা টাইপ) আইন দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

কথায় বলে চিরকাল অন্ধ থাকিবার চাইতে দেরিতে চক্ষু উন্মোচনও ভাল। চিরকাল জগন্নাথ হইয়া থাকিবার চাইতে দেরিতে হইলেও হস্ত বাহির করিয়া সন্ত্রাসবাদী ছুরিকা খামচাইয়া ধরা জাতির পক্ষে মঙ্গল জনক।

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে, কঠোর কোনও আইন যদি করিতেই হয়, 'প্রচলিত আইন'টিতে পচন ধরিয়াছে ইহা যদি সত্য সত্যই মালুম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবার মলম-পট্টি লাগানো আইন কেন? পোটা কেন নহে? উহাতে বি জে পি'র গন্ধ আছে বলিয়া? মনমোহন সরকারকে বুঝিতে হইবে বি জে পি বিরোধী এবং মুসলিম তোষণকারী রাজনীতির চাইতে জাতীয় স্বার্থ, জাতির প্রত্যেকটি মানুষের জীবন ও ধনসম্পদের মূল্য অনেক .... অনেক বড়। ন্যাক্কারজনক রাজনীতি ছাড়িয়া, বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের তুষ্ঠিকরণ ছাড়িয়া ইউ পি এ কর্তাদের বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আগাইয়া আসিতে হইবে। জলে নামিব অথচ চুল ভিজাইব না, রাঁধিব বাড়িব অথচ হাড়ি ছুঁইব না, এই সমস্ত ছুঁৎমার্গ ত্যাগ না করিলে 'পোটা টাইপ'-এর কোনও আইনেই কাজের কাজ হইবে না। তাই কোনও 'টাইপ' নহে, দানবরূপী সন্ত্রাস দমনে 'পোটা'-ই চাই।

শাবানা আজমি, অরুন্ধতী রায়, ব্যুরোক্র্যাট এবং ভারতীয় গণতন্ত্র

শিবপ্রসাদ লোধ

একজন ফিল্ম অভিনেত্রী, অপরজন লেখিকা ও তৃতীয়জন ব্যুরোক্র্যাট। সংবাদ মাধ্যমে সম্প্রতি তিনজনের কিছু মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনজনেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ এক বিন্দুতে, তা হলো মুসলমান সম্প্রদায়। মুসলিম প্রশ্নে প্রথমজন ভারতীয় গণতন্ত্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, দ্বিতীয়জন কাশ্মীরের মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উস্কানি দিয়েছেন এবং তৃতীয়জন ৮৫ শতাংশ মুসলমানের সুপ্রাচীন হিন্দুধর্ম ঐতিহ্য ত্যাগের একমাত্র কারণ হিসেবে হিন্দু সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন।

মুসলমান ভ্রাতাদের নিয়ে এ ধরনের মনোভঙ্গি ঠিক এমন সময় বিস্ফোরিত হল যখন কর্ণাটক জয়পুর, গুজরাট ইসলামি জেহাদি গোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত এবং সন্ত্রাসের পেছনে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জন্ম নেওয়া সিমি নামক ইসলামী ছাত্র সংগঠনের হাত থাকার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এবার তাহলে আসুন, তিন মহারথী সম্প্রতি কি বলেছেন সেদিকে নজর দেওয়া যাক। সংবাদ সূত্র ১ : নতুন দিল্লি ১৭-৮-০৮, ফিল্ম অভিনেত্রী শাবানা আজমি বলেছেন, মুসলমানদের প্রতি নিরপেক্ষ নয় ভারতীয় গণতন্ত্র। প্রমাণ হিসেবে তিনি সাচার কমিটির রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সাচার কমিটি নাকি দেখিয়ে দিয়েছে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বর্তমানে কোথায়? তিনি বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে মুসলমানরা অবহেলিত হচ্ছেন। জাভেদ আখতার, সইফ আলি খান, শাবান আজমিরা নাকি মুম্বাইয়ে ফ্ল্যাট পাননি। তাঁর মতে এর কারণ, পরিচয়ে এরা মুসলমান।

শাবানা আজমির স্বামী জাভেদ আখতার এবং তিনি নিজে বলিউড দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। শাবানা অভিনয় করে এবং জাভেদা Script লিখে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছেন। অভিনয় ও লেখার সুবাদে দুজনেই বেশ কয়েক বার পুরস্কৃতও হয়েছেন। বলিউডে মুসলমান অভিনেতা কলাকুশলীদেরই এখন রমরমা। মুসলমান অভিনেতারা চুটিয়ে হিন্দু অভিনেত্রীদের সঙ্গে প্রেম করছেন, শাদী করছেন। মুসলমান বলে এদের অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান, প্রেমপর্বে কখনও বাধার সৃষ্টি হয়েছে এমন কথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। তবে কেন পক্ষপাতের অনুযোগ? মুসলিম মহল্লায় অমুসলিমদের ঠাঁই পাওয়া নিয়ে বিড়ম্বনার চর্চাও কি হওয়া প্রয়োজন নয়? যাই হোক, শাবানার স্বজাতি প্রীতি, ঠুনকো ধর্মনিরপেক্ষবাদী হিন্দু নামধারী বুদ্ধি জীবীদের জন্য এক শিক্ষণীয় উদাহরণ। হিন্দুপ্রেমী হওয়া অপরাধ, মুসলমান প্রেমী হওয়া ভালো — এই উৎকট রোগগ্রস্ত বুদ্ধি বেচে খাওয়া মানুষজন কলমে এবার আরও শান দিন, বিবেককে বন্ধক রাখুন, হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে আরও কুৎসা প্রচারিত হোক, তবেই এঁরা উন্নত শির বলে দাবি পেশ করতে পারবেন।

অনেকের মনে হতে পারে, শাবানা সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের বিচার করতে বসেছেন। এত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্মান, প্রতিপত্তি, বাক্ স্বাধীনতা ভোগ করার পরও তিনি ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি হঠাৎ এত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন কেন? তবে কি তিনি ইসলামী দৃষ্টিকোণ নিয়ে সব কিছুর বিচার করতে চাইছেন?

ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে সাচার কমিটির দাবার চালটা দিয়েছেন শাসককুল। এটা ভাঙ্গিয়ে এখন ঘোলা জলে মাছ ধরা চলছে, ১৪ কোটি মুসলমান সবচেয়ে বঞ্চি ত ঘোষণা করে উৎকোচ প্রদানের ব্যবস্থার বিপরীতে ভারতে দরিদ্র্য সীমার নীচে বাস করা ৪০ কোটি সাধারণ শ্রেণী অবিকশিত অমুসলিম অনুসূচিত জনজাতি, বনবাসী হিন্দুদের অবহেলা করার মতো ঘটনা শাবানা আজমিদের মনে, এতটুকু রেখাপাত করে না? জেনে রাখুন, অনাহারে একজন মুসলমানও এদেশে মরার খবর নেই, মরে হিন্দু। বিভিন্ন রাজ্যে অভাবের তাড়নায় কৃষকেরা আত্মহত্যা করেন। তারাও হিন্দু।

> **"হিন্দুস্থানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসরণ করে আসা পাদ্রীজনও অনুন্নত শ্রেণী, জনজাতি, অরণ্য বাসীদের খৃষ্টীয়করণ করতে শীতল যুদ্ধ চালিয়েছেন আজও। ধর্মান্তরিত শ্রেণীর ব্যাক গ্রাউন্ড খুঁজতে গিয়ে ঈসামসীহের মুক্তির বাণী শ্রবণের কথাই বা বাদ পড়ে কেন? ভোটের বাজারে এখনও ওঁরা ইসলামের সমকক্ষ হতে পারেনি বলে?"**

সংবাদ সূত্র-২ : সংবাদে প্রকাশ বুকার পুরস্কার প্রাপ্ত লেখিকা অরুন্ধতী রায় ১৯ আগস্ট শ্রীনগরে গিয়ে এক সমাবেশে বলেছেন, কাশ্মীরকে ভারত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আজাদ হতে হবে। শাবানা আজমিরা কি শুনছেন? গণতান্ত্রিক ভারতে এখন বিচ্ছিন্নতাবাদে উস্কানি দিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়াও দোষাবহ নয়, সচেতন মহলের এমনই অভিমত। দেশভাঙ্গার চক্রান্তে সামিল হওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কিন্তু কে কার বিচার করবে? ৫৪৫ জন সাংসদের মধ্যে ১১৭ জন্যই নাকি ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, আর্থিক, কেলেঙ্কারীর দায়ে অভিযুক্ত। তারাই জনগণের দন্ড মুন্ডের কর্তা হয়ে বসে আছেন। ধর্মের নামে দেশভাগের হোতা মুসলিম লিগের হাতে হাত মিলিয়ে শাসনতন্ত্র চলছে। সামনে লোকসভার ভোট। বাম-ডান সব দলই জামাতে ইসলামির মতো মুসলিম সংগঠন সহ অন্যান্য মুসলিম সংগঠনের দুয়ারে হত্যে দিয়ে পড়েছে।

কাশ্মীরে কয়েক হাজার বছরের হিন্দু সভ্যতাকে ধ্বংস করে বারোশো শতক থেকে কি করে ক্রমশ কাশ্মীরের ইসলামীকরণ সম্পন্ন হলো, কি করে দু' লক্ষ হিন্দু পন্ডিত অত্যাচারিত হয়ে বাস্তুচ্যুত হলো, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এক বিধান এক প্রধানের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে কাশ্মীরে প্রবেশ করলে তাঁকে জেল বন্দী করে রাখা হলো এবং দেশপ্রাণ ডঃ শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনকভাবে জেলে মৃত্যু সংঘটিত হলো সে আলোচনা থাক। আজ যে বিচ্ছিন্নতাবাদের ধুয়ো কাশ্মীরে উঠেছে, শত শত হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে — এসব নিয়ে অরুন্ধতী রায়েরা একটু ভাবুন। কাশ্মীর কি শুধু মুসলমানের? হিন্দু পন্ডিতেরা কি কাশ্মীরী নন? আজ দেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তাতে ঘৃতাহুতি দেওয়া কি ক্ষতিকর নয়?

সংবাদ সূত্র ৩ : সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের পরামর্শদাতা পি. এস কৃষ্ণণ একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন যার সারমর্ম হলো হিন্দুধর্মের একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের (পড়ুন উচ্চবর্ণ) জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির ফলে অবহেলিত অনুন্নত শ্রেণী যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই ইসলামের মুক্তির বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে চলে গেছেন। এদেশের ৮৫ শতাংশ মুসলমান এককালে তফসিলি অনুন্নত হিন্দু ছিলেন, জাতিভেদ প্রথার জন্য সম্প্রদায়গুলোর নাকি বিকাশ হয়নি। যতো সহজ করে ভারতবর্ষে মুসলমান বৃদ্ধি র অঙ্ক কষা হয়েছে, এর বিপরীতে মধ্যযুগে জেহাদি উন্মাদনায় ভরপুর আরব, তুর্ক, ইরানি আফগান মুসলমান আক্রমণকারীগণ এবং তাদের অনুসরণ করে আসা কট্টর ইসলামী ধর্মপ্রচারকগণ একদিকে মন্দির ও দেব বিগ্রহ ধ্বংস করেছে। আবার ইসলামের নামে দেশভাগ, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদের সরব ইতিহাস ইত্যাদি সাক্ষ্য দেয় ইসলামের মুক্তির বাণী এদেশে কতটা প্রভাব ফেলেছিল। এখানে প্রশ্ন হলো, অনুন্নত শ্রেণী যদি শোষণ বঞ্চ নার হাত থেকে মুক্তি পেতে ইসলাম ধর্মের শরণ নিয়ে থাকেন তবে যে সব মুসলিম সুলতান ও ধর্ম প্রচারকগণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সেই উদারতা নিয়ে অনুন্নত ধর্মান্তরিত মানুষজনদের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে তাকালে তো আজ সাচার রিপোর্ট, ৮৫ শতাংশের হিসাবের রিপোর্ট তৈরি করে তৈলর্মদনের লজিক খুঁজতে হতো না। অভিযোগ তোলারও অবকাশ থাকতো না। আর ভেদ প্রথা? বলুন তো, কোথায় ভেদ প্রথা নেই? সাদা-কালো, বুর্জোয়া প্রোলেতেরিয়েত, কাফের-মোমিন, খৃস্টান হিদেন, আলেখ-সৈয়দ, পীরখান, শেখ আশরফ, আতরাফ, আরজান, শিয়া, সুন্নি কাদিয়ানী এতো ভেদাভেদ। তবে শুধু জাতিভেদ নিয়ে হিন্দুদের দোষী সাব্যস্ত করা কেন?

আরেকটি কথা, হিন্দুস্থানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসরণ করে আসা পাদ্রীজনও অনুন্নত শ্রেণী, জনজাতি, অরণ্য বাসীদের খৃস্টীয়করণ করতে শীতল যুদ্ধ চালিয়েছেন। ধর্মান্তরিত শ্রেণীর ব্যাক গ্রাউন্ড খুঁজতে গিয়ে ঈসামসীহের মুক্তির বাণী শ্রবণের কথাই বা বাদ পড়ে কেন? ভোটের বাজারে এখনও ওঁরা ইসলামের সমকক্ষ হতে পারেনি বলে? এসব রিপোর্টের গূঢ়ার্থ কারও কাছেই অস্পষ্ট নয়। সার কথা, ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি নয়, মানবমুখীনতা ও দৃঢ়প্রত্যয় থাকলেই একটা দেশ ও মানুষ প্রকৃত উন্নতি সাধন করতে পারে।

এই সময়

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস

অবশেষে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে বাধ্য হলেন নৌ-সেনা প্রধান এস কে মেহেতা। দেশের সেনাবাহিনীর সমস্যা সমাধানে তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। যদিও সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে অ্যান্টনির সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর প্রথম কথা বলা উচিত ছিল। অ্যান্টনিও এই ঘটনায় ভীষণ ক্ষুব্ধ। তবে বিশেষজ্ঞমহলের মতে নৌ-সেনা প্রধান শ্রীঅ্যান্টনির কাছ থেকে কোনওরকম আশানুরূপ সমাধান না পেয়েই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের বিষয়েও শ্রীমেহেতা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। অনেকের মতে অ্যান্টনির উপেক্ষার জন্যই শ্রীমেহেতা একাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

রামাদোসের ক্ষোভ

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশার চিত্র অবশ্য রাজ্যবাসীর কাছে নতুন কিছু নয়। রোগীর কান কুকুরে খাবলে নিল বা সদ্যোজাত শিশুর চোখ উপড়ে নেওয়া এ রাজ্যে কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। খোদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রামাদোসও এবার রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার অবনতির জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কটাক্ষ করলেন। গত ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক কর্মশালায় তিনি বুদ্ধদেববাবুর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর মতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শিল্প নিয়ে মাতামাতি করলেও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য তেমন কিছু করেননি। শুধু তাই নয়, 'স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি সাপোর্ট' তহবিলের টাকা থেকেও এরাজ্য বঞ্চিত হয়েছে বলে তিনি জানান।

লক্ষ লক্ষ টাকা জলে

পরিকল্পনার অভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করল সরকারি দপ্তর। ঘটনাটি বারাসতের। ব্লকে উপযুক্ত পান চাষের জায়গা নেই। তা সত্ত্বেও রাজ্যের উদ্যান পালন দপ্তর পান চাষের জন্য ৪১০০ ব্যাগ পানের চারা পাঠায়। চাষিরা স্বাভাবিকভাবেই তা নিতে অস্বীকার করে। এরপরেও ৭০০ ব্যাগ পাঠিয়ে দেয়। বাকি কয়েক লক্ষ পানের চারা পচে নষ্ট হয়ে গেছে। খোদ সরকারি দপ্তরের এই উদাসীনতায় গ্রামবাসীরা হতবাক।

অশনি সংকেত

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে বিশ্বে ক্ষুধা পীড়িত মানুষের সংখ্যা সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের এই ভয়াবহ সমস্যার মূল কারণ খতিয়ে দেখে জানা গেছে, মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য এটা বাড়লেও মূল্যবৃদ্ধিও এর আরেকটি বড় ও প্রধান কারণ। ২০১৫-এর মধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জ এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে।

জীবাণুর বাসা

নিজের ঘরও জীবাণুমুক্ত নয়। ঝা চকচকে বাড়ি হোক কিংবা আধুনিক পদ্ধতিতে ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার শত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ। গৃহিনীদের নিরাশ করার এই খবর শুনিয়েছে গ্লোবাল হাইজিন কাউন্সিল। তারা জানিয়েছে ৯৩ শতাংশ ভারতবাসীর ধারণা, তাদের প্রিয় বাড়িটি জীবাণুমুক্ত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ৯০ শতাংশ বাড়িই জীবাণুতে আক্রান্ত। রান্নাঘর সহ ফ্রিজ, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও জীবাণুমুক্ত নয়। এমনকী বাচ্চাদের খেলনা পুতুল থেকেও রোগ জীবাণু ছড়ায়।

সাড়ে তিন বছরে ৫৬ কোটি

মনমোহনের মন্ত্রী-সান্ত্রীদের বিমান-বিলাসিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ তেলের দাম দিনে দিনে আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে।

এই অবস্থায় তেলের খরচ বাঁচাতে এবং রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের বিমান বিলাসিতা কমাতে কার্যত লিখিত ফতোয়া জারি করেছেন 'ভদ্রলোক' প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র তথা অন্যতম বৃহৎ উন্নতিশীল রাষ্ট্র ভারতের মন্ত্রীসান্ত্রীরা কি এত সহজে চালু অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন? অতীতেও কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের পদস্থ অফিসাররা পেট্রোল সমস্যার তোয়াক্কা না করে বিমান বিলাসিতায় গা ঢেলে দিয়েছিলেন। এখনও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

এক নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে, ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০০৮ সালের ৩০ এপ্রিল, মনমোহন সরকারের জমানায় মন্ত্রীসান্ত্রীরা মোট যত কিলোমিটার বিমানে যাতায়াত করেছেন তাতে অন্তত ৭৪ বার পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়া এবং ফিরে আসা যায়। তারা সবাই মিলে মোট ২৪ হাজার ৪৫৮ দিন বিদেশে কাটিয়েছেন।

বছরের হিসাবে ধরলে হয় সাতষট্টি। সাড়ে তিন বছরে এজন্য ভারতের মতো গরীব দেশে, যেখানে মনমোহন সরকারের জমানায় রোজ গড়ে ৬৪ জন কৃষক ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করেছেন, সেখানে মন্ত্রী আমলাদের পিছনে খরচ হয়েছে মোট ৫৬ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩ হাজার ৩০০ টাকা। এঁরা আবার এক-আধজন নয়, কেন্দ্র সরকারের ৪৬টি মন্ত্রকের ১ হাজার ৫৭৬ জন পদস্থ অফিসার বিমান ভ্রমণ করেছেন মোট ৫ কোটি, ৬৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৪২৬ কিলোমিটার পথ। 'ইণ্ডিয়া টু ডে' ইংরাজি ম্যাগাজিন এ বিষয়ে খোঁজ খবর করতে গিয়ে যেসব তথ্য হাতে এসেছে বলে দাবি করেছে তারই পাতার সংখ্যা ১ হাজার ২৯৭টি।

এখন সূত্র অনুসারে কেন্দ্র সরকারের ডিরেক্টর এবং তার চাইতে উচ্চ পদস্থ ১ হাজার ৫৭৬ জন অফিসার মোট ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ কিলোমিটার বিমান ভ্রমণ করেছেন ওই ৪০ মাসের মধ্যে। বিদেশে থেকেছেন মোট ২৪ হাজার ৪৫৮ দিন। আরও জানা গেছে যে, ৫০টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মধ্যে ৪৫টি মন্ত্রকের অফিসাররা বিশ্ব পর্যটনে খরচ করেছেন মোট ৫৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এই তালিকায় বিদেশ মন্ত্রক নয়, শীর্ষে আছে বাণিজ্য মন্ত্রক। তাদের ১০১ জন অফিসার বা আমলা ঘুরেছেন মোট ১ কোটি ১২ লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি পথ। বিদেশে থেকেছেন ৫ হাজার ৭৫১ দিন। খরচ করেছেন ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। আর সব মিলিয়ে মহামান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ভ্রমণ চলেছে ১ কোটি ২ লক্ষ কিলোমিটার পথ।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কর হিসাবে আদায় করা 'গৌরী সেনের টাকা'য় বিমানে চড়া এবং বিদেশ ভ্রমণে কেউ কম যান না। এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়। পি কে মিশ্র কৃষি দপ্তরের সচিব হিসাবে অবসর নেবার পরও বিশেষ দায়িত্বে ১৬ বার বিদেশে গেছেন। ৭১ দিনে খরচ করেছেন মোট ৪২ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৭৫ টাকা।

মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রকের ৩২ জন আমলা ৪৬৫ দিনের ভ্রমণে ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৮৯ হাজার ২১৫ টাকা খরচ করেছেন। খনি মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রীমতী অজিতা বাজপেয়ী পাণ্ডে ২৭ দিনের বিদেশ ভ্রমণে ২৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৯২৩ টাকা অর্থাৎ গড়ে রোজ প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। বাণিজ্য মন্ত্রকের সহকারী সচিব রাহুল খুল্লার বিদেশে গেছেন ১৯৯ দিন। তাঁর বিমানে তেল পোড়ানো থেকে বাকী খরচে টাকা ওড়ানোর পরিমাণ ৪১ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৭৭ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আমলাদের কাছে চিঠি লিখেছেন বটে। কিন্তু তারপর অন্তত কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল, পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে খবর নেই। বিমানে মন্ত্রী-সান্ত্রীদের ওড়া এবং টাকা ওড়ানো যেমন চলছিল যথারীতি তেমনই চলতে দেখা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর চিঠি কার্যত বাতিল কাগজের ঝুড়িতে পড়ে গেছে।

স্কুলে নমাজ, সরস্বতী পুজো বন্ধ

সংবাদদাতা ।। স্কুলে ধর্মাচরণ করা যাবে কিনা এই বিতর্কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল মুর্শিদাবাদে জেলার নওদা থানার ঝাউবোনা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। গত শনিবার ৬ সেপ্টেম্বর থেকে চলছে ঝাউবোনা স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক মতান্তর। গত৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে স্কুল চলাকালীন কিছু দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র প্রধান শিক্ষক বলরাম হালদারকে বিদ্যালয় নমাজ পড়ার অনুমতি চায়। তিনি অনুমতি দেন। পরে অন্যান্য ছাত্ররা নমাজ কেন পড়তে দেওয়া হল সেই প্রশ্নের মুখে পড়েন প্রধান শিক্ষক বলরাম হালদার।

এনিয়ে শুরু হয় বচসা। ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে এবং নমাজ বন্ধের দাবি জানায়। পঠন-পাঠন বন্ধের নোটিশ দেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরের দিন নওদা ব্লকের ২ নং কেদার চাঁদপুরের এই স্কুলে প্রশাসন এবং স্থানীয় ও সর্বদলীয় রাজনৈতিক দল একত্রে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেয় স্কুলে সমস্ত রকম ধর্মীয় আচার-আচরণ বন্ধ থাকুক।

যদিও ছাত্ররা দাবি করে তাদের অনুপস্থিতিতে কেন সরস্বতী পুজো বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। তাদের বক্তব্য ১৯৪৪ সাল থেকে চলা এই রীতি অপরিবর্তিত রাখতে হবে। সেদিন ছাত্ররা এই দাবিতে স্কুলে তালা লাগিয়ে দেয়। এবং সেদিনও পুলিশের উপস্থিতিতে স্কুলের পঠন-পাঠন বন্ধ থাকে।

এ নিয়ে ঝাউবোনা স্কুলে অশান্তি চলছে।

হিন্দুবাণী বিক্রি বন্ধে পার্টির হুমকি

সংবাদদাতা ।। বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত ৬১ বৎসরের প্রাচীন হিন্দুবাণী পত্রিকা বিক্রিতে "পার্টির লোক" বলে পরিচয়দানকারী একদল লোক গত ২৬ আগস্ট পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা ষ্টেশন পেরিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে বিক্রেতাকে ঘিরে ধরে হুমকি দেয়। "প্রয়োজনে গণশক্তি বিক্রি কর — এসব পত্রিকা বিক্রি করা চলবে না, করলে হাল খারাপ হবে" বলে হুমকি দিয়ে বিক্রেতা বিকাশ বরাটকে ফিরে আসতে বাধ্য করে।

শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে গড়বেতা থানায় লিখিত অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে পুলিশ বিভাগও প্রমাণ করে দিয়েছে — তাঁরাও কতটা আইনি শাসনের প্রতিভূ।

এ নিয়ে চাঞ্চল্য রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের খড়্গপুর নগরের কার্যবাহ রাজকিশোর গুপ্তার বাবা রাজারাম গুপ্তা গত ৬ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি দুই পুত্র, তিন কন্যা, নাতি-নাতনী ও গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন।

❀ ❀ ❀

হাওড়া মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক গোবর্দ্ধন গাঙ্গুলী গত ২৭ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তিনি শিবপুর কেশব প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তাঁর স্ত্রী এবং এক পুত্র বর্তমান।

Ganesh Raut (B.Com)
Govt. Authorised Agent **L.I.C.I.**
Contact For Better Service
2521-0281, 94323-05737

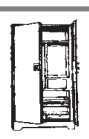
সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচারের জন্য যোগাযোগ করুন
Dass Steel Co.
Mirchak Road. - Malda
Ph. No. 266063

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমারপালের ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

গহনা যদি গড়াতে চান যে
কোনও স্বর্ণকারকে
সুপার
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণ হাটা ষ্ট্রীট, কলি:-৬

চিন্তাবিদ "**শিবপ্রসাদ রায়ের**" অসাধারণ লেখনীর সুলভ সংস্করণ।
প্রকাশক ঃ **তপন কুমার ঘোষ** (৯৪৩৩০৩৭৭০৫)
প্রাপ্তিস্থান **তুহিনা প্রকাশনী** ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোন ঃ ২৩৬০-৪৩০৬, মো ঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
95% কমন
দশম, একাদশ, দ্বাদশ ২০০৮-০৯ সালের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর (সাজেশন) পুস্তক বিশেষ কমিশনে বিক্রয় হয়।
বিঃ দ্রঃ— শারদীয়া উৎসবের ষ্টলের জন্য ও গীতা প্রেসের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীসহ বিভিন্ন প্রকার পুস্তক পাওয়া যায়, যোগাযোগ প্রার্থনীয়।

প্রকাশের পথে
ছেচল্লিশের দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস
নীলগ্রীব সিংহ'র
সরওয়ারের তলোয়ার
রুদ্র প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের
বাঙলার মাটিতে ইসলামের উদয় ও বিকাশ
অমৃত শরণ প্রকাশন, বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা-১২৬,
ফোন-২৫৪২ ৪৩১৯

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

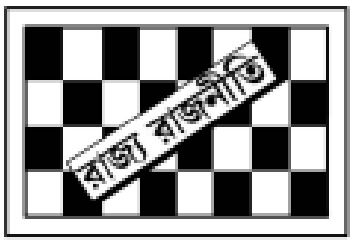

রাজ্য রাজনীতি

৪ নম্বর পার্টি চিঠিতে সি পি এমের স্বীকারোক্তি

পচন ধরেছে পার্টিতে

নিশাকর সোম

নিশাকর সোম ।। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সিঙ্গুর নিয়ে দু'পক্ষের রাজনৈতিক লড়াই চলছে। এখন এটা পরিষ্কার সিঙ্গুর থেকে ন্যানো নির্দিষ্ট সময়ে বেরোবে না, কাজেই টাটারা অন্য চিন্তা করতে বাধ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। যে প্যাকেজ মমতা গ্রহণ করছেন না। মমতার ফ্রন্টে নতুন নেতা এসেছেন, তাঁর নাম সুব্রত মুখার্জি। সুব্রতবাবু তৃণমূলেই ছিলেন আবার তৃণমূল নেত্রীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে চলে গেছিলেন কংগ্রেসে। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম কার্যনির্বাহী সভাপতি। শোনা যাচ্ছে — সুব্রতবাবু দু'টি কারণে মমতার সঙ্গে আবার ভিড়েছেন — (১) দীপা দাসমুন্সির সঙ্গে বনিবনা না হওয়া (২) তিনি বর্তমানে চৌরঙ্গী বিধানসভার বিধায়ক। এই চৌরঙ্গী বিধানসভার নতুন সীমা নির্ধারণে শিয়ালদহ বিধানসভার অনেক অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যার জন্য সোমেন মিত্র বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে কংগ্রেস ছেড়ে নতুন পার্টি করে তৃণমূলের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করেছেন। সুব্রতবাবু তাই দ্রুত গতিতে মমতার সঙ্গ ধরেছেন। এতো গেল কংগ্রেসের কিস্‌সা।

নতুন প্যাকেজ-এর জন্ম মুহূর্তে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ঝড় উঠেছিল। বর্ধমান লবি অর্থাৎ নিরুপম সেন, বিনয় কোঙার ও মদন ঘোষ "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী" — এই মনোভাব নিয়েছেন। নিরুপমবাবু তো রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সভা নাকি "বয়কট" করেছিলেন। সর্বশেষ প্যাকেজ এবং বুদ্ধ বাবুর উদ্যোগ সম্পর্কে বলা যায় — এই প্রস্তাব সিঙ্গুরের কৃষকদের টাটা প্রকল্পের আগে জানালে তো এত হাঙ্গামা হতো না। এছাড়া বারবার বলা হচ্ছে তিনি এই প্যাকেজ তথা টাটাদের সঙ্গে কেন সর্বদলীয় সভা করে পেশ করছেন না এবং আলোচনা করছেন না। রাজ্য বিজেপি সভাপতির এ সম্পর্কে বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি অত্যন্ত বাস্তবানুগ বক্তব্য পেশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র দিয়েছেন। আশা করা যায় এরপর মুখ্যমন্ত্রী সর্বদলীয় সভা ডাকবেন। নতুন প্যাকেজ প্রস্তাবের পর সিঙ্গুরে বামফ্রন্টের সভা হয়ে গেল — সেই সভায় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন — "আমরা মীমাংসা চাই

> **"পঞ্চায়েত নির্বাচনী ফলাফল খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে কিছু তথ্য ৪ নং পার্টি চিঠিতে আছে। তবে সিপিএম-এর উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা জেলায় একটু খোঁজাখুঁজি করলে আরও বহু তথ্য পাওয়া যাবে।"**

বলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পাঁচবার রাজভবনে গেছিলেন। মমতা যদি আগুন জ্বালাতে চান তবে রাজ্যের মানুষ সহ্য করবেন না।" আর এস পি নেতা ক্ষিতি গোস্বামী বলেছেন — "আমারা ঐক্যবদ্ধ। ভুল শুধরে নিয়ে আমরা প্যাকেজ দিয়েছি। রাজ্যে কৃষিও থাকবে শিল্পও করতে হবে।" এই বক্তৃতার পরও আর এস পি-র এক শ্রমিক নেতা নিয়মিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমালোচনা করে একটি সদ্য প্রসূত বাংলা দৈনিক-এ নিবন্ধ রচনা করে চলেছেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের নিজের ঘরেই দ্বন্দ্ব। দেবব্রত বিশ্বাসকে সরিয়ে রাজ্যসভায় আবার ডঃ বরুণ মুখার্জিকে পাঠানোর তোড়জোড় হচ্ছে। এর জন্য সিপিএম-এর সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। উল্লেখ করা প্রয়োজন — মমতা তাঁর সিঙ্গুরের সভায় বামপন্থী দলগুলিকে সিপিএম-এর দালাল আখ্যা দিয়েছেন।

সিপিএম দলের অবস্থা কি অবস্থায় দাঁড়িয়েছে সে কথা পার্টি চিঠি-৪ নং-এ কবুল করা হয়েছে — ২৭২০ জন পার্টি কর্মী, নেতা টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের হয়ে কাজ করেছেন। এর মধ্যে নাকিপূর্ব মেদিনীপুরের ৬ জন জেলা কমিটির সদস্যও আছেন। এর ফলে সিপিএম ১৯৬৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩৫৭টি জেলা পরিষদ ও ১৪২ টি পঞ্চায়েত থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে "রাজনৈতিক শিক্ষাদান" ছাড়া কোনও শাস্তি দেওয়া হবে না। কারণটা খুবই স্পষ্ট, কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবে।

পূর্বেই এই কলমে লেখা হয়েছিল সিপিএম-এর উপর তলা থেকেই পচন আরম্ভ হয়েছে — আজ আর কোনও আদর্শ নেতারা দেখাতে পারছেন না — নেতারা আখের গোছাচ্ছেন — ক্যাডাররা "লুটে নাও দু'দিন বই তো নয়" — এই নীতি নিয়ে চলেছে। নেতাদের কর্তব্য ছিল ছাত্র- যুবদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা। নেতারা নিজেরাই রাজনৈতিক শিক্ষার ধারে কাছেও যান না। কারণ নির্বাচন জেতাই একমাত্র কাজ আর এই নির্বাচন জিততে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে — এ কথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

যা হোক, ছাত্র-যুবদের মধ্যে অধঃপতনের লক্ষণ প্রকট। গত ৫ আগস্ট রাতে আসানসোলের কালাপাহাড়ী এলাকায় রেল লাইনের ধারে বাঁকুড়া জেলা এস এফ আই-এর সহ সভানেত্রী দেবযানী নন্দীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। দেবযানীর সঙ্গে জেলা এস এফ আই-এর সম্পাদক অর্ক পোদ্দারের "প্রেমের" সম্পর্ক ছিল। দেবযানী হত্যার "অভিযোগে" অর্ক গ্রেপ্তার এড়িয়েছিল, পরে হতাশ হয়ে কোর্টে আত্মসমর্পণ করেছে।

এইরকম অর্ক কান্ড সিপিএম-এ প্রচুর আছে — বহু নেতার নামেও এইসব নোংরা কথা শোনা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা কর্মীর অন্তর্ধান রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হল না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনী ফলাফল খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে কিছু তথ্য ৪ নং পার্টি চিঠিতে আছে। তবে সিপিএম-এর উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা জেলায় একটু খোঁজাখুঁজি করলে আরও বহু তথ্য পাওয়া যাবে। তবে নেতারা কিছু করবেন না, কারণ লোম বাছতে কম্বলটাই ফেলে দিতে হবে। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে। প্রয়াত বরুণ সেনগুপ্ত এক লেখায় লিখেছিলেন — "বিমানবাবুর চরিত্র হননের চেষ্টা হয়েছিল"। সেই বিষয়ে এখনও গসিপ চালাচ্ছে কারা?

আজকে সিপিএম-এর রাজ্যপার্টিতে বর্ধমান লবির লক্ষ্য হল — নিরুপম সেন-কে মুখ্যমন্ত্রী করা, বিনয় কোঙার অথবা মদন ঘোষকে পার্টির রাজ্য সম্পাদক করা। এর জন্য প্রস্তুতি চলছে।

অ ঢে রকম

গোবরে পদ্মফুল

'পুতুল নেবে গো .... পুতুল'। সারা রাত ধরে নিজের হাতে তৈরি করা প্লাস্টার অব প্যারিসের পুতুল খেলনা নিয়ে সারা দিন নিজের হাতে ঠেলা গাড়িতে করে বিক্রি করে নিজের এবং মায়ের পেট চালিয়েছেন তিনি। তার আগে মাত্র ১৫ বছর বয়স থেকেই এক আত্মীয়ের কাঠের কারখানায় খেলনা তৈরি করে সামান্য মজুরি নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। অথচ আদতে তিনি একজন প্রয়াত অধ্যাপকের ছেলে।

না, উদয়পুরের রাম কিষাণ শর্মাকে তাই বলে 'নবাবের ব্যাটা গাড়োয়ান' ভাবলে ভুল হবে। যদিও ঠিক এই কথাটাই তাচ্ছিল্যভরে মন্তব্য করেছিলেন তাঁর বাবারই এক অধ্যাপক সহকর্মী। সেই কটাক্ষ তাঁর বুকে যেন শেল হয়ে বিঁধেছিল। কী! এতখানি অপমান! এর যোগ্য জবাব দিতে হবে — যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিলেন রাম কিষাণ। কেবল স্বনাম ধন্য হবেন তাই নয়, এমন কিছু করতে হবে যাতে অধ্যাপক বাবার সন্তান হিসাবে বাবাকেও সম্মানিত করা যায়।

আজ তিনি ইংল্যাণ্ড সহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং অধ্যাপক। একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী যাঁর আঁকা প্রদর্শনী হয়ে থাকে দেশে-বিদেশে! ২০০৮ সালে কেমব্রিজেও তাঁর ছবির প্রদর্শনী এবং লেকচার হয়েছে একটানা সাতদিন ধরে। লোকেরা ধন্য ধন্য করেছে।

কিন্তু এ অসাধ্য সাধন বড় সহজে হয়নি। জীবনের ওপর দিয়ে ঝড় নয়, বলতে গেলে টর্নেডো বয়ে গেছে। মাত্র ১০ বছর বয়সে আক্রান্ত হন পোলিও রোগে। অধ্যাপক পিতা মারা যান। রাম কিষাণের ১৫ বছর বয়সে। তাঁর কোনও পেনশন ছিল না। ফলে মা আর ভাইকে নিয়ে অথৈ জলে পড়েন মাধ্যমিকের ছাত্রটি। এক আত্মীয়ের কাঠের কারবারে ঢুকে সকাল ৭টা থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত খেলনা তৈরি করে বাকী সময় পড়া। মাধ্যমিকের ৫০ টাকা পরীক্ষা ফি জোগাড় করতেই কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। একদিন কাজটাও চলে গেল। তখন রাস্তার এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁকে শেখালেন প্লাস্টার অব প্যারিসের কাজ। বাড়িতে সেটাই বানিয়ে ঠেলাগাড়িতে করে হেঁকে বেড়াতেন—পুতুল নেবে গো........।

সেই সময়ই একদিন বাবার বন্ধুর ওই কটাক্ষ। ধৈর্য, স্থৈর্য এবং কঠোর অধ্যবসায়ে শুরু করলেন পেন্টিং। তাই নিয়ে ফের পড়াশুনা। পড়া মানে সেই মাঝরাত থেকে। অধ্যবসায় কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার হাতে হাতে সুফল পেলেন পোস্ট গ্রাজুয়েশনে। ৮১ শতাংশ নম্বর। আর সেই সুবাদে কিষাণগড় কলেজে অধ্যাপনা শুরু। এর পরের ইতিহাস শুধুই উত্থানের সাফল্যের, সুনামের।

একের পর এক সোলো প্রদর্শনীর সুবাদে খ্যাতির পর খ্যাতি, একের পর এক লেকচার দেবার আমন্ত্রণ পেয়ে বিদেশ যাত্রা। যেন দারিদ্র্যের গোবরে পদ্মফুল হয়ে ফুটে ওঠার কাহিনি। কিন্তু ভুলে যাননি অতীত। যখনই কোথাও কোনও হতদরিদ্র কিন্তু সম্ভাবনায় কোনও শিশুকে দেখতে পান তাকে শিল্পী তৈরি করার জন্য সমস্ত রকমভাবে সাহায্য করেন, তার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন রাম কিষাণ। তাঁর মতে, ঘুমিয়ে আছে অনেক শিল্পী অনেক শিশুর অন্তরে। দরকার শুধু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া। অন্তত নিজের সাধ্যমতো সেটুকু দিয়ে সমাজের সেবা করতে চান তিনি।

নিজের আঁকা ছবির পাশে রাম কিষাণ শর্মা।

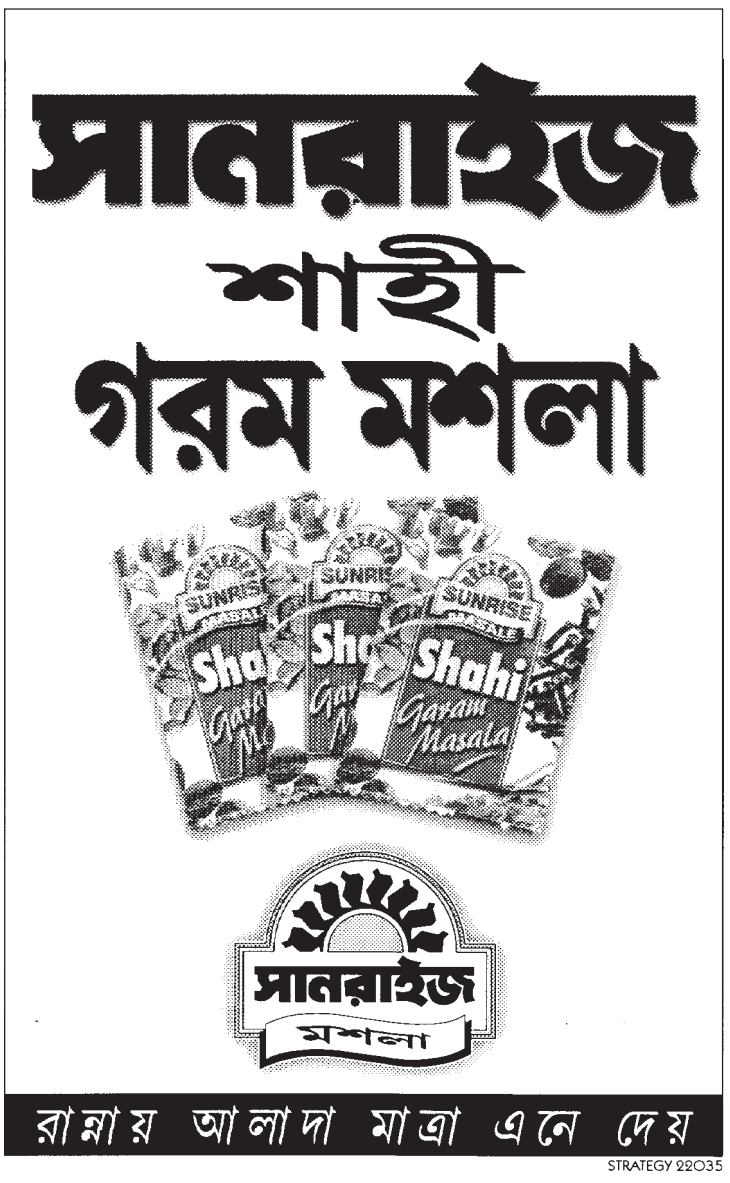

দারিদ্র্যে জর্জরিত বাংলাদেশ

সোহ্‌রাব হাসান

বাংলাদেশে এখন হাজারো সমস্যা। গ্যাস, বিদ্যুৎ, জল সংকট। পণ্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী আছে তো শিক্ষক নেই। শিক্ষক আছেন তো চেয়ার-বেঞ্চ নেই। সরকারি অফিসে চেয়ার টেবিল আছে তো কাজ নেই। হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগ নেই। বেকারত্বের সুযোগে মানুষের সর্বনাশ করছে আদম বেপারিরা। বাস ভাড়া নিয়ে নৈরাজ্য চালাচ্ছে পরিবহন মালিকরা। জনজীবনের এতসব সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনও উদ্বেগ নেই, উৎকণ্ঠা নেই। তারা ব্যাকুল নেতা-নেত্রীদের নামে জিন্দাবাদ দিতে। গত দেড় বছর ধরে 'নির্বাচন নির্বাচন' জিগির দিয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচনের জন্য তারা সংসদ ভাঙ্গেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বানান। আবার সেই সরকার পছন্দ না হলে নতুন সরকারকে ক্ষমতায় আনেন। এগার জানুয়ারি পরিবর্তন ঘটান। তবুও গণতন্ত্র নামের সোনার হরিণ ধরা দেয় না।

আমাদের সংবাদপত্রগুলোতেও হররোজ নেতা-নেত্রীদের খবর ব্যানার শিরোনাম হয়। দুর্নীতির দায়ে, জেলে গেলেও শিরোনামে আসেন তারা, জেল থেকে ছাড়া পেলেও। কিন্তু আমজনতার নিরন্তর সংগ্রামের কথা, তাদের দুঃখ কষ্টের কথা গণমাধ্যমে উপেক্ষিতই থাকে।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সে বিষয়টির ওপরই রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাজনীতিকরা তাঁর কথা শুনবেন বলে মনে হয় না। তবে গণমাধ্যম তো শুনতে পারে।

অর্মত্য সেন বাংলা ভাষাভাষি মানুষের গর্ব। তার জন্ম শান্তিনিকেতনে হলেও অমর্ত্য সেনের পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ। তাঁর বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ঢাকায় তাদের বাড়ি ছিল ওয়ারীতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ঢাকায় কিছুদিন বসবাস করেন। তারপর আসেন ১৯৯৯ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সম্মানজনক নাগরিকত্ব দিয়েছে।

নোবেল পুরস্কারের অর্থ তিনি সমান ভাগ করে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছেন শিক্ষা ও নারী উন্নয়নে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রতীচি ট্রাষ্ট। বাংলাদেশকে তিনি জ্ঞান করেন দ্বিতীয় মাতৃভূমি হিসেবে। বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গৌরবে তিনিও গৌরববোধ করেন। একারণেই নোবেল পুরস্কারের অর্থ দুই বাংলার মানুষের কল্যাণে ভাগ করে দিয়েছেন। বাঙালি মুসলমানের পক্ষে এরকম ঔদার্য দেখানো সম্ভব কিনা সে প্রশ্নের জবাব ভবিষ্যতই দেবে। বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক খ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসও নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তবে অর্থনীতিতে নয়, শান্তিতে। তাঁর পুরস্কারের অর্থে এ ধরনের কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। বাংলাদেশের আরও অনেক কীর্তিমানরা দেশে-বিদেশে পুরস্কৃত হয়েছেন। বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। কিন্তু জনকল্যাণে প্রতিষ্ঠান গড়ার উদাহরণ খুব বেশি নেই। যা বলছিলাম, অমর্ত্য সেনের গবেষণার বিষয় মূলত খাদ্য। মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান। এই খাদ্যের অভাব হলে অপুষ্টি দেখা দেয়। দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। একারণেই তিনি শিক্ষার সঙ্গে খাদ্যের নিগূঢ় সম্পর্কের কথাটি বারবার বলেছেন। অপর এক গবেষণায় অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন, সংবাদপত্র স্বাধীন থাকলে কিংবা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে সেদেশে দুর্ভিক্ষ হয় না। যেসব দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে সেসব দেশে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, এর কোনও না কোনওটির অভাব আছে। সংবাদপত্র পরাধীন থাকলে দেশের বাস্তব অবস্থা মানুষ জানতে পারে না, সরকারও সংকটের ভয়াবহতা আঁচ করতে পারে না। অতএব দুর্ভিক্ষ অনিবার্য।

অমর্ত্য সেন আধপেটা খেয়ে নামতা মুখস্থ করা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন এবং কায়মনোবাক্যে আধপেটাদের পেট ভরানোর ওপর জোর দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে আধাপেটা খেতে পারার সংখ্যাই বেশি। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দু'বছর আগেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষের সংখ্যা ছিল শতকরা চল্লিশ ভাগ। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫-৪৬ ভাগে। কেন এ অবনতি? কারণ একটাই অধিকাংশ মানুষ যা আয় করে তা দিয়ে পেটপুরে খাওয়া চলে না। দিনে দিনে আধপেটা খেয়ে তারা অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক ভদ্র পরিবারের সন্তানরাও অজানা পথে পা বাড়াচ্ছে। কেউ দালাল ও পাচারকারীর খপ্পরে পড়ে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। কোনও বেসরকারি সংস্থা নয়, খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টে বলা হয় প্রতিদিন পঞ্চাশ জন নারী পাচার হয়ে যাচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে। কে তাদের ফেরাবে? কে তাদের স্বদেশে আশ্রয় ও কাজ দেবে? সে রকম কোনও মহতী উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সরকারি বা বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাজ হল পাচার হওয়ার পথে কেউ ধরা পড়লে তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু ধরা না পড়াদের খোঁজ কেউ রাখে না। এভাবে যাতে আরও নারী-শিশু পাচার না হয় সে ব্যবস্থাও কেউ করছেন না। পাচারের বড় কারণ দারিদ্র্য। বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো লাখ লাখ শিশু-কিশোর

অপুষ্টিতে ভোগে। যে বয়সে তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা, সে বয়সে তারা কঠিন কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ধন নয়, মান নয়, স্নেহ নয়, ভালবাসা নয়, কেবলই জীবন ধারণের গ্লানি বয়ে বেড়ায় তারা। যে কোনও দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার জন্য কতগুলো পূর্বশর্ত পূরণ করতে হয়। পূর্বশর্তগুলো হল জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। উন্নত দেশগুলোতে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টেকসই হয়েছে তার কারণ সেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো মোটামুটি পূরণ হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার শাসকরা বহির্বিশ্বে মানবাধিকার লংঘন করলেও নিজ দেশের মানুষের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। সামান্য এদিক-ওদিক হলে পার্লামেন্ট-সিনেটে জবাবদিহি করতে হয়। আর তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশের শাসকরা যত ক্ষমতার দম্ভ, আইনের বিধি নিষেধ নিজ দেশের জনগণের ওপর প্রয়োগ করেন। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম নয়। যে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, সে দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। তারা বেঁচে থাকে এক নিষ্ঠুরতার মধ্যে, মারা যায় আরেক নিষ্ঠুরতার মধ্যে। আমাদের মহাবিজ্ঞ শাসকবর্গ, মহাপন্ডিত সিভিল সোসাইটি এই সরল সত্যটা ভুলে যান। তারা গণতন্ত্র ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ চান অথচ সমাজে যে দুঃসহ অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে সে বিষয়ে কোনও কথা বলেন না। দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মূলেও রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য।

শাসকগোষ্ঠী দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বন্ধের কথা বলেন অথচ অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেন না। তারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে ওএমএস কর্মসূচী চালু করেন, বি ডি আর কে দিয়ে দোকান খোলান, গরীব মানুষের কাজের নিশ্চয়তার জন্য দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখেন। এসব টোটকা ঔষধে খুব বেশি লাভ হবে না, যদি না দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বের করে না আনা যায়। যে দেশে ও এম এসের চাল নিতে দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়, বয়স্ক ভাতা নিতে গিয়ে আরেক দফা লাঞ্ছিত হয় জীবনের ভারে ন্যুব্জপ্রায় মানুষগুলো সেদেশে গণতন্ত্রের গালভরা বুলি আওড়ানো বাতুলতা মাত্র। আগে মানুষের পেটে ভাত দাও, শিক্ষা দাও, তারপর গণতন্ত্রের কথা বল।

আমাদের লুটেরা অর্থনীতিটি ধনীকে আরও ধনী নয়, মহাধনী করে, বিদেশে অর্থের পাহাড় জমাতে উৎসাহিত করে। আর গরীব মানুষকে করে তোলে নিঃস্ব বিপন্ন। তারা প্রথমে হালের বলদ বা বউয়ের গয়না বিক্রি করে। তারপর বাপ-দাদার সূত্রে পাওয়া ধানী জমি, তাতে না কুলালে বসতবাড়িটি বিক্রি করে শহরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়। শহরে এসে কেউ রিকশা চালায়, কেউ গার্মেন্টসে কাজ নেয়, কেউবা বিপথে চলে যায়। এখানে এসে ছেলেরা পাড়ার মস্তানদের খপ্পরে পড়ে, চুরি ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য ও সন্ত্রাসের এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা হয় না। আরেকটি শ্রেণী আছে তাদের চেয়ে কিছুটা অবস্থাপন্ন, কিছুটা লেখাপড়াও করেছে। কিন্তু দেশে কাজ নেই। কি করবে? বাধ্য হয়ে আদম বেপারীদের ধরে বিদেশে পাড়ি জমায়। সেখানে কেউ কেউ ভালো থাকলেও অধিকাংশের কপালে জোটে অমানুষিক নিগ্রহ নির্যাতন। যারা বৈধ কাগজপত্র নিয়ে যান, তারা হয়তো ক্লিনার-ঝাড়ুদারের কাজ পান। যারা অবৈধ কাগজপত্র নিয়ে যান, তাদের একাংশ বিমানবন্দর থেকেই ফেরত আসতে বাধ্য হন। অপরাংশ ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেলেও কাজ পান না। নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে বা শ্রম শিবিরে।

কয়েকদিন আগে আমরা কুয়েত ও সৌদি আরব থেকে নিঃস্ব, রিক্ত, নির্যাতিত একদল আদম সন্তানকে ফিরে আসতে দেখেছি। তাদের বেদনার কথা দেশের সরকারের কাছে, সিভিল সোসাইটি কিংবা ধনুকবেরদের কাছে পৌঁছায় না। দেশে কাজ নেই বলেই তারা মরুভূমির দেশে ছুটে গিয়েছে নিজে বাঁচতে ও পরিবারের সদস্যদের বাঁচাতে। শেষ পর্যন্ত তাদের বাঁচা হয় না।

প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে গত বছর তোলপাড় হয়ে গেল। নির্বাচন কমিশনারসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সরকারি টাকায় লন্ডন ও নিউইয়র্ক সফর করে এসেছেন। অভিজাত প্রবাসীরা ঢাকায় পাঁচতারা হোটেলে সম্মেলন করেও প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাপ্রধানের কাছে একগুচ্ছ দাবি পেশ করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে মন্ত্রিসভায় ও জাতীয় সংসদে কোটা রাখার কথা বলা হয়েছে। এই প্রবাসীদের সংখ্যা বড়জোর কয়েক হাজার। যারা দেশে-বিদেশে সর্বত্র অঢেল সুযোগ-সুবিধা পান, বিলাসী জীবন যাপন করেন। কিন্তু তারা রিয়াদ, আবুধাবি, মাসকট, কুয়েত সিটি কিংবা কুয়ালালামপুরে গেলে বুঝতে পারতেন, বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকরা কি দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন। ভোটাধিকারের চেয়ে তাদের কাছে বেঁচে থাকার দাবি বড়। তারা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আসন চান না, চান কাজের ন্যূনতম মজুরি। দেশে থাকতে তারা পুলিশের হাতে মার খেয়েছেন, জোতদার-মহাজনের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। এখন বিদেশী পুলিশের হাতে নির্যাতন ভোগ করছেন। পৃথিবীর দুই শ্রেণীর মানুষের কোনও দেশ নেই। একেবারে নিঃস্ব রিক্ত সর্বহারা। আরেক শ্রেণী আছে অঢেল ধনসম্পদের মালিক। প্রথমোক্তরা সব দেশে অবাঞ্ছিত। শেষোক্তরা সবদেশে সমাদৃত। তাহলে দেশ, জাতীয়তা, ভাষা, সংস্কৃতি, গণতন্ত্র কাদের জন্য? গুটিকয়েক সুবিধাভোগী ও সুযোগ সন্ধানী মানুষের জন্য?

[সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ]

মালদার সীমান্ত এলাকায় হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বাড়ছে

সংবাদদাতা, মালদা ।। মালদা জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য হিন্দুদের ওপর আবার অত্যাচার শুরু হয়েছে। জেলার কালিয়াচক ব্লক-এর নাম ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই ব্লকের বৈষ্ণবনগর থানার শোভাপুর গ্রামে ৭০-৮০ ঘর হিন্দু বসবাস করলেও বাকী আট-দশ হাজার ঘর মুসলিম। এখানকার নববই শতাংশ মুসলিম বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাকারবার, জাল নোট, নারী অপহরণ সহ নানান অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ হল — পারদেওনাপুর শোভাপুর অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান মনিরুল ইসলাম ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লিলিয়ারা বিবি — পরোক্ষভাবে এইসব অপরাধীদের মদত দিয়ে থাকে। হিন্দুরা বি এস এফ-এর সাহায্যকারী হিসাবে চোরাকারবারীদের ধরতে গিয়ে মুসলিমদের বিরাগভাজন হয়ে থাকে।

গত ২৯ আগস্ট শোভাপুর গ্রামের দিলীপ কর্মকার (২৬)-কে চোরাকারবারীরা হত্যা করে তার মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে। পরের দিন থানাতে ডাইরী করলেও এখনও পর্যন্ত বি এস এফ ও পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করতে পারেনি। তবে দিলীপ কর্মকারের রক্তমাখা পোশাক পুলিশ পেয়েছে। চোরাকারবারীদের নাকি পুলিশ সাহায্য করে। এখন থানাতে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ বি এস এফের কাছে যেতে বলে। বি এস এফ-এর মতে, এটা থানার দায়িত্ব। চোরাকারবারীরা ও অন্যান্য মুসলিমরা হিন্দুদের হুমকী দিচ্ছে, একে একে শেষ করে দেব। বর্তমানে শোভাপুর গ্রামের হিন্দুরা ধুলিয়ান বাজার ও অন্যান্য স্থানে ভয়ে যেতে পারছে না। জানা গেছে, চোরাকারবারীরা জোর করে এই দিলীপ কর্মকারকে তাদের ৭ জনের দলে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরে তাকে মেরে মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে।

এই শোভাপুর গ্রামের জনৈক মানিক সিংহ স্ত্রী পুত্র নিয়ে মুসলিমদের বিরাগ ভাজন হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে বাড়িতে ঢুকতে পারছেনা।

কিছুদিন আগে একজন হিন্দুকে মুসলিমরা অপহরণ করে নিয়ে যাওয়াতে হিন্দুরাও বি এস এফের সাহায্যে দুজন মুসলিমকে ধরে আনে। পরে মুসলিমদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং হিন্দুটিও ফিরে আসে। কয়েকটি থানাতে মুসলিমরা অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে ৭ জন হিন্দুর নামে ডাইরী করেছে। ইতিমধ্যে লক্ষ্মী কর্মকারকে মিথ্যা অপহরণের কেসে পুলিশ জেলে পুরেছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন সেদিন দিলীপ কর্মকারের সঙ্গে যে সব মুসলিমরা (চোরাকারবারী) ছিল তারা হল — মাইনুল শেখ, ইব্রাহিম শেখ, সাদাক শেখ প্রমুখ এবং অভিযোগ, এরাই তাকে হত্যা করেছে।

গরীব এই হিন্দু পরিবারটি একমাত্র উপার্জনশীল মানুষকে হারিয়ে অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত ৮ আগস্ট এই অঞ্চল থেকেই সন্দেহভাজন তিন বাংলাদেশী যুবককে উগ্রপন্থী সন্দেহে বি এস এফ গ্রেপ্তার করে এবং এখনও পর্যন্ত তারা জেল হেফাজতে রয়েছে।

এই সীমান্তবর্তী গ্রামের পাশে কোনও কাঁটা তারের বেড়া নেই এবং পদ্মানদী (গঙ্গা) থাকার জন্য বেড়া দেওয়া সম্ভবও হয়নি। আর দুস্কৃতীরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার গরু পাচার করে। গরুগুলিকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সঙ্গে গিয়ে ওপারে ওঠে। পরে টাকা নিয়ে চলে আসে। বি এস এফ-এর ১০৮ নম্বর ব্যাটালিয়ান-এর ক্যাম্প এখানে থাকলেও তারা এই গো-পাচারকারীদের মদত দেয় বলে অভিযোগ। অবশ্য এরা চাপে পড়ে কিছু গরু পাকড়াও করে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(নে মাত্র দুই মিনিটে ীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

ছ'হাজার নকল ইউনিফর্ম

'রা' নেই সালভা জুডুম বিরোধীদের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট একটি 'জনস্বার্থ' মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ছত্তিশগড়ে গ্রাম রক্ষী বাহিনী 'সালভা জডুম' সম্পর্কে বি জে পি'র রমণ সিং সরকারের কাছে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছিলেন। এতে এক শ্রেণীর বুদ্ধি জীবী, তথাকথিত সমাজসেবী এবং এক শ্রেণীর সম্প্রচার মাধ্যম রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তারা এমনও বলতে থাকেন যে সরকারি মদতে মাওবাদী নিয়ন্ত্রণের নামে রমণ সরকার একটি বেসরকারি জঙ্গি বাহিনী তৈরি করেছেন। নকশালরা যে 'প্রোট্র্যাকটেড পিপলস ওয়ার' চালাচ্ছে সেটা এদের মতে নাকি গরীব সাধারণের অধিকার রক্ষার আন্দোলন। সুতরাং রাজ্য সরকারের তাদের বিরুদ্ধে কোনও বাহিনী না নামানো উচিত।

কিন্তু মাওবাদীদের এইসব জিগরি দোস্তদের নাকে জল ঢুকিয়ে দিয়েছে ছত্তিশগড়ের পুলিশ বাহিনী এবং সালভা জুডুমের রক্ষীরা। সম্প্রতি রাজ্যে দক্ষিণ বস্তার এলাকায় এদের যৌথ অভিযানে নকশালদের ডেরাগুলো থেকে আটক হয়েছে সি আর পি এফ, নাগা ব্যাটেলিয়ন, মিজো ব্যাটেলিয়ন এবং ছত্তিশগড় পুলিশের ইউনিফর্ম-এর নকল পোশাক। এক আধটা নয়। কমপক্ষে ৬ হাজারটি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে নকশালরা এইসব নিরাপত্তারক্ষীর পোশাক পরে সাধারণ মানুষ এবং পুলিশ চৌকিতে হামলা চালিয়ে থাকে। যাতে প্রথমে লোকে তাদের পুলিশ বা রক্ষী বলে মনে করে। তারপর তাদের কুকীর্তির প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ে পুলিশ এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের বিরুদ্ধে।

তাছাড়া এনকাউন্টারের সময় আসল নিরাপত্তা রক্ষী বা পুলিশরা যাতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, যাতে বুঝতে না পারে কে জঙ্গি আর কে তাদের সহকর্মী। আটক হওয়ার বাইরে আরও কত এরকম ইউনিফর্ম নকশালরা নিয়ে পালিয়ে গেছে সেটার হিসাব কারও কাছে নেই। বলা বাহুল্য এদের চিহ্নিত করতে পারে একমাত্র সালভা জডুমের সদস্যরাই। কারণ তারা হল স্থানীয় অধিবাসী। কে পুলিশ আর কে নকশাল সেটা তারাই আরও ভালমতো বুঝতে সক্ষম।

উল্লেখ্য, তিন বছর আগে মাওবাদীদের দৌরাত্ম্য এবং কেউ 'তেন্দুপাতা' সংগ্রহ করবে না — হুকুম জারির ফলে নকশালদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা ক্ষেপে উঠতে থাকে। কারণ এই বিড়ির পাতা (তেন্দু) সংগ্রহই তাদের প্রধান জীবিকা। ২০০৫ সালের জুন মাসে বীজাপুর জেলার ২০ থেকে ২৫ জন যুবক নিজেদের আগ্রহে এবং সরকারি মদতে নকশালদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। কারণ নকশালরা তাদের প্রত্যেকের বাড়ির কাউকে না কাউকে হত্যা করেছিল। সেই থেকেই গড়ে ওঠে এই গ্রাম রক্ষী বাহিনী। যার সদস্যদের প্রত্যেকেই জনজাতির লোক। বিশেষ করে মারিয়া জনজাতির।

এরও আগে ১৯৯০-৯১ সালে নকশাল হামলার প্রতিক্রিয়ায় কিছু জনজাতির লোক জনজাগরণ অভিযান শুরু করেছিল। কিন্তু সরকারি মদত না থাকায় নকশালরা তা মাটিতে মিশিয়ে দেয়। এরপর ১৯৯৪-৯৫ সালে দান্তেওয়াড়া-বীজাপুরে নকশালরা প্রায় সমান্তরাল প্রশাসন চালিয়ে জনজীবন দুর্বিসহ করে তুলতে থাকে। পরে তাদের দৌরাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ বস্তারে। রাজ্যে রমণ সিং সরকার ক্ষমতায় বসে সালভা জডুমের মতো গ্রামরক্ষী বাহিনী গড়ে একটা ইতিবাচক ভূমিকা নেন সরকারিভাবে।

কিন্তু ২০০৬ সালের মার্চ মাসে 'এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস' নামের একটি তথাকথিত মানবাধিকার রক্ষাকারী সংস্থা সালভা জুডুমের বিরুদ্ধে প্রচারে নামে এবং তা বন্ধ করার দাবি তুলে কার্যত মাওবাদী জঙ্গিদের পক্ষ নেয়। সেই সময়ই সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরোও সালভা জুডুমের বিরুদ্ধে গলাবাজি শুরু করে। আসলে সি পি এম এবং উল্লেখিত মানবাধিকারবাদী সংস্থা উভয়েই ঘোর বিজেপি তথা হিন্দু বিরোধী এবং কমিউনিস্ট পন্থী।

সাম্প্রতিককালে এদের সঙ্গে পোঁ ধরেন কিছু মার্কামারা বুদ্ধি জীবী। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বিষয়টা গড়িয়েছে। কিন্তু এতগুলো ভুয়া ইউনিফর্ম আটকের পর তারা এখন কী বলবেন ? অন্তত এখনও পর্যন্ত তাদের গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরিয়েছে বলে জানতে পারা যায়নি।

ছত্তিশগড়ে গ্রাম র(ী 'সালভা জুডুম'-এর নারী বাহিনী প্রশি(ণ নিচ্ছে।

বি এস পি মাঠে নামায় সুবিধা হবে বিজেপির-ই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রাজ্য বিধানসভার মোট ২০০ আসনের সবকটিতেই প্রার্থী দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বহুজন সমাজ পার্টি। এতে মুখ শুকিয়ে গেছে কংগ্রেসী নেতাদের। বি জে পি শিবির কতটা উল্লসিত এখনই বোঝা যাচ্ছে না। তবে তারা 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ' নীতি নিয়েছে। কিন্তু রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া থেকে শুরু করে রাজ্যে প্রবীণ বি জে পি নেতা মদন লাল সাইনী কাউকেই তেমন চিন্তিত দেখা যাচ্ছে না। বরং প্রশ্ন করলে তারা রহস্যময় মুচকি হেসে এড়িয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, আসল রহস্যটা এখানেই।

বি এস পি'র সম্পাদক ধরমবীর অশোক, যিনি দলের পক্ষে রাজস্থানের দায়িত্বে আছেন তিনি এবং বি এস পি'র রাজ্য সভাপতি দুঙ্গার রাম গাথের গত ৩ সেপ্টেম্বর প্রাথমিকভাবে ১৫৫টি বিধানসভা আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন। বাকীদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে। তবে শ্রীদুঙ্গার জানিয়েছেন যে এটাই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা নয়। পরে রদবদল হতে পারে। এমনকী কারও নাম না করে বলেছেন অন্য দলের সঙ্গে আসন সমঝোতার পথ তারা খোলাই রাখছেন। কিন্তু শ্রীধরমবীর স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে অন্তত কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার কোনও প্রশ্নই নেই। এক্ষেত্রে বড় দল বলতে এখানে বাকী রইল বি জে পি।

কিছুদিন আগে গুজ্জর আন্দোলন তুঙ্গে ওঠায় কংগ্রেস একটু উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। যদিও গুজ্জরদের আন্দোলনকে তারা সরাসরি সমর্থন করেনি কিন্তু ধরে নিয়েছিল তাদের ৫ শতাংশ ভোট বি জে পি'র হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাতে ক্ষমতায় ফেরার রাস্তা কিছুটা হলেও পরিষ্কার হবে কংগ্রেসের। কিন্তু গুজ্জর আন্দোলনকে শ্রীমতী সিন্ধিয়া যেভাবে শান্ত করেছেন এবং গুজ্জর নেতারা যেভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তাতে কংগ্রেস কিছুটা ম্রিয়মান হয়ে যায়। তাছাড়া মিনাদের ১৮ শতাংশ ভোটও বেশির ভাগটাই বি জে পি'র দিকে রয়েছে।

মায়াবতী

বসুন্ধরা রাজে

এই অবস্থায় এখন বি এস পি সব আসনে প্রার্থী দেবার কথা বলায় রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি সি পি যোশী মায়াবতীর বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছেন।

রাজস্থানে বি এস পি'র তেমন কোনও প্রভাব নেই। গত বিধানসভা নির্বাচনে ৭০ আসনে প্রার্থী দিয়ে তারা ২টি আসনে জিতেছিল। কিন্তু অন্তত ৩২টি আসনে কংগ্রেসের ভোট কেটে তাদের হার নিশ্চিত করেছিল। এবার ২০০ আসনে প্রার্থী দিলে কংগ্রেসের আরও বেশি আসন খোয়া যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা। বি জে পি- বি এস পি আসন সমঝোতা হবে কিনা এখনও নিশ্চিত নয়। কিন্তু রাজস্থানে যে পরিস্থিতি তাতে বি এস পি-বি জে পি সমঝোতা হলেও বি জে পি'র লাভ, না হলেও লাভ। সমঝোতা হলে এই জোটের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে একচেটিয়াভাবে জেতার সম্ভাবনা। তা না হলে, বি এস পি মুখ্যত কংগ্রেসের ভোট কেটে বি জে পি'র জেতার পথকে সুগম করবে বলেই মনে করা যেতে পারে। বিজেপি নেতাদের মুচকি হেসে চুপ করে থাকাটা সম্ভবত এজন্যই। পাশের রাজ্য গুজরাটের নির্বাচনে ঠিক এটাই ঘটেছে। সেখানে বি এস পি প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেসের প্রথাগত ভোট টেনে নিয়ে বি জে পি'র অনেক সুবিধা করে দিয়েছে। কর্ণাটকেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজস্থানের উল্লেখিত বি জে পি নেতা শ্রীসাইনী।

তবে রাজস্থানে বি এস পি উল্লেখিত দুই রাজ্যের তুলনায় কিছুটা বেশি শক্তিশালী। বিশেষ করে আলোয়ার এবং ভরতপুর, উত্তরপ্রদেশ লাগোয়া দুই জেলায়। তবে শ্রীসাইনীর কথায় যেহেতু বি এস পি এবং কংগ্রেস উভয়েরই এখানে আসল ভোটব্যাঙ্ক হল তপসিলী জাতির লোকেরা তাই এই ভোটে বিভাজন অনিবার্য। সেক্ষেত্রে লোকসানটা বেশি হবে কংগ্রেসেরই। মাঝখান থেকে ভোট সমীকরণে লাভ হবে বি জে পি'র। তবে বি জে পি-বি এস পি সমঝোতা না হলে বি এস পি গতবারের চাইতে খুব বেশি আসনে জিততে পারবে বলে কেউই মনে করছেন না। তাদের মতে বি এস পি এইভাবে নেমে পড়ায় এবারও রাজস্থানে বি জে পি'র ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনাই বেশি।

গল্প

বন্ধুর উপন্যাস

বিমল কর

নামটা পুরোপুরি জানতাম না। মুখচেনা ছিল। আর সকলের মতো তাকে বলতাম মিত্তির।

মিত্তিরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল 'প্রবাহ' পত্রিকার অফিসে। সম্পাদকের ঘরে বসে গল্পগুজব হচ্ছিল, চা সিগারেট উড়ছিল — এমন সময় ও এল, সবাই যেমন আসে, নতুন নতুন লেখকরা। সঙ্কুচিত ভীরু ভীরু পায়। ঘরে ঢুকেই আমায় দেখতে পেল মিত্তির। দেখেই চিনল। বিস্ময়ধ্বনি করলে, আরে আপনি এখানে! তারপরেই যেন মনে পড়ল, আমার আসাটা বিস্ময়ের নয়। মনে পড়তে মিত্তির একটু লজ্জিত হাসি হাসল।

আমি প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারিনি। বহুকাল পরে দেখা, এমন কিছু অন্তরঙ্গতাও ছিল না। আমার না চিনতে পারা চোখের দিকে তাকিয়ে পরিচয়টা দু-কথায় দিয়ে ফেলল ও। মনে পড়ল সুশান্ত মিত্রকে!

দু-চারটে সাধারণ কথা। কেমন আছি, কোথায় আছি ইত্যাদি। এরই মধ্যে সুশান্ত জানিয়ে দিলে, আমার লেখাটেখা সে পড়েছে কিছু কিছু। তার ভালই লাগছে।

ভেবেছিলাম চা-সিগারেটের ওপর দিয়ে পুরনো বন্ধুত্বের ঝালানো পালাটা শেষ হবে। তা হ'ল না।

মিত্তির বললে, অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে আচমকা দেখা। ভাবিইনি। বেশ লাগছে। চলুন না বাইরে একটু গল্পগুজব করা যাক।

আপত্তি করব ভেবেছিলাম। পারলাম না। চক্ষুলজ্জায় বাধল। শত হলেও কলেজের বন্ধু, একসঙ্গে পড়েছি এককালে। যদি বলি, সময় নেই এখন — ভাববে অল্পস্বল্প খ্যাতি হয়েছে বলে আমার অহমিকা বেড়েছে।

বললুম, বেশ তো চলুন। কিন্তু এখানে যে কাজে এসেছিলেন তা তো শেষ করলেন না!

সুশান্ত মাথা নাড়ল। আজ থাক। খুব ভিড় এখন। তা ছাড়া আপনাকেই যখন পেয়ে গেলাম — ব্যাপারটা পরে হলেও হবে। মিত্তির আমাকে 'প্রবাহ' পত্রিকার অফিস থেকে পাকড়াও করে বাইরে এল। তারপর খুঁজে খুঁজে নিরিবিলি চায়ের দোকানে উঠল।

আশঙ্কা করছিলুম এই টানাটানি সঙ্গকামনা এবং পুরনো বন্ধুত্বের ওপর জমা ময়লা সাফ করার পরিণাম খুব সুখকর হবে না। সাধারণত তা হয় না।

কিন্তু মিত্তির অন্য মানুষ। তার কাছে 'না' কিংবা 'পরে' ইত্যাদি পাশ কাটানো কথাগুলো বলার কোন সুযোগই পাওয়া যায় না।

সেই খাস দুপুরে পশ্চিমপাড়ার এক নিরিবিলি চায়ের দোকানে বসা গেল। একেবারে ফাঁকা একটা টেবিলে আমরা বসলাম। মিত্তির চা ওমলেটের অর্ডার দিল!

সিগারেটের প্যাকেট বের করে টেবিলে ফেলে দিল।

এ-সবই ভূমিকা, আমি জানতাম। আসল কথাটার অপেক্ষা করছিলাম আমি।

দেরি করল না মিত্তির। আসল কথায় এল। বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালই হল। আমার একটা কাজ আছে। আপনার মারফত করিয়ে নিতে চাই।'

'আমার সাধ্যে যদি হয় — নিশ্চয় করে দেব।' আমি বললাম।

'সে তো ঠিকই। আপনার সাধ্যের বাইরে এরকম, ওবলাইজিং কিছু আপনাকে দিয়ে আমি করিয়ে নিতে পারি না।'

চা এল। চায়ে মুখ দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিল মিত্তির। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমি একটা ছোটখাট উপন্যাস লিখেছি। কোনও ভাল কাগজে ছাপতে চাই। সেই ভেবে 'প্রবাহ' অফিসে দিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হল। উপন্যাসটা আপনাকে আমি প্রথমে পড়াতে চাই। যদি ভাল লাগে আপনার — প্রবাহের এডিটরকে আপনি রেকমেণ্ড করে দিতে পারেন। অবশ্য লেখাটা যদি ভাল লাগে আপনার, — মিত্তির শেষের দিকে একটু হাসল।

জানতাম পরিণামটা এই রকমই কিছু হবে। তবে ভেবেছিলাম উপন্যাস নয় — গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ওই জাতীয় কিছু হবে। একেবারে উপন্যাস! ওকে আশ্বাস দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। তাছাড়া যার ওপর আমার কোন হাত নেই।

মিত্তিরকে সব কথা, আমার অসুবিধের কথা গুছিয়ে বললাম। গল্প, প্রবন্ধ বা কবিতা হলে — আমি আপনার লেখাটা 'প্রবাহ'র সম্পাদক শিশিরবিন্দুবাবুকে দিতে পারতাম। কিন্তু উপন্যাস, বুঝতেই তো পারছেন —! প্রথমত —।

মিত্তির বুদ্ধিমান ছেলে, বুঝতে তার অসুবিধে হল না। আর আশ্চর্য্য এই নিয়ে দুবার পীড়াপীড়ি করল না। চুপ করে থাকল একটু, কি ভাবল তারপর বললে, বেশ। কিন্তু আর একটা কাজ তো আপনি অনায়াসেই করতে পারেন।

'বলুন।'

আমার এই ছোট লেখাটা আপনি পড়ে দেখতে পারেন। না, না আপনার সময় বা ধৈর্যের ওপর আমি হাত দিতে চাই না। ইউ ক্যান কিপ্ ইট্। যদি সময় করতে পারেন, যদি দু-চারটে পাতা উল্টে মনে হয়, ইট ইজ ওয়ার্থ রীডিং তবে পড়বেন। না হলে রেখে দেবেন। আপনার মতামত জানতে পারলে আমি না হয় ছাপা টাপার চেষ্টা করব।

আমি ইতস্তত করিলাম। এসব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয়, একবার গছিয়ে দিয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলা — তা হয়ত হবে না। কিন্তু সুশান্ত মিত্রকে আমার মতামত জানানোর খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি খারাপ বললে বাস্তবিকই ও আর ফেলে রাখবে না। ভাল বললে আমার পক্ষে কিছু সুবিধা করে দেওয়ারও সুযোগ কই।

সুশান্ত মিত্র কিন্তু ইতিমধ্যে তার চামড়ার পোর্ট ফোলিও বের করে একটা ফাইল টেনে নিয়েছে। ও এগিয়ে দিল। আমিও হাত বাড়িয়ে দিলুম। পাতা ওল্টালাম। প্রথম পাতাতেই পরিচ্ছন্ন হাতে লেখা "একটি দুটি তারা"। নীচে নাম ঃ সুশান্ত মিত্র।

'বাঃ, বেশ নাম। যদিও একটু কাব্য ঘেঁষা।' আমি হেসে বললুম। কাজ করার জন্যই তো ভলবাসা! সুশান্ত মিত্র একটু হাসল, নয় কি! আপনার কি মনে হয়?

আমি জবাব দিলাম না। শুধু একটু হাসলাম।

সুশান্ত মিত্র একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে চাইল, 'জীবনে দু একটি ভালবাসা তো কাব্য হয়েই বেঁচে থাকে। ঠিক কি না বলুন।'

পূজার গল্প
পুরাতনী

তা এরকম ঠিকই। আমি অন্যমনস্ক ভাবে বললুম। 'এটা তাহলে প্রেমের উপন্যাস?'

'বলতে পারেন। আসলে এটা একটি পুরুষের জীবন-কথা। যে-জীবনে চাকরি খোঁজা, ইনসিওরেন্সর দালালী, ফিল্ম কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় জাল জুয়াচুরির কথা আছে — আবার ভালবাসার কথাও — পড়ে দেখবেন।

আমিও একটু ভাবলুম। বললুম, বেশ দিন পনেরো পরে একদিন 'প্রবাহ' অফিসে আসবেন। আমি প্রায় রোজই এক আধবার যাই সেখানে। আপনার ম্যান্সক্রিফট্ ওখানেই রেখে দেব। ফেরৎ নিয়ে যাবেন।

'এবং মতামত —?' সুশান্ত মনে করিয়ে দিল।

নিশ্চয়, মতামতও। আমি হাসলাম।

ড্র ড্র ড্র

বলতে সঙ্কোচ করবো না, নেহাতই দায়ে পড়ে এবং ভদ্রতা বশত অর্ধ পরিচিত বন্ধুর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির পাতা ওল্টাতে গিয়েছিলুম। কিন্তু কয়েকটা পাতার পর আমার মন কেড়ে নিল সেই অদ্ভুত পাণ্ডুলিপি। তার প্রতি কথা, প্রতি পৃষ্ঠা আমি সবটুকু মনযোগ দিয়ে পড়ে ফেললাম। দু'দিনেই শেষ।

বেশ বুঝতে পারলাম, এ লেখা কাঁচা মনের নয়, কাঁচা হাতেরও না। তাছাড়া কি আশ্চর্য সততা এবং সরল বিবরণ। মনে হচ্ছিল যিনি লিখেছেন তিনি সুন্দর করে অনুভব করেছেন, এবং তা সম্পূর্ণ। জানি না এ লেখা তাঁকে খ্যাতি দেবে কিনা — তবে এ লেখা যে রসিকজনের চোখে পড়বে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না।

'প্রবাহ' সম্পাদক শিশিরবিন্দুকে বলালম সুশান্ত মিত্রের উপন্যাসের কথা। প্রশংসা করলাম উচ্ছ্বসিত ভাবে। তাকে পড়ালাম গোটা উপন্যাসটা।

শিশিরবিন্দুর ভাল লাগল। সে বলল, উপন্যাসটা তার কাগজে ছাপবে। কিন্তু সবুরও করতে হবে একটু — কয়েক মাস। কারণ চলতি উপন্যাস না ছেপে সে এটা ছাপতে পারবে না।

শিশির বিন্দু আরও বললে, ইতিমধ্যে সুশান্ত বাবুকে বলো, মাঝে মাঝে গল্প লিখুক আমাদের কাগজে। তাতে ভালই হবে। খানিকটা পরিচিত হতে পারবে। পাঠকের কাছে।

প্রস্তাবটি ভালো। আসুক সুশান্ত মিত্র, তাকে বলব।

কিন্তু কোথায় সুশান্ত মিত্র। পনেরো দিন পরে আসতে বলেছিলাম — পুরো একটা মাস কেটে গেল।

আসবে, আসবে করে আরও কিছু দিন কাটল। এক মাস থেকে দু-মাস। দু'মাস থেকে তিন মাস। সুশান্তর কোনও পাত্তা নেই।

শিশির বিন্দু বললে, কি কাণ্ড। ভদ্রলোকের ঠিকানাটা পর্যন্ত তুমি রাখলে না।

অত খেয়াল করিনি। ভেবেছিলাম গরজ ওর, ঠিকই আসবে। কিন্তু, এখন দেখছি ঠিকানাটা রাখাই উচিত ছিল। আচ্ছা আজব লোক তো!

সুশান্ত মিত্রর ঠিকানার জন্য পুরনো দু তিন জন কলেজী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। কেউ তার ঠিকানা দিতে পারল না।

ছ'মাস কাটল।

(এরপর ১৩ পাতায়)

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা
প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইণ্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।
PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net
PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

অনুগল্প

মহাপুরু

বনফুল

যে লোকটি বারান্দার উপর বসিয়া ছিলেন তাঁহার চেহারা অদ্ভুত। মাথায় কাবুলি টুপি, মুখে ফরাসী গোঁফ-দাড়ি, ঠোঁটে বিলাতী পাইপ, চোখে জার্মান চশমা। পরনে ইসলামী চুড়িদার পাঞ্জাবী, ঢিলা পায়জামা। ক্বজিতে সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি, পাঞ্জাবীর পকেটে মার্কিনি ফাউন্টেন পেন। পায়ের জুতা-জোড়াও বিদেশী।

আমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত লোকটিকে দেখিতেছিলাম। অদ্ভুত কিছু দেখিলেই আমি দাঁড়াইয়া পড়ি, অনেক সময় চিন্তার অনেক খোরাক জুটিয়া যায়।

কিন্তু সেদিন যাহা জুটিল তাহা অপ্রত্যাশিত।

একটি ভিখারী উক্ত মহাপুরুষের সম্মুখীন হইয়া করুণ কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিল— "দয়া করে' একটি পয়সা দাও বাবা, দুদিন কিছু খাইনি—"

মহাপুরুষ প্রথমে ও কথায় কর্ণপাতই করিলেন না। পা দোলাইয়া দোলাইয়া ধীরে ধীরে পাইপে টান দিতে লাগিলেন।

ভিখারী কিন্তু নাছোড়বান্দা। "একটি পয়সা দাও না বাবা—" মহাপুরুষ তবু নির্বিকার। "দাও না দয়া করে' একটি পয়সা —"

এইবার মহাপুরুষ ভ্রূকুঞ্চি ত করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন।

"পয়সা? কেন?"

"দু'দিন খাইনি বাবা—"

"খাওনি? বাবা? অ্যাঁ—"

পকেট হইতে তিনি একটি পয়সা বাহির করিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে সেটি তুলিধা ধরিলেন —

"এইটে তোকে দেব। আবার বল — তুমি আমার বাবা—"

ভিখারী করুণকণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার বাবা"

"বল্' আপনি আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন —"

ভিখারী এবার একটু চুপ করিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না।

মহাপুরুষ ধমকাইয়া উঠিলেন —"বল, আপনি আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন।"

পয়সাটির প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া

গল্প

ইঙ্গিত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন শিবরাত্রি গেল। এই শিবরাত্রির সঙ্গে আমি সেদিন বসে বসে হিসাব করে দেখছিলাম যে, জীবনের কত সুখ দুঃখের কাহিনীই না জড়িত রয়েছে! মধ্যে একদিন এসেছিল বনগাঁয়ের হরবিলাস — নৃপেন রায়ের নূতন কাগজের জন্য, (তার নাম আজই করে এসেছি 'উদয়ন') — তাকে বল্লুম — তোমাদের বাসাটা আমায় দেবে? আমি গভীর রাত্রে বসে বসে ভাবছিলাম, তা যদি হয়, ওরা যদি বাসাটা ছেড়ে দেয় — তা হলে সেখানে কি করে বাস করবো? কত কথাই না মনে পড়বে! মনে পড়বে আমি যখন বালক, কিছুই বুঝিনা — বনগাঁয়ে হেড মাষ্টার মশায়ের বেতের বিভীষিকায় দিনরাত কাঁটা হয়ে থাকি — সেই সব দিনের কথা। সেই এক শিবরাত্রি — কিন্তু না তার আগেও শিবরাত্রির কথা আমার মনের মধ্যে জাগ্রত আছে। ছেলেবেলায় হালিসহর থেকে সেই যে এসে ছিলাম — ছোটমামা প্রভাতী গান করত বৈষ্ণবদের সুরে — আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে নদী থেকে নেয়ে আসতুম — জীবনে সেই প্রথম শিবরাত্রি যার কথা মনে আছে। তারপর অবিশ্যি ঐ শিবরাত্রি। ওঁরা এসে বাইরের ঘর থেকে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন মন্ত্র পড়াতে — বেশ মনে আছে। তাই ভেবেছিলাম এতকাল পরে — জীবনের এত অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের পরে আবার হরবিলাসদের বাসায় থাকব কেমন করে?

ছোট খুকী সম্প্রতি মারা গেছে। ও কেন এসেছিল তাই জানি না। আট মাস বেঁচে ছিল — কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেল এই অল্প কয়দিনের মধ্যে তা আর কাকে বলি? ও আপন মনে হাসতো — কিন্তু সবাই বলতো 'আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখছে?'

ওর অপরাধ — ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল, ওর মারও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হোল — ওকে কেউ দেখত না। ওর খুড়ীমা বল্লে — টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দি। ওকে নারকেল তলায় চট পেতে শুইয়ে রাখতো উঠানে — আমার কষ্ট হোত — কিন্তু আমি কি করবো? আমি তো আর স্তন্য দুগ্ধ দিতে পারি নে?

ওর রিকেটস্ হোল। দিন দিন শীর্ণ হয়ে গেল — তবুও মাঝে মাঝে বনগাঁয়ের বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীন হাসি হাসতো। সেদিনও তেমনি হাসতে দেখে এসেছি — ওই শনিবারে যখন বাড়ি আসি। Unwanted smile! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে গত মঙ্গলবার থেকে। খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটি পড়ে আছে সে দিন দেখেছি -

এছাড়া আর কোনও চিহ্ন কোথাও রেখে যায় নি ও। Poor little mite!

কিন্তু আমি বলি ও হাসি শাশ্বত, — এই বসন্তে বনে বনে ঘেঁটুফুলের দলে ফুটেছে, ফুলে ফুলে কতকাল ধরে ফুটে আসছে — কালের মধ্যে দিয়ে ওর জীবন-ধারা অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও নিত্য — খুকীর হাসিও তেমনি।

পার্ক সার্কাস থেকে ট্রাম আসতে আসতে তারাভরা নৈশ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে এ সত্য জেগেছে — এই ঘূর্ণ্যমান, বিশাল নাক্ষত্রিক জগৎ, এই সৃষ্টিমুখ। নীহারিকার প্রজ্জ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জের রাশি — এই অনাদ্যন্ত মহাকাল — এরা যেমন নিত্য, যতটুকু নিত্য, যে অর্থে নিত্য, তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয় আমার অবোধ, অসহায়, রোগীশীর্ণ খুকীর দন্তহীন কচি মুখের অনাদৃত, অপ্রার্থিত, অর্থহীন অকারণ হাসিটুকু।

বরং আমি বলছি তা আরও বড় — এই বিশ্বের কোথাও যেন এমন একটা বিপুল ও সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্মনীতি আছে, উদীয়মান সবিতার রক্তরাগের মত তা অন্ধকারের মধ্যে আলোর সঞ্চার করে, জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগায়, সকল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে — এই জন্য অর্থযুক্ত করে যে, যে গৌরবে সৃষ্টির সৌন্দর্য রূপ পেয়েছে, মহিমাময় হয়েছে — সেই বর্ণ সবিতার দান; আদিম অন্ধকারের অবগুণ্ঠিতা বসুন্ধরার মুখের আবরণ অপসারিত করেছেন সবিতা, তার আলোর অঙ্গুলির স্পর্শে তাকে সার্থক করেছেন, জাগ্রত করেছেন, মাটির মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাও তাঁরই তেজোময় মন্ত্রে।

খুকীর হাসি সবিতার ওই অমৃতজ্যোতির মত। তা মৃত্যুঞ্জয়ী, বিশ্বের জড়পিণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করে, বিপুল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে, গৌরবময় করে।

তা মিথ্যা নয়, অনিত্য নয়, — তা শাশ্বত, তা অমৃত। এবং তা সম্ভব হয়েছে সৃষ্টির ওই অধ্যাত্মনীতির আইনে। ও নীতি অমোঘ — ওর শক্তি ও ওর সত্য অস্তিত্ব অন্তরতম অন্তরে অনুভব করতে পারি — কিন্তু ভাষায় বোঝান যায় না।

গ্রাম পার হলুম, দুধারে শালবন, মাঠ, চারিধারে শিলাখণ্ড ছড়ানো। রোদ পোড়া মাটির সুগন্ধ ভাগলপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়, — ভাগলপুর নয়, ইসমাইলপুরের জঙ্গলের কথা। মুক্ত অরণ্যানী চারিধারে — নিঃশ্বাস চাপা বন নয় — উচ্চাবচ প্রান্তর ও শালবন। দুই ধারেই উঁচু পাহাড় — গিরিসানু অরণ্যে আবৃত। একটু পরেই চাঁদ উঠল — নবমীর জ্যোৎস্না।

শালবনের রূপ বদলে গেল — পাহাড়শ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠল — কি সুন্দর হাওয়া! মাটির কি সুগন্ধ!

অনেকদিন কলকাতা শহরে আবদ্ধ থাকার পরে এই শালবনের হাওয়া ও বিরাট space এর sense টা যেন আমায় নবজীবন দান করেছে। সুবিধে ছিল ওর। সবাই অনেক আগে চলে গিয়েছে — আমার গাড়িতে আমি একা, তাই বসে নিরিবিলি ভাববার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলাম — ওরা সঙ্গে থাকলে কেবল বক্ বক্ গল্প হোত।

চাঁদের জ্যোৎস্না আরও উজ্জ্বলতর হোল। নির্জ্জন চারিদিক! বাম দিকের পাহাড় শ্রেণীর মাথায় সেই দুটো নক্ষত্র উঠেছে — যা আমি পার্ক সার্কাসে যাবার সময় রোজ সন্ধ্যাবেলা দেখি। চোখ বুজে কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম কোথায় পার্কসার্কাস, আর কোথায় এই মহিমময় মুক্ত অরণ্যভূমি, পাহাড় শ্রেণী, প্রান্তর, বাঁশবন, ঝর্ণা — উড়িষ্যার এই সৌন্দর্যময় প্রত্যন্ত প্রদেশ।...

আমি অবাক হয়ে গেলাম, মুগ্ধ হয়ে গেলাম — ঘন্টা দুই চলবার পর আমি যেন একেবারে এই অপার্থির জ্যোৎস্নার জগতে, এই অজানা পাহাড় ও অন্যান্যনীর মায়ায় আত্মহারা হয়ে ডুবে গেলাম — এত কথাও মনে আসে এই সব জায়গায়। আমি ভেবে দেখলাম মন এমন স্থানে এলে অন্যরকম হয়ে যায়। কলকাতায় এসব চিন্তা মনে আসে না — এখানে এই দুঘন্টার নির্জ্জন ভ্রমণে যা মনে এল। জীবনে এমন একটা দিন আসবে, যখন আমাকে এই রকম নির্জ্জন স্থানে একা বাস করতেই হবে, নৈলে আমার মনের গোপন গভীরতম দেশে কি আছে আমি নিজেই বুঝতে পারবো না।

ভারতবর্ষের রূপটিও যেন নতুন করে বুঝতে পারলাম। ভেবে দেখলাম — আর্যাবর্ত্তের সমতলভূমি বাদে ভারতের সবটাই এই ধরনের ভূমি। B. N. R. দেখোনা কেন — সেই খড়্গপুর থেকে আরম্ভ হয়েছে রাঙ্গামাটি, পাহাড় ও শালবন — আর বরাবর চলেছে এই বারশ মাইল বম্বে পর্যন্ত। অরণ্যের দৃশ্য সেখানে যেতে আরও গম্ভীর — সহ্যাদ্রির মহিমাময় ঘাট শ্রেণীর অপরূপ দৃশ্যের তুলনা কোথায়?

ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি — মালাবার উপকূলের ট্রপিক্যাল ফরেষ্ট আর্যাবর্তের সমতল ভূমি পার হয়েই অতুলনীয় হিমালয়, Alpine meadows ভারতের প্রকৃত রূপই এই — এই রাঙ্গা মাটি, পাহাড়, শালবন — এই আসল ভারতবর্ষের রূপ। বাংলার সমতলভূমিতে সারা জীবন কাটিয়ে আমরা ভারতের প্রকৃত রূপটি ধরতে পারিনা। অবশ্য বাংলার রূপ অন্যরকম, — বাংলা কমনীয় শ্যামল ছায়া ভরা। ওখানে সবই যেন মৃদু ও সুকুমার — গাছপালা থেকে নারী পর্য্যন্ত। এসব দেশের মত রুক্ষভাব ওখানে তো নেই।

মাথার ওপরে তারা ভরা আকাশ। কি জলজ্বলে নক্ষত্রগুলো — যেন হীরের টুকরোর মত জ্বলছে। বিরাট, বিরাট — প্রকৃতি এখানে শিবমূর্তি ধরেছে। কমনীয় নয়, সুষ্ঠু নয়, কিন্তু উদার, মহিমময়, বিরাট।

বিরাট ন্দ ব্ধড়ন্দ্ব ব্ধন্দ্বক্তজপ্প ন্দ্রপ্সক্ত ন্দ্ধ.

হঠাৎ খুকিটির কথা মনে পড়ে গেল, ওর সেই অবোধ, অনাদৃত হাসিটুকুর কথা মনে পড়ল। এই বিরাট প্রকৃতি, ওই নক্ষত্র জগত, বিশাল উদার space-এর মধ্যে ওর স্থান কোথায়? মরে সে কোথায় গেল? তার ক্ষুদ্র জীবনীশক্তি নিয়ে ও কি এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতো! Poor mite what chance had she–a helpless thing?

কিন্তু বনের ওই হলদে তিলের ফুলের থোকা — প্রথম বসন্তে যা থোকা থোকা ফুটেছে — তা দেখলে মনে আশা জাগে। আমি বলতে পারি — এই বিরাটত্বের সঙ্গে মঙ্গল মিশে আছে; এই মহিমময় সন্ধ্যায় আত্মার সত্যদৃষ্টি খুলে যায়। বুদ্ধি দিয়ে সে জিনিষ বোঝা যায় না, তর্ক যুক্তির পথে তা ধরা দেয় না — তা প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি ফুটে ওঠে — নির্জন ধ্যানের মধ্য দিয়ে, অপূর্ব অনন্দের মধ্য দিয়ে। মুখে বলে সে সব বোঝান যায় কি?

[স্বস্তিকা শারদীয়া ১৩৫৮, ইং ১৯৫১]

পূজার গল্প পুরাতনী

মহাপুরুষ

বনফুল

ভিখারী বলিল, "আপনি আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন—"

"বল আমি কুঁড়ে, বোকা, বদমাইস —"

ভিখারী আবার চুপ করিয়া গেল। মহাপুরুষ আবার ধমকাইয়া উঠলেন — "বল আমি কুঁড়ে, বোকা, বদমাইস — আচ্ছা, দুটো পয়সা দেব তোকে—"

ভিখারী বলিল — "আমি কুঁড়ে, বোকা বদমাইস —"

"বল, আপনি না দিলে আমি খেতে পাবো না। আপনার দয়াতেই বেঁচে আছি"।

"আপনি না দিলে আমি খেতে পাবো না, আপনার দয়াতেই বেঁচে আছি"।

"আচ্ছা, এইবার আমার জুতোটা পরিস্কার করে দে"।

পা বাড়াইয়া দিলেন, পকেট হতে একটা রুমালও বাহির করিয়া দিলেন তাকে।

"নে এইটে দিয়ে মোছ" জুতা পরিষ্কারই ছিল, তবু বেচারা মুছিতে লাগিল।

জুতা মোছা শেষ হইলে মহাপুরুষ তাহাকে একটি পয়সা দিয়া বলিলেন,

"আর একটা পয়সা কাল এসে নিয়ে যাস্"।

ভিখারী চলিয়া গেলে আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। আগাইয়া গিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞসা করিলাম, "মহাশয়ের নামটি জানতে পারি কি —"

"আমার নাম আমেরিকা"।

"আমেরিকা? এটা তো একটা দেশের নাম"?

"হলেই বা!"

"আপনার বাবা-মাই এই নাম রেখেছিলেন?"

"তাঁরা সেকেলে ছিলেন। নাম রেখেছিলেন অমরনাথ। আমি সেটা বদলে দিয়েছি—"

নির্বাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মহাপুরুষ দর্শন তো ভাগ্যে বড় একটা জোটে না!

[স্বস্তিকা শারদীয়া সংখ্যা ১৩৬৫ (ইং ১৯৫৮)]

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

নেত্রদান মহাদান

EYE BANK
23218327, 23592931, 22413853
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387
সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

চিঠিপত্র

পাকিস্তানে পালাবদল

ইতিহাস বড়ই মর্মান্তিক, আট বছর দশ মাস আগে যাকে ক্ষমতাচ্যুত করে, দেশান্তরে পাঠিয়ে, সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিলেন, তাঁরই কৌশলে এবার মসনদচ্যুত হলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ। গত ফ্রেব্রুয়ারিতে প্রয়াত বেনজির ভুট্টোর স্বামী আসিফ আলি জারদারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতায় আসার সময় নওয়াজ শরিফের লক্ষ্য ছিল একটিই — মুশারফ হটাও। জারদারির কিছুটা নরম মনোভাব থাকলেও নওয়াজ ছিলেন একরোখা, মুশারফ অপসারণে অনমনীয়। নওয়াজ জোর করে ইমপিচ্‌মেন্ট প্রস্তাব আনার চেষ্টা না করলে, হয়তো পাকিস্তানের এই পালা-বদল সম্ভব হতো না।

যদিও একথা ঠিক এই বিদায়ের পটভূমি তৈরি করেছিলেন তিনি নিজেই। একে তো ক্ষমতায় এসেছিলেন নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে, তারপর সেই অপরাধ চাপা দিতে, একের পরে এক অঘটন ঘটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল বোধহয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ বহু বিচারপতিকে বরখাস্ত করে দেওয়া। এই ঘটনায় গোটা পাকিস্তানের আইনজীবীরা যেমন তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছেন, তেমনই জনগণও বিরূপ হয়েছেন।

পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন টাল-বাহানা করেছেন। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছেন, সামরিক পোশাকের আড়ালে থেকে গণতন্ত্রের নামে প্রহসন চালাতে চান প্রেসিডেন্ট মুশারফ। আসলে ফৌজি পোশাক আর গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট দুটি বিপরীত সত্তাকে তিনি মেলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। এখন দেখার, এই পালাবদলে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ এবং ভারতের সঙ্গে সার্বিক সম্পর্কের কোনও উন্নতি হয় কিনা।

সুশান্ত কুমার দে, কলকাতা-১০৩

ইসলাম

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ২৫.৮.০৮) ইসলাম 'জেহাদ'-এর উৎস জানতে আগ্রহী পাঠকদের আনোয়ার শেখ-এর দু'টি পুস্তকের সন্ধান দিয়েছেন। তবে, ইসলামী 'জেহাদতত্ত্ব' এবং ইসলামের সামগ্রিক কথা জানার পক্ষে নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি অধিকতর উপযোগী হবে বলে মনে হয় — (১) জেহাদ—সুহাস মজুমদার, (২) ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, এবার ঘরে ফেরার পালা - ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, (৩) ইসলামের মর্মবাণী : জিহাদ ও জান্নাত — প্রিয়রঞ্জন কুন্ডু।

প্রসঙ্গত, আনোয়ার শেখের পুস্তকগুলির প্রধান সমস্যা হল, তাঁর পুস্তকগুলিতে উল্লেখিত আয়াতের ক্রমিক সংখ্যার সাথে বাংলা কোরানের উল্লেখিত ক্রমিক সংখ্যার মিল নেই, মিলিয়ে দেখতে গেলে হোঁচট খেতে হয়। ফলে, কোনও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য। উপরোক্ত বাংলা পুস্তকগুলির ক্ষেত্রে সেই অসুবিধা নেই।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

রঙিন স্বস্তিকা

স্বস্তিকার রঙিন প্রচ্ছদ যেন রঙিন বার্তাবহ। বিশেষ করে শেষের রঙিন পাতায় নতুন নতুন ব্যতিক্রমী বিষয় প্রশংসনীয়। ঘুড়ির হাল-হকিকত নিয়ে লেখা নতুনত্বের দাবি রাখে। ছোট বেলার ঘুড়ি ওড়ানোর মজাই আলাদা। ঘুড়ির যাবতীয় ইতিহাস লেখক যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আগের এক সংখ্যায় বাবা তারকনাথ — তারকেশ্বরের পুরনো ঘটনা নতুন করে মনের মাঝে উঁকি দিল। জানা কথাই নতুনভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। যাট বছরের পরে স্বস্তিকার নিয়মিত রঙিন প্রচ্ছদ চোখ টানছে।

শ্রীকান্ত কুমার, বাঘমুন্ডি, পুরুলিয়া

বিভীষণ

ক্ষমতাসীন নেতারা রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার ও দেশের জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত ভুল বুঝিয়ে চলেছে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হল, জয়পুর, আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর ও আরও দেশের নানা স্থানে যে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ হয়, তার মূল ষড়যন্ত্রকারী হল সিমি — যা তদন্তে ধরা পড়েছে। অথচ মুলায়ম সিং যাদব, লালু প্রসাদ যাদব, রামবিলাস পাসোয়ান, মায়াবতী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের ঘোষণা — সিমি রাষ্ট্রবিরোধী নয়। সিমি হল দেশপ্রেমিক সংগঠন। এছাড়া ধৃত সিমি নেতাদের বাড়িতে গিয়ে ওই সকল রাজনৈতিক নেতারা সান্ত্বনাও দিয়ে আসেন। এদেরকে ঘরশত্রু বিভীষণ ছাড়া কী বলা যায়! তদন্তে দেখা গেছে যে, বিস্ফোরণে বেশির ভাগই বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী জড়িত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান জয়পুরে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, এই সকল বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা যাতে পাকাপাকিভাবে দেশের নাগরিকত্ব পায়, তার জন্য আইন করা হোক। এইদিকে সি পি এমের এম পি হান্নান মোল্লা (উলুবেড়িয়া) ঘোষণা করেন, আর এস এস এবং ভি এইচ পি-কে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করা হোক। এইসব কথাবার্তা থেকে প্রশ্ন জাগে, এরা কি দেশকে বিদেশী শত্রুর হাতে তুলে দিতে চায়? হিন্দু সংগঠনগুলিও হিন্দু ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়? এই সব হিন্দু বিরোধী দেশদ্রোহীরা, নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেছে। নইলে, এদের দেশের প্রতি ভয়ঙ্কর শত্রুতা জানা যেত না। সুতরাং যারা দেশপ্রেমী, তাদের সামনে পথ হল, এই সব রাষ্ট্রদ্রোহীদের চিনে রাখা এবং দরকার মতো চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দিলীপ ময়রা, কাশীনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ভোটের গুঁতোয় নতজানু

পরিস্থিতির অনুকূল বা প্রতিকূল চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও ব্যক্তি বা জাতি আত্মরক্ষার্থে বা সমস্যার সমাধানে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে এবং এটা জীবের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির প্রেরণাতেই হয়ে থাকে। কিন্তু জগতে বিরল উদাহরণে ভারতের সরকার ও হিন্দু জনগণ সেই স্বাভাবিকতাকেও মিথ্যা প্রমাণ করে ছেড়েছে। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত আধ্যাত্মিক হিন্দু মনীষী, ঈশ্বর কোটির পুরুষ ও অবতারগণ হিন্দু জাতিকে শুভ ও অশুভর জ্ঞানে সংগ্রামের মূল মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। মহাভারতে অর্জুন বলেছেন, "সর্বৈরপি গুণৈর্যুক্তো নির্বীর্যঃ কিং করিষ্যতি। গুণীভূতা গুণাঃ সর্বে তিষ্ঠতি হি পরাক্রমে।" (নির্বীর্য ব্যক্তি সর্বগুণ সম্পন্ন হইয়াও কিছুই করিতে পারে না, যেহেতু পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সর্বগুণ গুণীভূত হইয়া থাকে)। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দুর্বলকেও অন্তত প্রতিবাদী ফোঁস করতে উপদেশ দিয়েছেন। বিদেশী শাসনের হাজার বছরের সময়কালেও হিন্দু তার সংগ্রামী সত্তাকে কখনই বিসর্জন দেয়নি, সহিংস বা অহিংস পথে জাতীয় বৈরীতার মোকাবিলা করে গেছে। নারী পুরুষ একত্রে সেই সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছে।

কিন্তু তথাকথিত স্বাধীনতার গত ষাট বছরে সেই হিন্দুর যেন আক্ষরিক অর্থে মৃত্যু ঘটেছে, এবং তার অবধারিত কারণ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি। স্বামী বিবেকানন্দের সাবধানবাণী ছিল যে ধর্মত্যাগ করে রাজনীতিকে জাতীয় মেরুদণ্ড জ্ঞানে স্বীকৃতি দিলে, তিন পুরুষ যেতে না যেতেই হিন্দু ধ্বংস হবে। আর হিন্দুর সঙ্গে ভারতও। এত কথার অবতারণার উদ্দেশ্য হ'ল অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটা বিশেষ ঘটনার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যা অবধারিতভাবে প্রমাণ করে যে তথাকথিত স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকেই স্রেফ গদির মোহে দেশের ঘোষিত শত্রুদের মোকাবিলা না করে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকার আপোষে মীমাংসার অছিলায় তাদের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এই কারণে বিশ্বজুড়ে সফ্‌ট্ কান্ট্রি নামে ভারতের ঘুম পাড়ানি একটা শিরোপা জুটেছে। সবাই জানে একজন ভদ্রলোক ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করে না, এক চড় মারলে আর এক গাল পেতে দেয়, শত অপমানেও রা কাড়ে না। এদেরই স্বামীজী পাপী বলেছেন। আর এটাই আপোষহীন শত্রুর শক্তির আসল উৎস। পাশের প্রতিবেশী বাংলাদেশ-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে লাঠি, ঝাঁটা, ছুরি ও কিছু গাদা বন্দুক সম্বল মুক্তি যোদ্ধাদের চেয়ে ভারতের সেনাবাহিনীর ভূমিকাই যে প্রধান তা আজ ওদের অভিধান থেকেও মুছে ফেলা হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেও ভারতকে টার্গেট করে ফেলেছে। এর জন্য ষোল আনার ওপর আঠারো আনা ভারতই দায়ী, দায়ী তার আত্মঘাতী নীতি।

অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকেশ্বর, হুগলী

সমাবেশ সমাচার

কর্ণমাধবপুরে মাতৃ সম্মেলন

উত্তর ২৪ পরগণার কর্ণমাধবপুর বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্রে-এর উদ্যোগে গত ৭ সেপ্টেম্বর "মাতৃ সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হল। স্থানীয় বালক-বালিকা ও শিশুরা নানা দেবদেবীর সাজে সজ্জিত হয় এবং স্থানীয় শিল্পীরা গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ময়না মন্ডলের।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রদেশ কার্যবাহিকা ছোটোদেরকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের উত্তর ২৪ পরগণা বিভাগ কার্যবাহ নিত্যানন্দ দেবনাথ, সমাজ সেবা ভারতীর প্রাদেশিক সহ সম্পাদিকা শ্রীমতী শাশ্বতী নাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সক্ষম

ভারতবর্ষে ২০01 সালের জনগণনা অনুসারে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি 'বিকলাঙ্গ' জনসংখ্যা ঘোষিত হয়েছে। এর মধ্যে সূত্রানুসারে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ দৃষ্টিহীন। বিবিধ বিকলাঙ্গ বন্ধুদের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় 'সক্ষম' নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গঠিত হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে 'সক্ষম' সংগঠনের কার্যনির্বাহী সমিতি গঠনের জন্য কলকাতার 'কেশব ভবনে' কার্যকর্তাদের একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পূর্বক্ষেত্রীয় প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী, দক্ষিণবঙ্গ প্রাদেশিক প্রচারক রমাপদ পাল, প্রান্ত সেবা প্রমুখ তথা 'সক্ষম'-এর পর্যবেক্ষক ডাঃ সনৎকুমার বসু মল্লিক এবং 'সক্ষম'-এর কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ অরুণ বাজোরিয়ার উপস্থিতিতে 'সক্ষম'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ কমলেশ কুমার প্রদেশ কার্যনির্বাহী সমিতির সংগঠকদের নাম ঘোষণা করেন।

সংযোজক : ডাঃ সনৎ কুমার রায়, সহ সংযোজক : নারায়ণ সোমানী, সদস্য : অজয় বিশ্বাস।

কুমারসভার হিন্দি দিবস

গত ১৩ সেপ্টেম্বর শ্রী বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় হিন্দি দিবসের দিন রাষ্ট্রকবি দীনকরের জন্ম শতাব্দী পালন করল। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ভুপালের দৈনিক স্বদেশ পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্র শর্মা। তিনি হিন্দি দিবসের গুরুত্ব ও দীনকরের কৃতিত্বের কথা সবার সামনে তুলে ধরেন। কার্যক্রমে মাধব পান্ডে হিন্দি গীত পরিবেশন করেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কৃপাশঙ্কর চৌবে। তিনি দীনকরের বিভিন্ন কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ সপ্তা উপাধ্যায়। কার্যক্রমে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মহাবীর বাজাজ, অরুণ মল্লাবত্, অরুণ সোনী, ইন্দ্রকুমার লাড্ডা সহ অন্যান্যরা। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালন করেন পুস্তকালয়ের সাহিত্য সম্পাদিকা শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস।

শেঠিয়ার সংবর্ধনা

গত ১১ সেপ্টেম্বর হিন্দী ও রাজস্থানী ভাষার প্রবীণ কবি কানাইলাল শেঠিয়াকে ৯০তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাল রাজস্থান সাহিত্য পরিষদের কলকাতা শাখা। এদিন পরিষদের অধ্যক্ষ যুগল কিশোর জৈথলিয়া, সাধারণ সম্পাদক অরুণ মল্লাবত, কোষাধ্যক্ষ রুগলাল সুরাণাসহ অন্যান্য কার্যকর্তারা তাঁর বাসভবনে গিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। কার্যকর্তারা শ্রীশেঠিয়ার হাতে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় তুলে দিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এদিন শ্রীজৈথলিয়া পরিষদ কর্তৃক তাঁর কাব্য পুস্তক প্রকাশের প্রস্তুতির কথাও জানান। অনুষ্ঠানে শ্রীশেঠিয়ার পরিবারের অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবির

গত ৬ সেপ্টেম্বর, নবদ্বীপ সংস্কৃত পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ত্রৈমাসিক সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্‌বোধন হল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বৃন্দাবন ধর গোস্বামী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডঃ কুমার নাথ ভট্টাচার্য, ক্রীড়াবিদ্ শান্তিময় ভট্টাচার্য, ডঃ অরুণ কুমার চক্রবর্তী, তরুণ চৌধুরী, জয়ন্ত দেবনাথ, বিশ্বজিৎ বৈরাগ্য প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কেন্দ্রাধ্যক্ষ ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য।

বহরমপুরে অর্শ চিকিৎসা শিবির

গত ৭ সেপ্টেম্বর, সেবা ভারতীর পরিচালনায়, বহরমপুর, কাশিমবাজারে সরস্বতী শিশু মন্দিরে অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিবিরে ডাঃ বি সি সাহা মোট ২৬ জন রোগীর ইঞ্জেকশন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন।

মুসলিম নারীর হিন্দু ধর্ম গ্রহণ

সংবাদদাতা ।। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ ও হিন্দু যুবককে বিবাহ করলেন মহারাষ্ট্রের পুনা-র তনুজা আবির সেখ নামে এক মুসলিম যুবতী। গত ২৬ জুন তিনি কোচবিহার সদর আদালত থেকে অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে তনুজা দে নামে নাম পরিবর্তন করেন।

এর ঠিক ২৪ দিন পরেই গত ২০ জুলাই স্থানীয় গুণীজন ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উপস্থিতিতে বৈদিক রীতি অনুযায়ী কোচবিহার জেলার নিতাই দে নামে এক হিন্দু যুবককে তিনি বিবাহ করেন। তনুজা দে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে রীতিমতো আনন্দিত।

এই পবিত্র অনুষ্ঠানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু মিলন মন্দিরের স্থানীয় শাখার সুনীল কুমার মজুমদার ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নগর কমিটির সহ-সভাপতি অনিল চন্দ্র দেব শর্মাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীদেবশর্মা নব দম্পতির সুখী জীবন কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

পরম্পরা

বর্ধমানের গড় জঙ্গল কি পুরাণের মেধা ঋষির তপোভূমি !

সোমনাথ নন্দী

গড় জঙ্গলকে এক লহমায় দেখার সুযোগ হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেঁদুলি বা কেন্দুবিল্ব দেখার সুবাদে।

কেঁদুলির কোল ঘেঁসে বয়ে যাওয়া অজয় নদীর চওড়া খাতে অগভীর রক্তগৈরিক অলস স্রোতধারা দেখতে দেখতে চোখ পড়েছিল ওপারে অর্থাৎ দক্ষিণ তীরে শাল-পিয়াল-মহুয়ায় ঢাকা ঘন জঙ্গলের দিকে। বস্তুত এমন ঘন বনানী সারা বীরভূম, বর্ধমানে চোখে পড়ে না। জায়গাটা বর্ধমান জেলার প্রান্তসীমা। জঙ্গলের ব্যাপ্তি বীরভূমের ইলামবাজার অবধি। অজয়ের দু'পাড়ে। জানালেন সঙ্গী বোলপুর নিবাসী ভক্তিভূষণ দাস। স্থানীয় মানুষ। জানাটা স্বাভাবিক।

মনে পড়ে বছর দশেক আগের কথা। বোলপুরের কাছে বল্লভপুরের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কুঠিয়া বেঁধে ছিলেন জুনা আখড়ার দশনামী এক নাগা সন্ন্যাসী। নাম যোগীবর স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি। বলেছিলেন তিনি বল্লভপুরে থাকলেও শারদীয়া দুর্গাপূজা ও চৈত্রের বাসন্তী পূজার সময় দু মাস থাকেন গড় জঙ্গলে। যেহেতু প্রাচীন শক্তি সাধনার স্থান। সেখানে ছিল মার্কন্ডেয় পুরাণোক্ত মেধা ঋষির আশ্রম। রাজ্যহারা রাজা সুরথ ও পরিবার বিতাড়িত বৈশ্য সমাধি এখানে প্রথম দেবী ভগবতী মহামায়ার আরাধনা করেন। তাঁরা নদীতীরে দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিয়ে অর্চনা করেন দেবীর (চন্ডী ১৩।১০)। নিঃসন্দেহে গভীর কৌতূহলের বিষয়। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধা ঋষির আশ্রমে দেবীপূজা করেন সত্যযুগে। স্বরোচিষ মনুর সময়। আর এখন সপ্তম মনু বৈবস্বতের সময়। কালের ব্যবধানে তো কয়েক লক্ষ বছর। তাহলে? এর পাথুরে প্রমাণ সত্যিই কি আছে? ইতিহাস ভিত্তিক প্রমাণ বলতে অজয় নদী মাত্র। প্রাচীন নাম যার অজমতী। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান ৩২৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে যাকে তাঁর বিবরণ গ্রন্থ 'ইন্ডিকায়' বলেছেন — 'অম্যাসতস'।

পৌরাণিক সূত্র অনুসারে অজয়ের সন্নিহিত অঞ্চল ছিল পুন্ড্রবর্ধন বা পুন্ড্র রাজ্যভুক্ত। মহাভারতে দেখা যায় এই রাজ্যের নাম। ঐতিহাসিক পর্জিটার মতে, আধুনিক সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, বর্ধমানের একাংশ প্রভৃতি ছিল পুন্ড্র রাজ্যভুক্ত। পাল রাজাদের আমলে (৭৫০-১১৬১ খৃঃ) এর অন্যথা হয়নি। সেন রাজাদের সময় গৌড়বঙ্গ রাজ্যভুক্তি হলেও পূর্বতন পুন্ড্ররাজ্যের সীমা বৃদ্ধি পায়। দামোদরপুর তাম্রলিপিতে পাওয়া যায় উত্তরে হিমালয় (বর্তমান দার্জিলিঙ পাহাড়ী অঞ্চল) হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর (সাগরদ্বীপ) পর্যন্ত ছিল গৌড় বঙ্গের বিস্তৃতি। যদিও পরবর্তীকালে রাজ্য বিভাজন হেতু এ অঞ্চল রাঢ়ভূমি বর্ধমানভুক্তির মধ্যে পড়ে। রাঢ়ভূমি যে এক সময় শক্তি সাধনার পীঠভূমি ও বীরাচারের সাধনস্থল ছিল, এতো ঐতিহাসিক সত্য।

কথা হল কোথায় সত্য আর কোথায় কলিযুগ। স্থানের প্রমাণসিদ্ধতা আসবে কোথা থেকে? বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক স্থূল প্রমাণ আর মহাজাগতিক জগতের অতিন্দ্রিয় সত্য এক হয় না। স্থূল জগতের মানুষ সূক্ষ্মকে অনুভূতি বা দর্শনের মধ্যে আনবে কি করে। ভারতের যোগীকুল তো স্বলব্ধ অতিন্দ্রিয় শক্তিবলে বহুবার প্রমাণ করেছেন বা দেখিয়েছেন পূর্বে যা ছিল, প্রকৃতির মধ্যে তা সূক্ষ্মকারে থাকে। কেবল সিদ্ধ যোগীরাই ঐশী প্রজ্ঞা বা দৃষ্টি সহায়ে স্থূলের সূক্ষ্মরূপ দেখতে পান। প্রসঙ্গত একটি ঘটনায় আসি।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর সম্পাদিত দেবী মাহাত্ম্যের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে একটি ঘটনা বলেছেন।

১৯৬১ সালে তিনি একবার স্বামী ভৈরবানন্দ ও সন্ন্যাসিনী মহাগৌরীর সাথে বোলপুরের অদূরে সুরুলে কোনও ভক্তগৃহে যান। ইচ্ছা হল ৬ কিলোমিটার দূরে সুপুরে প্রাচীন শিবমন্দির সুরথেশ্বর দর্শন করবেন। সেদিন ৩০ নভেম্বর। মন্দির সংলগ্ন একটি তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভৈরবানন্দ দেখলেন শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী চন্ডী বর্ণিত রাজা সুরথ মন্দিরের সামনে দিব্যদেহে দাঁড়িয়ে। ভৈরবানন্দ দর্শন করেছিলেন তাঁর সূক্ষ্ম অতিন্দ্রিয় দৃষ্টি সহায়ে। পরে বলেন তিনি, সত্যযুগের প্রথম পদে অর্থাৎ ৩৮ লক্ষ পার্থিব বছর পূর্বে রাজর্ষি সুরথ এখানে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। চন্ডীতে দেখা যায় রাজর্ষি সুরথের রাজ্য স্বপুর। যা উচ্চারণ অভিঘাতে আজ সুপুর। বোলপুর ইলামবাজার সড়কে। ভৈরবানন্দ আরও বলেছিলেন রাজর্ষি সুরথের দৈহিক উচ্চতা ছিল আটফুট। সত্যযুগের নর-নারীদের আকৃতি অনুযায়ীই গঠিত।

সুপুর রাজা সুরথের রাজ্য হওয়ার নিরিখে অজয়ের অন্য পাড়ে বিস্তীর্ণ গড় জঙ্গল এলাকার প্রায় ৩০ কিলোমিটার অজয়ের উজানে মেধা ঋষির আশ্রম স্বাভাবিক। কারণ শ্রীশ্রী চন্ডী অনুসারে রাজা সুরথ রাজ্যত্যাগ করে দূর বনে চলে যান ও মেধা ঋষির আশ্রমে পৌঁছান।

গড় জঙ্গলের মেধা ঋষির আশ্রমের

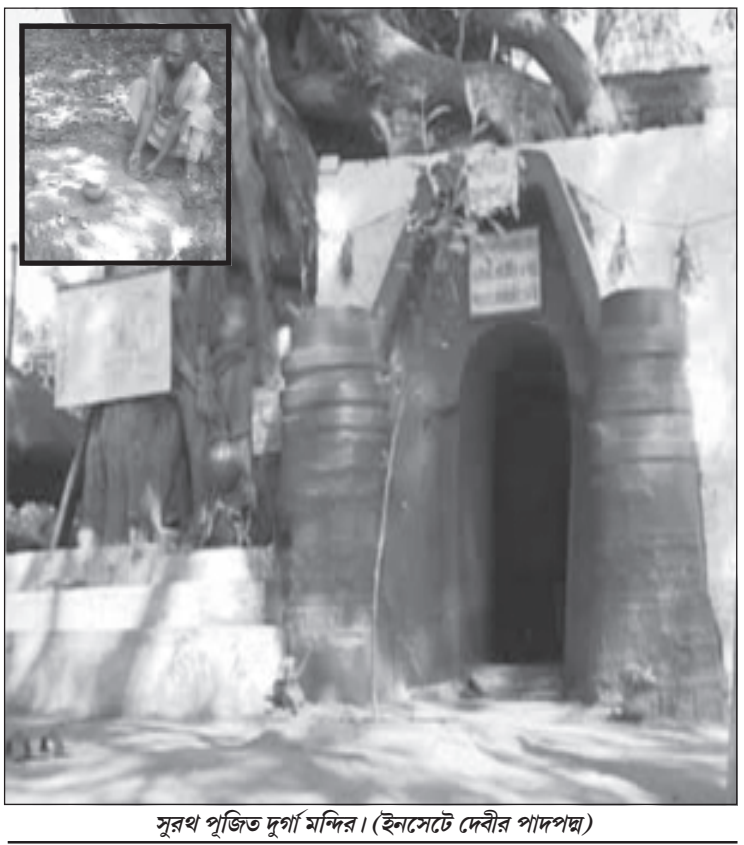

সুরথ পূজিত দুর্গা মন্দির। (ইনসেটে দেবীর পাদপদ্ম)

অবস্থান কেন্দুবিল্বের কাছে অজয় নদীর দক্ষিণ পাড়ে। বহুকাল ধরে স্থানটি ছিল বীরাচারী সাধকদের সাধনার উৎকৃষ্টভূমি।

গড় জঙ্গল বর্ধমানে অজয়ের তীরে পূর্ব-পশ্চিমে ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ জঙ্গল মহল। মেধা ঋষির আশ্রম হিসাবে যাকে ধরা হয় তার অবস্থান বর্ধমানের কাঁকসা ব্লকে বিষ্ণুপুর মৌজায়। মহকুমা দুর্গাপুর হতে সড়ক পথে ২৭ কিলোমিটার। বিষ্ণুপুর বা খেড়োবাড়ী মৌজায় বিষ্ণুপুর গ্রাম থেকে ৫ কিলোমিটার। লালমাটি ও কাঁকরে ঢাকা অসমান পথ চলে গেছে জঙ্গলের মধ্যে।

শাল, পলাশ, সেগুন, মহুয়া, কেঁদু গাছে ভরা জঙ্গলের এক কোণে মেধা ঋষির আশ্রম। যিনি এই পৌরাণিক তপোস্থলীর আবিষ্কর্তা হিসেবে দাবি করেন, সেই যোগীবর স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরির কথায় আশ্রমের অবস্থান জানতে পারেন তিনি আপন গুরু সিদ্ধ যোগী স্বামী হরিগিরি মহারাজের কাছে। বল্লভপুরে থাকার সময় তিনি উৎসুক হন স্থানটি খুঁজে বার করার জন্য। এজন্য মার্কন্ডেয় পুরাণ ও দেবী ভাগবত, প্রভৃতি কয়েকটি পুরাণের আশ্রয় নেন। তারপর সন্ধান করেন কৃষ্ণা নদীর। যার দক্ষিণ-পূর্ব তীরে ছিল উক্ত আশ্রম। তাঁর অন্বেষণের উৎস ছিল বোলপুরের নিকটবর্তী সুরথেশ্বর মন্দির। যা রাজা সুরথের প্রতিষ্ঠিত। আরও বিস্তারিত খোঁজে জানেন অজয় হল অতীতের কৃষ্ণা নদী।

স্থানীয় জনজাতি সাঁওতালদের নিয়ে তিনি শুরু করেন আশ্রমের সন্ধান। ঘন বনানীর মধ্যে। যেখানে পদে পদে বিপদ ওৎ পেতে আছে। অকুতোভয় যোগীবর অবশেষে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছের নীচে পান আধজাগা মন্দির। পোড়া মাটির ইটে তৈরি। মহামায়া দশভুজার মন্দির। পান আরও কয়েকটি ছোট মন্দির — মহালক্ষ্মী মন্দির, মহাচামুন্ডা মন্দির, ভৈরবনাথ মহাদেব মন্দির। মহামায়া মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির নানা কারুমূর্তি, ফুল, লতাপাতার কারুকাজ। সবচেয়ে চমৎকৃত হন তিনি মাতৃচরণবেদী লাভ করে। চরণবেদী গোলাকার পাথরের, পদ্ম পাপড়ির ওপর মাতৃচরণ। প্রাপ্ত হন আরও কয়েকটি পৌরাণিক নিদর্শন। যেমন — ব্রহ্মকুন্ড বা আচমনী কুন্ড। স্বল্পপরিসর শ্লেট পাথরের পদ্মাকৃতি কুন্ড। প্রাচীনতা হেতু ক্ষয়প্রাপ্ত। আশ্চর্যের বিষয় এই কুন্ডে আজও দেখা যায় অতি শীর্ণ অজানা জলধারা। হিমালয়ের বহু মন্দিরের কুন্ডে এ ধরনের জলধারা চোখে পড়ে। কাছেই একটি বড় খাদ। বলা হয় পূর্বের কৃষ্ণা তথা অজয় নদীর পরিত্যক্ত খাদ। যা বিশ্বাসযোগ্য। শেষে যোগীবর পেয়ে যান শাল বৃক্ষমূলে মেধা ঋষির বেদী এবং সুরথ রাজার দুর্গাপূজার স্থান।

গড় জঙ্গলকে আজও বলা হয় সেন পাহাড়ীর জঙ্গল। এখানে গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের একটা দুর্গা ছিল। পিতা বল্লাল সেনের সাথে মনোমালিন্য হেতু তিনি এখানে কিছুকাল বসবাস করেন। এখানেই কবি জয়দেবের সাথে তাঁর যোগাযোগ ও সখ্যতা। লক্ষ্মণ সেনের দুর্গের অন্য একটি নাম ঢেকুড় গড়। গোপরাজ ইছাই ঘোষ এর নির্মাতা। বর্ধমান রাজের সভাকবি দ্বিজ ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত ধর্মমঙ্গলের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক ইছাই ঘোষ ও লাউসেন। শ্যামারূপার বর্তমান মন্দিরটি ইছাই ঘোষের তৈরি বলা হয়। অবশ্য ইতিহাসের সূত্র অনুসারে। মন্দিরে মহামায়ার মূর্তি শ্বেতপাথরের। উচ্চতা সম্ভবত ১২ ইঞ্চি। দেওয়ালের সাথে গাঁথা। মনে হয় মেধা ঋষির আরাধ্যা দেবীর বেদীর ওপর উক্ত মূর্তি তৈরি করেন শাক্তসাধক গোপরাজ ইছাই ঘোষ। দেবীর বরে তিনি ছিলেন বলীয়ান। ধর্মমঙ্গল সূত্রে জানা যায় দেবীর কোপেই ইছাই ঘোষ গৌড় রাজার সেনাপতি লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে যোগীবর ব্রহ্মানন্দ গিরির অক্লান্ত চেষ্টায় মেধা ঋষির স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। নিথর বনভূমি আজ মন্দ্রিত শাঁখ, ঘন্টা, কাঁসরের আওয়াজে। ভীতি সঙ্কুল বনভূমিতে ভয়হীন চিত্তে দলে দলে এখন মানুষ যাচ্ছেন যোগীবাবার শারদীয় দুর্গাপূজা, কালীপূজা, শিবরাত্রি, বাসন্তী পূজায় অংশ নিতে। তাঁরই প্রচেষ্টায় গড় জঙ্গল বাংলার আর এক তীর্থভূমি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পরিব্রাজক পঞ্চানন রায়ের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী

সংবাদদাতা ।। পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক, গবেষক ও লেখক এবং কবি ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ জ্যোতির্বিনোদ কবিরত্ন মহাশয়ের ১০৭ তম জন্মদিবস কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে গত ১৩ সেপ্টেম্বর পালিত হল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপক ডঃ রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত সুধীবৃন্দ পরিব্রাজকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে এই মহান্ মনীষীকে সম্মান জ্ঞাপন করেন। পরিষদের উপসভাপতি অধ্যাপক ডঃ ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। পঞ্চানন রায় স্মারক মূল ভাষণ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের প্রাক্তন অধ্যাপক সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা তিনি করেন।

প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ কানন বিহারী গোস্বামী বলেন, পঞ্চানন রায় ছিলেন সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত একজন

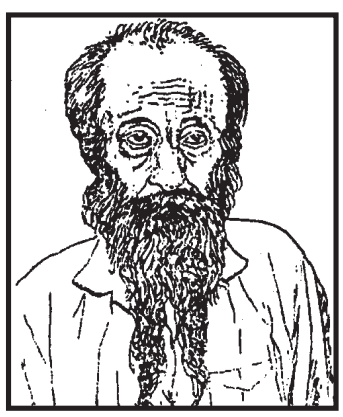

ঋষিতুল্য ব্যক্তিত্ব। পঞ্চানন রায় প্রশস্তি নামে তিনি স্বরচিত একটি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। প্রখ্যাত কবি বিষ্ণু দে 'পঞ্চানন রায় স্মরণে' নামে যে কবিতাটি তাঁর মৃত্যুর পর রচনা করেন, সেটি আবৃত্তি করে শোনান অধ্যাপক দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

সভায় স্বাগত ভাষণ দেন সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গবেষক অধ্যাপক ডেভিড্ ম্যাক্কাচ্চনের সঙ্গে পঞ্চানন রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

পরিব্রাজকের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রণব রায় বলেন, পিতার এই জন্মদিবসে পিতৃতর্পণ করতে পেরে তিনি ধন্য। সে যুগে 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়। জোড়াসাঁকোয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ক্ষিতীন্দ্র নাথের সান্নিধ্যে তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। কিন্তু তিনি কোনও খ্যাতি ও অর্থের প্রত্যাশী ছিলেন না।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক **দীপেন সেনগুপ্তের** তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ **যৌগিক নার্সিংহোম** (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

শুধু অসাধারণ পরিকল্পনাই নয়, 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর রাজকীয় উদ্বোধন সম্ভব করেছে হাজার খানেক রকেট, যারা না থাকলে ৪ আগস্ট বেজিং অলিম্পিকের প্রদর্শনী হয়তো দেখতেই পেত না বিশ্ববাসী। আবহাওয়াবিদেরা জানিয়েছিলেন, বৃষ্টির তোড়ে ভেসে যেতে পারে 'ওপেনিং সেরিমনি'। অনুষ্ঠান শুরুর আগে ২১টি জায়গা থেকে ১১০৪টি রকেট ছুঁড়ে বৃষ্টির মেঘকে সরিয়ে আকাশ পরিষ্কার করে দেওয়া হয় সেদিন।

✦ ✦ ✦ ✦

আষাঢ়ে গল্প নয়, প্রথমবার অলিম্পিকে নামার ৪৪ বছর পর ৬৭ বছর বয়স্ক জাপানি ঘোড়সওয়ার হিরোশি হোকেতসু ফের বেজিং অলিম্পিকে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। হোকেতসুই এবারের অলিম্পিক গেমসের সবচেয়ে বর্ষীয়ান অ্যাথ্‌লিট।

✦ ✦ ✦ ✦

এ কোনও দাঁতভাঙা নামের বানর প্রজাতি নয়, নেহাতই আমাদের অতি পরিচিত মুখপোড়া হনুমান। গুয়াহাটির একটি হনুমানকে ইদানীং দেখা গেছে এক দোকানির বাসন-কোসন মেজে দিতে। সদাশয় এই রামভক্তের রোজকার মজুরি কী? মাত্র দু'ডজন কলা দিলেই সে খুশি। পথচারীদের দেওয়া উপরি কলা-মুলোটা তো ফাউ হিসেবে আছেই।

✦ ✦ ✦ ✦

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে ভোট দিতে এসে এক বৃদ্ধা প্রিসাইডিং অফিসারকে অদ্ভুত এক প্রস্তাব দিলেন, 'ভোটবাবু, ইবার আমার ভোটটা তু দে।' বৃদ্ধার সাফ কথা — সব পার্টিই সমান। কাউকে একটা দিলেই চলবে।

✦ ✦ ✦ ✦

প্রাচীন মিশরে পুরোহিতেরা ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের আগে নিজেদের দেহ থেকে প্রতিটি লোম তুলে ফেলতেন, এমনকী ভুরু ও চোখের পাতার লোম পর্যন্ত।

✦ ✦ ✦ ✦

বুক পকেটে মোবাইল ফোন রাখার আশ্চর্য ফল পেলেন আমেদাবাদের শৈলেশ বাসিয়া। শহরের রাজপুর চকে সন্ত্রাসবাদীদের বিস্ফোরণে জখম হলেও অল্পের জন্য শ্রীবাসিয়াকে বাঁচিয়ে দেয় পকেটে রাখা ওই মোবাইল ফোন। তাতে বাঁধা পেয়েই বোমার স্পিলন্টার হৃৎপিন্ডে ঢুকতে পারেনি।

✦ ✦ ✦ ✦

আজও কত কথাই না শোনা যায় ভদ্রলোককে নিয়ে। পাঁচশো বছরের বেশি হয়ে গেল, তবু যুক্তি তক্কো-গপ্পো ফুরোয় না। কিংবদন্তী হয়ে যাওয়া তাঁর নাটকগুলো নাকি তাঁর লেখাই নয়। এখন প্রশ্ন উঠেছে তিনি আদৌ ভদ্র 'লোক' কিনা। জন হাড্‌সন নামে এক শৌখিন শেক্‌সপিয়র গবেষক দাবি করেছেন, উইলিয়ম শেক্‌সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬) আদপে একজন ইহুদি মহিলা। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডে মেয়েদের লেখার গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় তিনি বেনামের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমেলিয়া বাসানো ল্যানিয়ের (১৫৬৯-১৬৪৫) নামে কথা সাহিত্যের ইতিহাসে যে মহিলার নাম পাওয়া যায়, ইতালীয় বংশোদ্ভূত ওই কৃষ্ণাঙ্গীই নাকি শেক্‌সপিয়রের সনেটে উল্লিখিত 'দ্য ডার্ক লেডি'। আর, হাড্‌সনের মতে, শেক্‌সপিয়ারের নাটক বলতে আমরা যেগুলো বুঝি, আমেলিয়াই সেগুলোর রচয়িতা।

✦ ✦ ✦ ✦

ল্যাম্‌প্রে ও হ্যাগ্‌ফিশদের মুখে কোনও চোয়াল নেই। ওরা অন্য মাছেদের পেট ফুটো করে তার মধ্যে ঢুকে চেটে-পুটে খেয়ে সাবাড় করে দেয়। আর আক্রান্ত মাছটি একেবারে ছিবড়ে হয়ে পড়ে থাকে।

✦ ✦ ✦ ✦

বঙ্কিম শিষ্য ও প্রিয়পাত্র অক্ষয়কুমার সরকার (১৮৪৬-১৯১১) ছিলেন 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক। তাই বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়-গৃহিনীকে রসিকতা করে অসাধারণী বলে ডাকতেন।

— নির্মল কর

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। উনিশ

আত্মবিশ্বাস

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বানর সেনারা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। সকলেরই চেষ্টা কাজটাকে কীভাবে সুন্দর ও নিঁখুত করা যায়। বিশ্বকর্মা নন্দন নীল ও নলের নেতৃত্বে চলছে সেতু তৈরির ব্যস্ততা। কে নেই তাদের সঙ্গে? বনের সকল পশু-পাখিও যেন এই মহৎ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালিগুলোও তাদের সাধ্যমতো সমুদ্র সৈকত থেকে গায়ে করে বালি এনে এই কাজের শরিক হয়েছে। হনুমান পাথরের গায়ে 'শ্রীরাম' নাম লিখে জলে ফেলতেই পাথরও ভেসে উঠছে। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ঘুরে ঘুরে তা পর্যবেক্ষণ করছেন। সঙ্গে রয়েছেন বিভীষণও। নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যে কোনও খামতি নেই। হাজার হাজার বানর সেনা একাজে লেগে পড়েছে। এইভাবেই চলছিল সেতু নির্মাণের কাজ।

একদিন হঠাৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন আকাশ পথে কেউ একজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনিতে আকাশ পথে দেবতারা চলাফেরা করে থাকেন। তাই দেখেও আবার নজর ঘুরিয়ে নিলেন। এখন এসব দেখার সময় নেই। এই সবে মাত্র লঙ্কাপতি রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি নিজেও একাজে প্রচন্ড ব্যস্ত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখলেন আকাশচারী আরও অনেকটা কাছে চলে এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে সে আরও নীচে নেমে এল। একেকবারে সমুদ্র সৈকতে না নেমে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণদের মাথার ওপরই ঘোরাঘুরি করতে লাগল। ঘটনাটি লক্ষ্মণেরও নজরে এল। তিনি ধৈর্য রাখতে না পেরে তাঁর আপন শক্তি বলে তাকে নীচে নামিয়ে আনলেন। কালো বসন পরিহিত এ কে হতে পারে? দেবতা যে হবে না তা রামচন্দ্র নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। লক্ষ্মণ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

— আমি রাবণের দূত।

— কিন্তু তুমি এখানে কেন এসেছ? তোমাকে কী রাবণ পাঠিয়েছে!

— আজ্ঞে না।

— যদি না পাঠিয়ে থাকে তা'হলে এখানে কেন?

হঠাৎই বিভীষণ লক্ষ্য করলেন তার হাতে একটা রাজআদেশ পত্র। সে উত্তর দেওয়ার আগেই বিভীষণ সেটা ছিনিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? দূতটি আমতা আমতা করে উত্তর দিল এটি রাবণ তাঁর পিতাকে লিখেছেন। আমি এটা পৌঁছাতেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনারা আমাকে আটকে দিলেন।

বিভীষণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে পত্রটি পড়তে লাগলেন। পত্রের যা বিষয় তা শুনে সকলের চোখ-মুখে বিষন্নতার ছাপ নেমে এল। সকলে ভাবতে লাগলেন সীতা মা আর তাদের মধ্যে নেই। লক্ষ্মণ ধৈর্য রাখতে না পেরে দূতটিকে বধ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু প্রভু শ্রীরাম লক্ষ্মণের হাত আটকে দিলেন। এতে লক্ষ্মণ বিস্মিত হলেন। হনুমান আর সহ্য করতে না পেরে বলল, প্রভু, এক্ষুনি একে বধ করতে আমাকে অনুমতি দিন। আমি আমার শক্তি দিয়ে লঙ্কাকে লন্ড-ভন্ড করে সীতামাকে উদ্ধার করে আনছি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এসবই শান্তভাবে শুনছিলেন। তিনি কিন্তু ক্রোধেরও স্বীকার

সতীনাথ রায়

হলেন না, আবার বেদনায় মুহ্যমানও হলেন না। লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান সবাই এতে অবাক।

শ্রীরামচন্দ্র তাদের মনের শঙ্কা কাটাতে এবার মুখ খুললেন। ততক্ষণে সেই দূতও ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। শ্রীরামচন্দ্র প্রথমেই দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই পত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে? সে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিল, আমি এই পত্রটি উত্তরদিকে তপস্যারত রাবণের পিতা ঋষি বিশ্বশ্রবা'র কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম। রামচন্দ্র দূতকে আর কিছু না জিজ্ঞেস করে বিভীষণকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পিতার তো এ মুহূর্তে দক্ষিণে তপস্যার সময়, তাহলে এই সময় নিশ্চয় উত্তরে থাকার কথা নয়। বিভীষণ বললেন, প্রভু, আপনি ঠিকই বলেছেন। সকলে এবার হতচকিত হলেন। তবে তখনও লক্ষ্মণ ও হনুমানের রাগ কমেনি। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন — সীতা এখনও সুরক্ষিত। হনুমান অবাক হয়ে বললেন, আপনি কী করে বুঝলেন?

শ্রীরামচন্দ্র বললেন, দেখ, এইসবই রাবণের চক্রান্ত। আমরা এসব শুনে যাতে দুঃখ ব্যথায় মুহ্য হয়ে সেতু নির্মাণ বন্ধ করে রাখি সেই উদ্দেশ্যেই এই নকল পত্র লিখে দূত মারফৎ আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। এ সবই রাবণের চালাকি। ক্রোধের বশে দিশা হারা হলে মহৎ কাজও পন্ড হয়। আর সীতা'র প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। এদিকে ওই দূতকে বিভীষণ জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেও সব স্বীকার করে নিল। জানাল যে এসবই মিথ্যা — রাবণের চালাকি। শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বললেন, আপনি ওকে ছেড়ে দিন। লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ আবার উদ্যমের সঙ্গে কাজ শুরু করলেন। লক্ষ্মণ মনে মনে বুঝলেন, ভালো কাজে অনেক বাধা, কিন্তু নিজের লক্ষ্যে অটল থাকলে সমস্যার সমাধান হয়।

মুসম্মৎ মমতা ব্যানার্জী— রোজায় কি ভোট-বাক্স ভরবে?

শিবাজী গুপ্ত

রাজসিংহ উপন্যাসে পানওয়ালী ও মানিকচাঁদের ফাঁদে পড়ে এক মোগল সেনা কেমন নাজেহাল হয়েছিল সে কাহিনী বর্ণনা করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন — পানওয়ালীর নির্দেশ মতো খাঁ সাহেব তক্তাপোষের নীচে গেলেন। মোটা শরীর বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল — কি করে — প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়।"

কথায় বলে গরজ বড় বালাই। মুসম্মৎ মমতা ব্যানার্জী নমাজী ইসলাম ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালনে বেশ রপ্ত হচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি — অন্তত ৫ সেপ্টেম্বরের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার প্রথম পাতার ছবি দেখে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন কিনা জানা নেই। কিন্তু রোজা রাখা, নমাজ পড়া, ওজু করা শুরু করেছেন। তার ধর্ণা মঞ্চ নমাজ মঞ্চে পরিণত হয়েছে, তিনি রোজা রেখেছেন এবং রোজা ভাঙার পর আগে মোনাজাত করছেন এবং তারপর ইফতার ভাঙার পর খানাপিনার ব্যবস্থাও রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং তাকে আর শ্রীমতী না বলে মুসলমানী রীতি অনুযায়ী 'মুসাম্মৎ' বলাই সঙ্গত। আর যেহেতু নিষ্ঠা সহকারে নমাজ পড়ছেন তার নামের সঙ্গে নামাজী শব্দ যোগ করে তার ইসলাম প্রীতির স্বীকৃতি জানানই রীতিসম্মত।

একটি গ্রাম্য কথা। সিদ্দিকুল্লা ছিল ক্লাসের সবচেয়ে দুরন্ত ছেলে। যখন তখন একটা ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ। ইতিমধ্যে স্কুল ইনস্পেক্টর স্কুল পরিদর্শনে আসবেন বলে দিন স্থির হয়েছে। হেডমাস্টার মনে মনে ভাবছেন, সিদ্দিকুল্লা তো প্রায়ই স্কুল কামাই করে, ঐদিনও যদি না আসে খুবই ভালো হয়। কিন্তু সেদিন সেজেগুজে সিদ্দিকুল্লা সবার আগে স্কুলে হাজির। হেডমাস্টার প্রমাদ গুনলেন। আর যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। ইনস্পেক্টর সিদ্দিকুল্লার ক্লাসেই প্রথমে ঢুকলেন এবং দেখতে বড় সড় সিদ্দিকুল্লাকেই জিজ্ঞাসা করলেন — মাথা থেকে শুরু করে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বলো তো। সিদ্দিকুল্লা মাথা থেকে শুরু করে যত নীচের দিকে নামছে হেডমাস্টারের বুকের ধুকপুকুনি তত উপরের দিকে উঠছে। সিদ্দিকুল্লা কোমর পর্যন্ত নামার পর হেডমাস্টার আর থাকতে না পেরে ইনস্পেক্টরকে আড়াল করে সিদ্দিকুল্লার কাছে প্রায় হাত জোড় করে বললেন — সিদ্দিক্যারে আর নামিস্‌ না।

তা মুসাম্মৎ মমতা ব্যানার্জীকে হিন্দুরা জিজ্ঞাসা করতে পারে — আপনি মুসলিম ভোটের জন্য আর কত নীচে নামবেন? জাত ধর্ম তো খুইয়েছেন, আপনার মুসলমান দরদ তো গান্ধীকেও হার মানিয়েছে। গান্ধী নিজের হিন্দুত্ব বজায় রেখেছেন, হৃদয়ে সর্বক্ষণ রামনাম জপ করেছেন, হৃদয়ে রামের মূর্তি স্থাপন করেছেন, আর আপনি হারাম সেবকের দলে ভিড়লেন?

আপনার মতলবখানা কি? আপনি সততার বড়াই করেন। সততার আদিখ্যেতা দেখাতে মন্ত্রীপদ ছাড়েন এবং পরে আফশোস করেন। আপনি কাদের সঙ্গে ঘর বাঁধছেন সে খেয়াল আছে কি? ভারতবর্ষে দুর্নীতি ও জোচ্চুরির শিরোমণি অমর সিংকে পাশে নিয়ে আপনি সততার বড়াই করেন। আপনার একপাশে অমর সিং আরেক পাশে ইমাম। সমাজদ্রোহী আর রাষ্ট্রদ্রোহীর অদ্ভুত সমাবেশ। দেশে মুসলমান সন্ত্রাসী, জেহাদী ও তালিবানীদের বোমা বিস্ফোরণে হিন্দুরা মারা যাচ্ছে, হিন্দু মঠ মন্দির সন্ন্যাসী পূজারী মারা যাচ্ছে, সে বিষয়ে আপনার মুখে কথাটি নেই। আপনি মৌনী-মা সেজে বসে আছেন। সিমি'র রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ কিংবা বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আপনাকে কখনো মুখ খুলতে দেখা যায় না। আপনার মুসলিম প্রীতি, মুসলমান সাহচর্য, মুসলমান সমাজদ্রোহী এবং ধর্মোন্মাদদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি, মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশায় কান্নাকাটি দেখে হিন্দুরা আপনাকে মুসলিম জন-প্রতিনিধি বলেই মনে করে।

দৃশ্যখানা দেখারই বটে। মমতা ব্যানার্জীর এক পাশে অমর সিং আরেক পাশে টিপু সুলতান মসজিদের ধর্মোন্মাদ ইমাম বরকতী সাহেব। যিনি বাংলাদেশী লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে হত্যা করার জন্য ভাবী-ঘাতককে পাঁচ লক্ষ টাকা আগাম পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং একদিকে রাজনীতির দুর্বৃত্ত অমর সিং এবং অপর পাশে ধর্মোন্মাদ ইমামের কাঁধে ভর দিয়ে মমতা ব্যানার্জী ভোট বৈতরণী পার হতে পারেন কিনা তা দেখার আশায় থাকা যাক।

কারণ, রোজা-নমাজের ভড়ং দিয়ে মমতা ব্যানার্জী মুসলমানদের মন ভেজাতে পারবেন না একথা নিশ্চিত। মুসলমানরা ভড়ং-এ ভোলে না। তিনি যদি সত্যিই মুসলমানদের মন পেতে ও ভোট পেতে চান তাকে আরো অনেক দূর যেতে হবে। ইসলামের যে পাঁচ স্তম্ভ বা ভিত্তি তা তাকে কঠোরভাবে পালন করে ইসলামে তার একনিষ্ঠা প্রমাণ করতে হবে। সে পাঁচটি হল — কলেমা, নমাজ, রোজা, জাকাত, হজ।

সুতরাং মমতা ব্যানার্জী কলেমা, নমাজ, জাকাত ও হজ বাদ দিয়ে শুধু রোজা করে পার পাবেন না। ইসলাম ধর্মে ফাঁকির স্থান নেই। মৌলবী, মুনসী, মৌলানা, মুফ্‌তী, হাজী, কাজী, কারী, ইমাম ইত্যাদি হরেক নামধারী ধর্মীয় চৌকিদার ২৪ ঘন্টা রক্ত আঁখি মেলে মুসলমান জনসাধারণের উপর নজর রাখছে তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণে কোনও গলতি ঘটে কিনা। তাকেও এই নজরদারির সামনে পড়তে হবে। উত্তীর্ণ হলে মোল্লা দলভুক্ত হবেন এবং বাক্সভর্তি ভোট পাবেন। নইলে ফক্কা — মক্কার দুয়ার খুলবে না।

মমতা ব্যানার্জী তো কোন ছার। তাদের মহাগুরু গান্ধী সারা জীবন "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম" করেও মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল করতে পারেননি। একুশ দিন অনশন করলেন। চারদিকে গান্ধী বাঁচাও, গান্ধী বাঁচাও রব উঠল। কিন্তু ফল অষ্টরম্ভা। মুসলমানরা হিন্দু মুসলিম মিলন বাঁশীতে ফুঁ দিল না। উল্টে বাঁশীকে লাঠি বানিয়ে হিন্দুদের বেদম ঠেঙ্গাল। গান্ধীর উপবাসের শোচনীয় পরিণতি দেখে বাংলার এক লোক কবি সরস মন্তব্য করলেন :—

ছিলেন একুশ দিবস উপবাসী —
মহাত্মায় একতার আশায়,
জ্বলে ক্ষুধা পিপাসায়।
দেশের নয় কপাল ভাল,
শেষের ফল বিফল গেল,
এখন উপবাস উপহাস হল —
সধবার একাদশীর প্রায় ।।

গান্ধীর উপবাসে একটুও বিচলিত না হয়ে তাঁর ডান হাত -বাঁ হাত মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি বলেছিলেন — আহা, বড়ো ভালো মানুষ এই মহাত্মাটি। আগে মক্কা যাই, হজ করে ফিরে এসে ওকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে দেবো। শুনে গান্ধীর প্রতিক্রিয়া না বলাই ভালো।

তবে মুসলমানদের মন ভেজাবার পণ্য মমতা ব্যানার্জীকে একটা টোটকা বাতলাতে পারি। তার বাড়ি কালীঘাট এলাকায় হলেও তিনি মন্দিরে যান কিনা জানি না। প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিন — আমি কালীঘাট মন্দিরে যাই না। আর ক্ষমতায় এলে তিনি কালীঘাট মন্দিরের পাশে মসজিদ গড়ে দেবেন। এবং মন্দির চাতালে পাঁঠাবলির পাশাপাশি গো-কোরবানিরও ব্যবস্থা করবেন। তখন গরুর রক্তে ভোটের চিঁড়া ভিজলেও ভিজতে পারে — শুধু জলে চিঁড়া ভেজার আশা কম।

তাই বলছিলাম — যেমন "প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়", তেমনি ভোটের জন্যও অনেক সহিতে হয়।

বন্ধুর উপন্যাস

(১ পাতার পর)

মাস আষ্টেক পরে — শিশিরবিন্দু বললে, 'এবার তো জায়গা ফাঁকা হয়ে আসছে। কি করবে বলো? সুশান্তি মিত্রের উপন্যাস ছেপে দেব?'

'তাতে আবার বিপত্তি যদি কিছু হয়।'

'কি আর বিপত্তি হবে। খুব সম্ভব ভদ্রলোকের উপন্যাসের উপর আর কোনও ইন্টারেস্ট নেই।' বুঝতে পারছি না কিছুই। অসুখ বিসুখ যদি হত—তা হ'লেও কি আট মাসে খবর নিত না।

অনেক ভেবেচিন্তে শিশির বিন্দুকে বললাম, 'তুমি তোমার কাগজে, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিতে পার। অন্তত যদি সেটা চোখে পড়ে আসে।'

একটি কি দুটি তাহার অ্যানাউন্স মেন্ট বেরুল 'প্রবাহ' কাগজে।

কদিন পরেই এক বৃষ্টিঘন বিকালে প্রবাহ অফিসে বসে যখন বর্ষার রিমঝিম শুনছি আর চা সিগারেট চলছে তখন লেডিস ভিজে ছাতা আর রেণকোট হাতে ঝুলিয়ে এক মহিলা এসে হাজির।

নমস্কার এবং নাম জিজ্ঞাসার পর তিনি একটি চিঠি এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

চিঠি খুলে দেখি সুশান্ত লিখেছে। লিখেছে, 'আমার সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি পত্রবাহিকার হাতে ফেরৎ দিয়ে দিবেন। ওটি প্রকাশের আর কোনও প্রয়োজন নেই।'

মহিলার দিকে একটু চেয়ে নিয়ে আমি বললাম, লেখাটা তো উনি আপনাকে ফেরৎ দিতে বলেছেন — কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে দরকার ছিল আমাদের। ঠিকানাটা বলতে পারেন ওঁর?"

ঠিকানা তো জানি না। মহিলা মৃদুস্বরে জবাব দিলেন। জানেন না—তবে! আমি বিস্মিত হলাম।

বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলা অস্বস্তি বোধ করছেন। করাই স্বাভাবিক। ব্যাপারটা যে খুবই বিসদৃশ! লেখা ফেরৎ নিতে এসেছে অথচ যার লেখা ফেরৎ নিতে এসেছে তার ঠিকানা জানে না।

ভদ্রমহিলা একটু থেমে এই ভেবে নিয়ে বললেন, 'দেখুন, আমি ওর কোন রিলেটিভ নই। পরিচয় ছিল এককালে। কেন যে তিনি আমাকেই এ-কাজের ভার দিলেন জানি না। আমি তার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে আসছি এইমাত্র।' তবে এ লেখা ফেরৎ নিয়ে গিয়ে আপনি কি করবেন।' খুবই অবাক হয়ে আমি বললুম।

কিছু না। আমার আর এক বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেব। এর মধ্যে নাকি কি সব লিখেছেন তার কথা। চিঠিতে তো তাই লিখেছেন।

অর্ধস্ফুট একটা শব্দ বেরুল আমার মুখ থেকে। কি খেয়াল হল, বললুম, 'কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা যে আমার বাড়িতে রয়েছে। আপনাকে কষ্ট করে আর একদিন আসতে হবে। নয় আমাকে ঠিকানা বলুন পৌঁছে দেব।'

ভদ্রমহিলা কি ভাবলেন। মাথা নাড়লেন। বললেন, থাক। কাল আসতে পারব না পরশু যদি পারি বলতে পারছি না। আমি না আসি কাউকে পাঠিয়ে দেব। জানলার দিকে চেয়ে উনি উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। যেন এক পশলা বর্ষার হাওয়া এসেছিল দমকা, চলে গেল।

শিশিরবিন্দু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। মহিলা বিদায় নিতে বললে, এই ব্যাপার! তুমি ডাহা মিথ্যে কথাটা বলে দিলে। পাণ্ডুলিপি তো এখানেই আছে।

এই মহিলাকে আমি চিনতে পেরেছিলুম। বললুম, তুমি চিনতে পারলে না, আশ্চর্য! ইনিই সুশান্ত মিত্রর একটি দুটি তারার অন্যতম এক তারা। প্রথম তারা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। একেবারে সেই বর্ণনা। সেই ধুসর চোখ শ্বেত পাথরের মতন গায়ের রঙ, উপেক্ষা ভরা চাউনি, দৃঢ় চিবুক। কি নাম যেন? নাম—হ্যাঁ, চিত্রা।

শিশিরবিন্দু অবাক হল।

যথা দিনেই এক অল্প বয়সী ছোকরা এল পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিতে।

তাকে প্রশ্ন করলুম, 'কার কাছ থেকে আসছ?'

'বাদুড় বাগান। সুমিত্রাদির বাড়ি থেকে।'

সুশান্তবাবুকে চেন?

ছেলেটি অবাক। ভীষণ অবাক। শেষে মাথা নেড়ে বলল, আমার জামাইবাবু। নাকি!

আমি একটু হাসলাম, সুমিত্রা বুঝি তোমার দিদি হন?

ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'আমার নিজের দিদি নয়, মাসতুতো বোন একই বাড়িতে আমরা থাকি। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে।'

'সুশান্ত কোথায় থাকে?' আমি একটু হেসে যেন খুব সরল সহজ একটা প্রশ্ন করছি এমন ভাবে তাকালাম!

'তা জানি না।' ছেলেটি মাথা নাড়ল।

তোমাদের বাড়িতে আসে না? আমি যেন একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম।

না—মাথা নাড়ল ছোকরা, 'বছর দুয়েক আর আসেন না।' মুখটা ম্লান দেখাল।

সমস্ত ব্যাপারটা সেই তিমিরেই থেকে গেল। এরপর আর কোনও প্রশ্ন করা যায় না। ভদ্রতায় বাঁধে। শত চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না সুমিত্রার সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছিলাম কি না। যতদূর মনে হয় দেখিনি।

পাণ্ডুলিপিটি ওর হাতে ফেরৎ দিলাম। ওরই সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম। বললাম, 'একটা কথা, আমি সুশান্তর বন্ধু, কলেজের বন্ধু — বুঝলে ভাই। ও যদি কখনো তোমাদের ওখানে আসে বা ঠিকানা জানতে পার—আমায় একটু জানিয়ো। খুব দরকার আছে।'

ছেলেটি কেমন যেন বিষণ্ণ একটু হাসল। নীচু গলায় বললে, 'উনি আসবেন না। আপনার সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয়, বলবেন না আমাদের বাড়িতে একবার যেতে। সুমিত্রাদির খুব অসুখ করেছিল, তবু জামাইবাবু একদিনও এলেন না।

ছেলেটির পিঠে হাত রাখলাম। বললাম, 'বলব, দেখা হলে নিশ্চই বলব। অত্যন্ত ছেলেমানুষ সুশান্ত। বউয়ের সঙ্গে এ-ভাবে ঝগড়া ঝাঁটি করে —

আমাকে কথা শেষ করতে দিল না ছেলেটি। বলল, 'জানেন, মেশোমশাই বলেন — আর ছ'টা মাস গেলেই তিন বছর হয়ে যাবে। তারপর ডাইভোর্সের মামলা করবেন তিনি। সুমিত্রাদির আবার বিয়ে দেবেন।'

মনে মনে চমকে গেলাম। একটি দুটি তারার কাহিনী মনে পড়ল। সুশান্ত তার প্রথম নায়িকাকে দিয়ে ডাইভোর্স কেসের মামলা রুজু করিয়েছে। আর বিবাহ বিচ্ছেদের পর এই পুরনো সম্পর্কের জের টানছে নতুন করে সাক্ষ্য ঘটিয়ে। নায়ক যখন আবার নতুন করে বিবাহিত, কিন্তু অতৃপ্ত। বিরহ কাব্য সেখানে জমেছে ভাল। কিন্তু বাস্তবে — সুমিত্রার সঙ্গে সুশান্তর অমন করে দেখা হয়ত নাও হতে পারে।

কিংবা যদি হয়ও হয়ত সে দেখা হবে পথে-ঘাটে, ট্রেনে, ওয়েটিংরুমে — বড়জোর বৃষ্টির দিনে গাড়ি বা বারান্দায়। বহুলোকের কলরবের মধ্যে কেউ কি কোনও কথা বলতে পারবে? পারবে না। বললেও সে কথা বড় জোর কেমন আছ, কোথায় যাচ্ছ এতে শেষ হবে। তার বেশী নয়।

সুমিত্রা একটি দুটি কাব্যের মোহে সে না পড়ে — মনে মনে এটুকু শুধু আমি চাইলাম।

[স্বস্তিকা : শারদীয়া সংখ্যা : ১৩৬৩ (ইং ১৯৫৬)]

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

ময়দানে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার দূষিত পরিবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মোহনবাগান ক্লাব সচিব অঞ্জন মিত্র মৌচাকে ঢিল মেরেছিলেন। কিন্তু তার থেকে বোলতা ভীমরুল বেরিয়ে এসে তাঁকে ছেঁকে ধরবে, তা বোধ হয় ভাবেননি। কী এমন আপত্তিকর কথা বলেছেন তিনি? কলকাতা ময়দানের যে দুটি ফুটবল ক্লাবের নাম সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিক দোষে দুষ্ট তাদের নাম পরিবর্তন করে ময়দানে সুস্থ আবহাওয়া বজায় রাখার

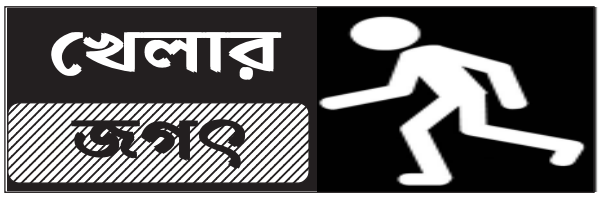

কথা বলেছেন। তাতে ক্লাব দুটির এতো ক্ষেপে ওঠার কারণ কি হলো? আসলে উচিত কথা কারও হজম হয় না। উচিত কথায় আহাম্মকও বেজার হয়, এটাই খাঁটি সত্য।

মহামেডান ক্লাবের সচিবের বোধ হয় তাঁর ক্লাবের অতীত কুকীর্তি কুখ্যাতির কথা জানা নেই। গত শতাব্দীর ত্রিশ / চল্লিশের দশকে গড়ের মাঠে যেদিন মহামেডান ক্লাবের খেলা থাকত, সেদিন মহিলারা তো দূরের কথা, অনেক ভদ্রলোকও ধর্মতলা / এসপ্ল্যানেড এলাকা মাড়াতেন না। মহামেডান সমর্থকদের হাতে অকারণ নির্যাতন এড়াতে। সেসব ইতিহাস পুলিশ রেকর্ডে এখনও মিলবে। বাংলায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বীজবপনে ও অঙ্কুরোদগমে মহামেডান ক্লাব ও মুসলিম লীগ দলের অবদান তো কোনওদিনই ভোলবার নয়। বাংলা ভাগের ৬০ বছর পর সে খেলা আবার শুরু হয়েছে।

অনর্থক মাথা গরম না করে তারা বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেটা তো ইসলামী রাষ্ট্র। কিন্তু তাদের খেলাধূলার ক্লাব, সাহিত্য, সঙ্গীত নাটক, স্কুল, কলেজ ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কেমন সুন্দর সুন্দর কাব্যিক নামকরণ করা হয়েছে। তার সঙ্গে কোনও ধর্মীয় ও জাতের সম্পর্ক নেই। আর আপনারা ভারতবাসী হয়েও এদেশের মাটি মানুষ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, প্রকৃতি পরিবেশ, ফুলফল, বৃক্ষলতা — সব কিছু এড়িয়ে মরুময় আরব দেশের দিকে ছোটেন। ভারতীয় মুনি-ঋষি দেব-দেবীদের কথা বলা হচ্ছে না, কোনও ভারতীয় সুসন্তানের নামেও কি কোনও মুসলিম প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের নামকরণ কখনও করা হয়? সে জবাব দেবার মুখ মহামেডান কর্তাদের নেই। তাঁরা কোনও মতেই পেঁয়াজ-রসুনের খোসা থেকে বের হতে পারবেন না। আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকার্তাদের উষ্মার কারণ অর্থহীন। বাস করবেন ভারতে, আর ক্লাবের নাম হবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রাক্তন নামে যা অধুনা বাংলাদেশ। যে দেশ থেকে আপনাদের পিতৃ-পিতামহরা মানইজ্জত বাঁচাতে সর্বস্ব হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন, সে দেশের নাম লকেট করে গলায় ঝুলিয়ে লাভ কি? যদি ইস্রায়েলীদের মতো হারানো দেশ পুনরুদ্ধারের হিম্মৎ দেখাতে পারতেন, তাও বা কথা ছিল। মরা মায়ের মতো মরা মাতৃভূমিকেও গঙ্গাযাত্রায় পাঠান। এলব্রাট্রস পাখির মৃতদেহ গলায় ঝুলিয়ে ময়দানের পরিবেশ দূষিত করবেন না। যে দেশ আপনাদের কাছে শ্মশান ও প্রেতভূমি সদৃশ পরিত্যক্ত ও অগম্য, তার নাম জপমালা করে কণ্ঠে ধারণ রাষ্ট্রীয় অনুগত্যহীনতার পরিচয়।

শব্দরূপ - ৪৮৩

অঙ্কুর দে

১			২				৩
					৪		
৫	৬		৭	৮			
				৯		১০	
১১			১২				
			১৩	১৪		১৫	১৬
১৭							
			১৮				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. বেদবিষয়ক শাস্ত্র, দুয়ে-পাঁচে তৃতীয় সংখ্যা, ৪. তৎসম বালি, ৫. বার্ধক্য, ৭. যন্ত্রণা, দুঃখ, ৯. তৎসম শব্দে সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ, একে-চারে দীপ, ১১. বলিউডের খান অভিনেতা, শেষ দুয়ে হৃদয়, ১৩. পৃথিবী, জল, উলটে দিলে রাধিকা, ১৫. "— বসন্তের দানের ডালি", ১৭. শ্রবণশক্তিহীন, ১৮. গোরুর গলার নিম্নদেশে লম্বমান মাংসপিণ্ড।

উপর-নীচ ঃ ১. মন্দির বা মিনার-এর গোলাকার শীর্ষদেশ, ২. তৎসম শব্দে জানবার যোগ্য, ৩. রামচন্দ্র স্ত্রী নামে পরিচিত, ৬. সোনিয়া তনয়, ৮. চতুস্পদ প্রাণীর পাঞ্জা বা করতল, ১০. বিশেষণে নিয়মিত কম্পন বা নড়াচড়া, ১১. বড় পুকুর, দীঘি, ১২. বিশেষণে বকনা, মাদি, ১৪. গোরক্ষক, ১. বলদ, ষাঁড়।

সমাধান শব্দরূপ

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬
লক্ষ্মণ বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম।

■	কা	কু	তি	■	ক	রা	তি
■	নু	■	ন	■	সু	■	ড়ি
ক	■	■	কু	টি	র	■	ং
স	ম	ত	ল	■	■	■	তি
মে	■	■	■	তা	ড়া	তা	ড়ি
টি	■	প	ব	ন	■	■	ং
ক	■	সা	■	পু	■	তা	■
স	স্ব	র	■	রা	ত	রা	■

● **এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১০ নভেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।**

পরলোকে অনিমা বসু

সংবাদদাতা ।। বিজেপি নেত্রী অনিমা বসু অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। গত ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র বৈঠকে তিনি এসেছিলেন। সকালের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের বরিশাল। ১৯৪৫ সালে তাঁর পরিবার কলকাতায় আসেন। তাঁর স্বামী প্রয়াত কানাইলাল বসু। তিনি পাঁচ সন্তানের জননী। এখন দুই পুত্র জীবিত।

আপন ধৈর্য ও নিষ্ঠাবলে তিনি এম এ, বি এড এবং ল পাশ করেন। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি এবং পরে ১৯৮০ সালে তৎকালীন রাজ্য সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তিনি বিজেপি-তে যোগ দেন। আজীবন জাতীয়তা ও হিন্দুত্ববাদী এই নেত্রীর মৃত্যুতে তাঁর দল গভীর শোকাহত। রাজ্য সভাপতি সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন।

কন্ধমলের হিন্দুরা অনাহারে

সংবাদদাতা ।। দাঙ্গাবিধ্বস্ত ওড়িশার কন্ধমল জেলায় হিন্দুদের খাবার যোগান দেওয়ার দাবি জানালেন ওড়িশা রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুরেশ পূজারী। দীর্ঘদিন যাবৎ জেলা জুড়ে এবং জেলার লাগোয়া অন্যান্য এলাকাতেও কার্ফু, ১৪৪ ধারা প্রভৃতি নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি থাকায় খাদ্যাভাবে ভুগছে জেলার হিন্দু জনতা। প্রসঙ্গত কন্ধমল জেলার জলসপটা কন্যাশ্রমে সন্দিগ্ধ খৃস্টান আততায়ীদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে গত ২৩ আগস্ট রাত্রে নিহত হন জনজাতি সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী। তারপরই জেলা জুড়ে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। শ্রী পূজারী জানিয়েছেন, জেলার হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। কার্ফু জারি থাকায় ফলে বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্য আসছে না। অথচ সরকার খৃস্টানদের জন্য ত্রাণশিবির খুলে আশ্রয় ও খাবারের বন্দোবস্ত করেছে। হিন্দুরাও একই অবস্থার শিকার হওয়া সত্ত্বেও সরকার তাদের জন্য কিছু করছে না। সরকারি প্রশাসনের এই পক্ষপাতমূলক আচরণ নিন্দনীয় বলে শ্রী পূজারী মন্তব্য করেন। তিনি রাজ্য সরকারকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, সরকার ১৪৪ ধারা বলবৎ রাখার ফলে দু'সপ্তাহ যাবৎ কন্ধমাল জেলার হিন্দুরা অনাহারে। এর ফলে আবার অশান্ত হতে পারে কন্ধমাল। সেজন্য সরকারের খাদ্যান্ন যোগান দেওয়া একান্ত জরুরি। এর লক্ষণ দেখা গেছে, যেদিন রাজ্যের শুল্ক মন্ত্রী মনমোহন সামলকে টিকাবলীতে হাজার হাজার মহিলা লাঠি হাতে অপমান করেছিল। উদয়গিরিতেও মানুষ ব্লক অফিস ঘেরাও করেছে ত্রাণের দাবিতে।

প্রকাশিত হল

স্বস্তিকা

পুজো সংখ্যা ঃ ১৪১৫

সৃজনশীল রচনায় পরিপূর্ণ
এক অসামান্য পরম্পরার পুষ্পাঞ্জলি

উপন্যাস

তনয়া
সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

এই আখ্যানের নায়িকা রিয়া। যাকে বিলাসপুর থেকে নিছক চাকরির খোঁজে আসতে হয়েছে কলকাতায়। কিন্তু প্রতিদিন এই মহানগরীর কাছে অপমানিত হচ্ছে সে। তাই আজ রিয়া চলে যাবে, কিন্তু এবার শান্তির সন্ধানে। কিন্তু কি ঘটনা ঘটেছিল রিয়ার জীবনে?

মুক্তিপণ
শেখর বসু

'আপনার কী মনে হয় কৌশিকদা, রনিকে কি সত্যি সত্যি অপহরণ করা হয়েছে? হতে পারে। নাকি ও নিজেই ওই অপহরণের গল্পটা চালু করেছে দাদুর কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করার জন্যে? গোয়েন্দার ঠোঁটে রহস্যময় একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল, তদন্ত ভালভাবে শুরু করার আগে পর্যন্ত সব সম্ভাবনার দরজাই তো খোলা থাকে।'

এই সময়
কণা বসু মিশ্র

'নিজেকে খুব উঁচু মাপের মানুষ করে রেখেছে সৈকত। আর সীমান্তিনী ক্রমেই ওর কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তবুও সৈকতের জন্যই ছুটছে সে। কান্নার পুরু সর জমতে জমতে ওর বুকের মধ্যটা যেন গ্র্যানাইট পাথর হয়ে গেছে।'— এর সমাধান কোথায়? স্বামী মুক্তানন্দজীর মার্গদর্শন কি সীমান্তিনীকে পথ দেখাতে পারবে? দুই সন্তানের জননী যাজ্ঞসেনীরই বা কী হবে?

স্বপ্নভঙ্গের এক করুণ কাহিনী
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

এই দিল্লী আজকের নয়। মুঘল-পাঠানদের আমলের। এই দিল্লীর রাস্তার মোড়ে সামান্য গোলদারি দোকানের মালিক হেমকান্তি ভাগ্যের ফেরে সুলতানী সাম্রাজ্যের উজির হয়েছে। এখান থেকেই তার স্বপ্ন দেখা শুরু। স্বপ্ন দেখছে হিন্দু সম্রাট হওয়ার। তার স্বপ্ন কি বাস্তবে রূপায়িত হবে? নাকি স্বপ্নকে বাস্তবের রূপ দিতে গিয়ে সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?

প্রবন্ধ

ভারতবর্ষ এক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র ❐ কে এস সুদর্শন

আত্মার রহস্য উন্মোচন জড়-বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব ❐ ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

আয়ুর্বেদের পুনরুত্থান ঃ ভারতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা ❐ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়

ভ্রান্ত পথের পথিক ডিরোজিও ❐ ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ ফজলুল হক থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ❐ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

শতবর্ষের আলোকে ১৯০৮ সালের বোমার গল্প ❐ অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন

স্বরাজের দাবিতে ইংলণ্ডে প্রথম সভা ❐ ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য

বিপ্লবী বীর সাভারকর আজ উপেক্ষিত কেন? ❐ নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য

চতুর্থ পরিসর ও গণতন্ত্রে বিকৃতি ❐ তথাগত রায়

সন্ত্রাসদীর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ❐ সুবীর ভৌমিক

অগ্নিপুরাণে ভারতীয় মনীষা ❐ ডঃ রবীন্দ্রনাথ বসাক

হিন্দুত্ব ❐ ডঃ প্রীতিমাধব রায়

গোর্খাল্যাণ্ড নির্ধারণের মাপকাঠি কি হবে? ❐ ডঃ বলরাম চক্রবর্তী

সত্বর কপি বুক করুন

● দাম চল্লিশ টাকা মাত্র ●

গল্প

ফরেনার ❐ এষা দে

সংসার সুখের হয় ❐ রমানাথ রায়

নিষ্ক্রমণ ❐ মানবেন্দ্র পাল

রফা ❐ সজল দাশগুপ্ত

বেঁচে থাকার অন্যমুখ ❐ দীপঙ্কর দাস

বিনোদ ঠাকুরের গল্প ❐ গোপালকৃষ্ণ রায়

মনের আয়নায় ❐ সুমিত্রা ঘোষ

তিমির বলয় ❐ গোপাল চক্রবর্তী

কিডন্যাপ ❐ বাদল ঘোষ

দেবী প্রসঙ্গ

দেবী বন্দনা ❐ ডঃ সীতানাথ আচার্য, শাস্ত্রী

শক্তি ছাড়া কি মা মহাশক্তির পূজা হয়? ❐ স্বামী যুক্তানন্দ

রম্য-রচনা

হুঁকো বার এক যৌন সুড়সুড়ির ব্যবসা ❐ চণ্ডী লাহিড়ী

ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী

শিবাজী ও শাহজাদী ❐ ডঃ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী

পৌরাণিকী

মহাভারত কি ব্যাসদেবের আত্মজীবনী? ❐ মানিক চন্দ্র দাস

দিব্যজীবন

পুণ্য দর্শন মহেন্দ্রনাথ— জীবন চেনায় যারে ❐ অরিন্দম মুখার্জী

Swastika
29 September - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

सह कर उपेक्षा सदियों से घर को संभालती।
देकर जनम ये सृष्टि को, तन मन से पालतीं॥
मंदिर की आरती हैं, मस्जिद की अज़ान बेटियां।
गुरुग्रंथ, गीता, बाइबल, कुरान बेटियां॥

लाड़ली लक्ष्मी योजना

अब तक बनी लाड़ली लक्ष्मी

संभाग	संख्या
जबलपुर	18481
भोपाल	8562
इंदौर	7507
उज्जैन	7204
सागर	4436
ग्वालियर	3774
रीवा	3420
शहडोल	3283
होशंगाबाद	1751
चम्बल	1688
योग	60106

60 हजार जिन्दगियों में
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
सात अरब रुपये से ज्यादा की पात्रता

अब 60 हजार से ज्यादा बच्चियों के
जीवन के हर मोड़ पर सहारा बनेगी,
लाड़ली लक्ष्मी योजना।
प्रदेश सरकार ने बेटी को
बोझ समझने की रूढ़ि से
आज़ाद किया है, समाज को।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की
पहल पर रायसेन ज़िले में
मई 2007 से प्रारंभ
लाड़ली लक्ष्मी योजना ने,
बेटी को लखपति होने का
उपहार दिया है।

* कमल किशोर दुबे 'कमल' की कविता से

हमारा सपना
हर लाड़ली का विकास

घर परिवार की चिंताओं में शामिल
मध्यप्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com